ঋষি-মশাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিরুদ্দেশ লক্ষপতি

তারিখ ৪ঠা জানুয়ারি। ইংরেজী সালটা গোপন রাখিলাম। সকালে ইংরেজী-বাঙলা-হিন্দী···কলিকাতার সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্র-গুলিতে বড় মোটা-হরফে এই বিজ্ঞাপন ছাপিয়া বাহির হইল,—

নিরুদ্দেশ লক্ষপতি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে আমাদের মক্কেল নন্দগোপাল সিংহ-রায় মহাশয় গত পরশু তারিখে সকালে বেলা ঠিক দশটায় তাঁর চিরাচরিত রীতি মানিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটের জমিদারী-সিণ্ডিকেট অফিসে বাড়ীর মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন। অফিসে পৌঁছিয়া সোফারকে তিনি আদেশ দেন—গাড়ী বাড়ীতে লইয়া যাও এবং বৈকালে সাড়ে চারিটার সময় আবার অফিসে গাড়ী আনিয়ো।

ইহার পর তিনি বেলা একটা পর্য্যন্ত অফিসে ছিলেন। তার পর তাঁর সেক্রেটারি এবং টাইপিষ্ট মিস্ উডহলকে বলেন, গ্রেট ইষ্টার্ণে লাঞ্চ খাইতে যাইতেছি। এই কথা বলিয়া বেলা

একটায় ট্যাক্সি ডাকাইয়া সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া তিনি অফিস ত্যাগ করেন। বেলা সাড়ে চারিটায় বাড়ী হইতে তাঁর সোফার গাড়ী আনিয়া অফিসের সামনে প্রতীক্ষা করিয়াছিল। সন্ধ্যা ছ'টায় অফিস বন্ধ হয়,—তখনো সিংহ-রায় মহাশয় অফিসে ফেরেন নাই। গ্রেট ইষ্টার্ণে সংবাদ লওয়া হয়—তিনি সেখানকার পরিচিত নিত্যকার 'গাহক', তারা বলে, সেদিন তিনি গ্রেট ইষ্টার্ণে আদৌ যান নাই!

ক্লাবে এবং পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে বহু সন্ধান করা হয়, কেহই তাঁহার সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারে নাই।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এমন কোনো অঘটন ঘটিয়াছে, যাহার জন্য সিংহ-রায় মহাশয়ের কোনো সন্ধান মিলিতেছে না।

সন্দেহ এবং আশঙ্কার সীমা নাই। স্থানীয় হাসপাতাল-গুলিতেও তাঁহার কোনো সন্ধান মিলে নাই। ক্যালকাটা পুলিশের থানায়-থানায় সন্ধান করিয়াও কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

যদি কেহ সিংহ-রায় মহাশয়ের সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদের কণামাত্র আমাদিগকে জানাইতে পারেন, যে-সংবাদের সাহায্যে তাঁহার সন্ধানে সুবিধা ঘটিবে, তাহা হইলে সেই সংবাদ-দাতাকে তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এস্, কে, গাঙ্গুলি এ্যাণ্ড কোং
সলিসিটর্স, টেম্পল চেম্বার্স
কলিকাতা

ঋষি-মশাই

লালবাজারের পুলিশ-অফিসে কমিশনার-সাহেবের কাছে সেদিন দুপুরবেলায় এটর্ণি এবং উকিল-কৌশুলীর ভিড় জমিয়া গেল। সকলে মিলিয়া জল্পনার সীমা নাই! বেলা একটার সময় কমিশনার-সাহেবের কাছে ডাক পড়িল ডিটেকটিভ-অফিসার সমর মিত্রের।

সমর মিত্র আসিলে কমিশনার-সাহেব তাঁকে বলিলেন,—Here is a most bewildering case fcr you, Samar—এঁদের কাছে সব কথা শুনিয়া এখনি তদারক সুরু করিয়া দাও! ইনি মিষ্টার সিংহ-রায়ের সলিসিটর এস্, কে, গাঙ্গুলি এ্যাণ্ড কোম্পানির পার্টনার। ইনি তোমাকে সব সংবাদ দিতে পারিবেন।

আদেশ পাইয়া এটর্ণি মিষ্টার ব্যানার্জ্জীকে সমর মিত্র বলিলেন—পনেরো মিনিট আমায় ক্ষমা করিবেন। তার পর এখানে নয়, আপনার অফিসে গিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—বেশ কথা।

•

হাতে যে-কাজ ছিল, সে-কাজের ব্যবস্থাদি সারিয়া সমর মিত্র আসিয়া টেম্পল চেম্বার্সে মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে দেখা করিলেন।

ব্যানার্জ্জীকে বহু প্রশ্ন করিয়া তিনি জানিলেন, জমিদার এবং অগাধ-ঐশ্বর্য্যের মালিক হইলেও নন্দগোপালের চরিত্রে অহঙ্কার বা ধনিজন-সুলভ বদখেয়ালীর কলুষ ব্যানার্জ্জী এতটুকু কখনো দেখেন নাই! নন্দগোপাল বাবুর বাড়ী কাঁটাপুকুরে,—বনিয়াদী ধনী ধনঞ্জয় মল্লিকের সুবৃহৎ বাড়ী কিনিয়া সেইখানেই আজ পাঁচ বৎসর বাস করিতেছেন। দুটি ছেলে। ছেলেদুটি ছোট। সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রীতে প্রগাঢ়

অনুরাগ। স্ত্রীকে পর্দ্দার আড়ালে কোনো দিন তিনি রাখেন নাই! বাড়ীতে পার্টি-মজলিশের ব্যবস্থা প্রায় নিত্য হয়। কিন্তু সে-পার্টিতে বল্-নাচ্ বা ফিরিঙ্গীয়ানার উৎকট প্রশ্রয় কোনো দিন দেওয়া হয় না। সেদিন অফিসে যাইবার সময় চেক-বই ছিল সঙ্গে—২রা জানুয়ারি অফিসে মোটা-পেমেণ্টের তারিখ।

এটর্ণি ব্যানার্জ্জী বলিলেন—অফিসের খাতা তিনি দেখিয়াছেন। অফিসে গিয়া সে তারিখে বেলা প্রায় একটা পর্য্যন্ত নন্দগোপাল চেকে যে-সব পেমেণ্ট করিয়াছেন, তার পরিমাণ বাহান্ন হাজার টাকা। এ-টাকার মধ্যে কর্ম্মচারীদের বেতনও আছে!

প্রশ্নোত্তরের শেষে সমর মিত্র কিছুক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন রহিলেন। তার পর বলিলেন—মিসেস সিংহ-রায়ের সঙ্গে আপনি দেখা করেছিলেন? তাঁর কাছ থেকে বিশেষ কোনো সংবাদ পেয়েছেন? অর্থাৎ কাল কোথাও কোনো এন্‌গেজমেণ্ট ছিল কি না? স্পেশ্যাল? কিম্বা পারিবারিক এনগেজমেণ্ট?

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—কোনো এন্‌গেজমেণ্টের কথা বলেন নি। থাকলে তিনি নিশ্চয় বলতেন।

—মিসেস সিংহ-রায় কি অনুমান করেন?

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—সারা রাত কাটলো, নন্দগোপাল বাবু ফিরলেন না, এর জন্য মিসেস সিংহ-রায় এতটুকু নার্ভাস হন্ নি! নার্ভাস হবার মতো মেয়ে তিনি নন্। ভেবেছিলেন, কোনো কাজে হয়তো বাইরে কোথাও গেছেন। ফিরতে খুব রাত হয়েছে বলে হয়তো আসেন নি!...তার পর কাল বেলা দশটা, এগারোটা, বারোটা বাজলো...নন্দগোপাল বাবুর দেখা নেই! চারিদিক থেকে টেলিফোনে

ঘন-ঘন কাজের ডাক···অফিস থেকে ম্যানেজার, এ-অফিসার, সে-অফিসার···ফোন্ করে খপর না পেয়ে সকলে বাড়ী এসে হাজির! কেউ কোনো খপর বলতে পারলে না!···ব্যাপার জটিল বুঝে আমাকে তিনি তখন ফোন্ করেন। আমি ওঁর বাড়ীতে আসি। তার পর কলকাতার যত হাসপাতালে সন্ধান নি। সন্ধান নেই! থানায়-থানায় খপর জিজ্ঞাসা করি···কেউ কিছু বলতে পারে না! তখন গিয়ে ডি-ডির ডেপুটি-কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। ···এবং তাঁর পরামর্শে আজকের কাগজগুলোয় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বার করেছি।···

সুগভীর মনোযোগে সমর মিত্র সব কথা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—মিসেস সিংহ-রায়ের সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—Why not (কেন হবে না)? আমি এখনি তাঁকে ফোন্ করছি···

কথাটা বলিয়া টেলিফোনের রিসিভারের দিকে ব্যানার্জ্জী হাত বাড়াইলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—তাড়া দেবার দরকার নেই। তাঁর অবসর বুঝে আমি দেখা করতে চাই।

—বেশ।

বলিয়া ব্যানার্জ্জী সাহেব ফোন্ করিলেন—Barabazar 12345···

সাড়া মিলিল,—ইয়েস্।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন,—মিসেস সিংহ-রায় আছেন?

উত্তর—আছেন।

—তিনি একবার ফোন্ ধরতে পারবেন?

—ডেকে দেবো?

—যদি বিশ্রাম করেন, তাহলে তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত করবেন না। বলবেন, এটর্ণি দুলাল বাবু অফিস থেকে ফোন্ করছেন।

—আচ্ছা। আপনি ধরে থাকুন।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—অল্ রাইট্…

ক'সেকেণ্ড পরে ওদিক হইতে সাড়া জাগিল,—হ্যালো…

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—ইয়েস…

—দুলাল বাবু?

—হ্যাঁ।

—মিসেস সিংহ-রায়।…আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ…মানে, কোনো খপর পান্ নি?

—না।

—ডি-ডি অফিসার সমর বাবু আমার অফিসে এসেছেন। তিনি এ-কেস্ টেক্-আপ্ করেছেন। আমার কাছে সব কথা শুনেছেন…আপনার সঙ্গে তিনি একবার দেখা করতে চান্।…মানে, আপনার কোনো অসুবিধা না হয়…এমন একটা টাইম্ যদি বলেন…

—কোনো সময়েই আমার অসুবিধা নেই।…আমি যেন পাথর হয়ে আছি, দুলাল বাবু!…সমর বাবু যখন আসবেন, তখনি আমার দেখা পাবেন।…তাঁর সুবিধা নিয়ে কথা…আমার সুবিধা-অসুবিধার কোনো কথা এতে নেই…থাকতে পারে না।

—বেশ।…তাহলে এখনি যদি তিনি যেতে চান?

—আসতে পারেন। আপনিও সঙ্গে আসতে পারলে ভালো হয় ···অবশ্য আপনার অসুবিধা যদি না হয়!

—না, না, আমার আবার অসুবিধা কিসের! বেশ, তাহলে ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই সমর বাবুকে নিয়ে আমি আপনার ওখানে আসছি।···

রিসিভার রাখিয়া ব্যানার্জ্জী চাহিলেন সমর মিত্রের পানে··· কথাবার্ত্তার রিপোর্ট দিলেন।

শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—বেলা তিনটে বাজে! আপনি হাতের কাজ সেরে নিন···তার পর দুজনে বেরুবো।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—বেশ···

ম্যানেজিং-ক্লার্ককে ডাকিয়া ব্যানার্জ্জী ক'খানা কাগজ-পত্র বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন; সমর মিত্র একখানা খপরের কাগজ খুলিয়া তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে মনোনিবেশ করিলেন। পড়িতে পড়িতে মনে-মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না! সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে গর্ব্ব যদি কেহ করিতে পারে তো এই সব কাগজওয়ালার দল··সর্ব্ব-বিষয়ে এমন পাকা-পাকা কথা বলিবার প্রয়াস যে পড়িলে মনে হয়, নিজেকে ছাড়া আর সকলকে ইঁহারা ভাবেন, নিরেট!

হঠাৎ টেলিফোন বাজিল। ব্যানার্জ্জী রিসিভার ধরিলেন···ধরিয়া মিনিট-খানেক খুব নিবিষ্ট-মনে কথা শুনিলেন। তার পর নিজে কথা কহিলেন। বলিলেন—নিউ ব্যাঙ্ক থেকে বলছেন? নন্দগোপাল বাবুর সই? অথচ টাকার ফিগার অন্য হাতের লেখা!··· আচ্ছা, ধরুন···এখানে ডি-ডি অফিসার আছেন··তাঁর সঙ্গে কথা কন্···

বলিয়া রিসিভার ধরিয়া সমর মিত্রের পানে আগাইয়া দিয়া ব্যানার্জ্জী বলিলেন—এই নিন, বুঝি, আপনার 'ক্লু' মিলবে'খন। নিউ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলছেন। একখানা চেক পেয়ে ওঁরা নন্দগোপাল বাবুর অফিসে ফোন্ করেছিলেন···অফিস থেকে এঁরা আমায় ফোন্ করতে বলেছেন···সব কথা আপনি শুনুন!

সমর মিত্র রিসিভার ধরিলেন, বলিলেন—বলুন···হ্যাঁ, আমি ডি-ডি অফিসার। নন্দগোপাল বাবুর এই নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে এন্‌কোয়ারি করছি···হ্যাঁ···হ্যাঁ···বলুন সব কথা।

ব্যাঙ্কের দিক হইতে খপর মিলিল—পনেরো মিনিট পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক একখানি 'বেয়ারার'-চেক্ পাইয়াছে—পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক··· নন্দগোপাল বাবুর চেক···চেকে তাঁহারি সই···তবে টাকার অঙ্ক কথায় যা লেখা আছে, সে-লেখা নন্দগোপাল বাবুর হাতের লেখা নয়! নন্দগোপাল বাবুর সম্বন্ধে যে-সংবাদ সারা দেশে রটিয়াছে, সে-সংবাদ জানিয়া ব্যাঙ্ক ও-চেকের টাকা দিবার পূর্ব্বে ভালো করিয়া সন্ধান লইতে চায়, তাই প্রশ্ন করিতেছে।

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন—কার নামে চেক কাটা হয়েছে?

ব্যাঙ্ক বলিল—Self cheque (নন্দগোপাল বাবুর নিজের নামেই চেক)।

সমর মিত্র বলিলেন—Self···কথাটা কার হাতের লেখা?

ব্যাঙ্ক বলিল—সেটুকু নন্দগোপাল বাবুর লেখা।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি কোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে পাঠাবো। চেকের নম্বর আমায় বলুন। আমি এখনি কোর্টে যাচ্ছি···হুকুম

এখনি পাবেন। আমি নিজে কোর্টের অর্ডার নিয়ে যাচ্ছি। ও-চেকে টাকা দেবেন না···চেকখানা রেখে দিন, বুঝলেন ?

ব্যাঙ্ক চেকের নম্বর বলিল, বলিয়া মন্তব্য করিল—ও-চেক্ আমরা রেখে দিলুম। টাকা দেবো না।

—চেক কে এনেছে ?

—একটা শিখ দরোয়ান।

—তাকে কোনো ছুতোয় ব্যাঙ্কে বসিয়ে রাখুন। আমি গিয়ে তাকে গ্রেফতার করবো।

—অল্ রাইট···

রিসিভার রাখিয়া সমর মিত্র চাহিলেন ব্যানার্জ্জীর দিকে। চাহিয়া তিনি বলিলেন—আমি এখনি কোর্টে চললুম। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে চেকখানা seize করবো···তারপর দরোয়ানকে করবো এ্যারেষ্ট···

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—আমার গাড়ী নিয়ে যান্···আমি বলে দিচ্ছি···

ম্যানেজিং-ক্লার্ককে ডাকিয়া ব্যানার্জ্জী বলিয়া দিলেন,—তুমি যাও সুনীল, ড্রাইভারকে বলে দাও, সমর বাবুকে নিয়ে পুলিশ কোর্টে যাবে···সেইখানেই সে থাকবে · যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমর বাবুর কাজ চোকে। সমর বাবু যেখানে-যেখানে যেতে চাইবেন, নিয়ে যাবে, বুঝলে···

—বুঝেছি স্যর—বলিয়া ম্যানেজিং-ক্লার্ক সুনীল চাহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি তাহলে দয়া করে মিসেস সিংহ-রায়কেও একটা খপর দিন · আমাদের যেতে দেরী হতে পারে।

—নিশ্চয়।

তার পর সমর মিত্র চাহিলেন ম্যানেজিং-ক্লার্ক সুনীলের পানে বলিলেন,—চলুন সুনীল বাবু···

সমর মিত্রকে লইয়া সুনীল তখনি অফিস-কামরা হইতে বাহির হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীপা রায়

চেকের সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম লইয়া সমর মিত্র তখনি নিউ ব্যাঙ্কে ছুটিলেন। নিউ ব্যাঙ্ক ক্লাইভ ষ্ট্রীটে। ব্যাঙ্কে আসিয়া তিনি দেখা করিলেন ম্যানেজারের সহিত। চেক দেখাইয়া ম্যানেজার বলিলেন,—সে লোক ফেরার···সেই শিখ দরোয়ান···যে এই চেক এনেছিল!

—তাকে কিছু বলেছিলেন?

—না। আপনার সঙ্গে কথা শেষ হবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে টোক্‌ন্ নিয়ে সে তাগিদে দেয়। বলে, চেকের টাকার দেরী হচ্ছে! জবাবে তাকে বলা হয়, সাহেব একটু ব্যস্ত আছেন···এত টাকা··· এ-টাকা সাহেব নিজে সিন্দুক থেকে বার করে দেবেন। তুমি একটু বসো···

—তার পর ?

—তার পর লোকটা খানিকক্ষণ বসেছিল···বাইরে ঐ বেঞ্চে। একজন ক্লার্ককে বলেছিলুম তার উপর নজর রাখতে। নজর সে রেখেছিল খানিকক্ষণ। শেষে কি-দরকারে ক্লার্ক একবার উঠে যায়···দু'মিনিটের জন্য···ফিরে এসে চেয়ে দেখে, শিখ-দরোয়ান নেই! এসে তখনি আমায় রিপোর্ট করে। আমি নিজে গিয়ে সন্ধান করি···পাত্তা মেলেনি!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—কোথায় সে লোক ?··· যাকে বলেছিলেন, তার উপর নজর রাখতে ?

—ডাকছি···বলিয়া ভদ্রলোক ডাকিলেন—ওহে কালীচরণ···

সে আহ্বানে ত্রিশ-বত্রিশ-বৎসর-বয়সী একজন বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। কালীচরণের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—ক' বছর এখানে চাকরি করছেন ?

কালীচরণ বলিল—আজ্ঞে, তিন বছর।

—কি কাজ?

—আজ্ঞে, লেজারে।

—আপনার উপর যখন নজরবন্দীর ভার দেওয়া হলো, তখন কি জন্য আপনি তাতে এত বড় গাফিলি করলেন ?

কালীচরণ বলিল—আজ্ঞে, সাহেবের একখানা জরুরি চিঠি ছিল। সে সম্বন্ধে আমায় তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন···বেয়ারা এসে বললে। তাই দু'মিনিটের জন্য···

সমর মিত্র বলিলেন—যাবার সময় আর কারো উপর ভার দিয়ে গেলেন না কেন ?

—আজ্ঞে, বুঝতে পারিনি···এত ভয়ানক জরুরি ব্যাপার···

সমর মিত্র তাকে আবার ভালো রকম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইলেন, তার পর বলিলেন—কি জন্য নজরবন্দী করতে বলা হয়েছিল, জানেন ?

কালীচরণ বলিল - আজ্ঞে, না।

সমর মিত্র চাহিলেন বড় বাবুর পানে। বড় বাবু বলিলেন,—খপরটা পাছে পাঁচ-কাণ হয়, সেজন্য ওকে আমি কারণটুকু খুলে বলিনি···

এই জবাব এবং কালীচরণের অমন কাঁচু-মাচু ভঙ্গী দেখিয়া সমর মিত্রের মনের সংশয় বিদূরিত হইল। কালীচরণের পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন—যাও···যা করেছো, তাতে ব্যাঙ্কের কাজে তোমার অযোগ্যতা প্রকাশ পেয়েছে···Be careful in future.

বেত্রাহতের মতো কালীচরণ চলিয়া গেল।

সমর মিত্র তখন বড় বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনাদের সাহেব কোথায় ?

—এই যে আসুন···তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হয়ে আছেন।

সাহেবের কাছে আসিয়া সমর মিত্র ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম-নামা দেখাইলেন বলিলেন—বহু ধন্যবাদ! ভাগ্যে চেকের উপর টাকা দেবার আগে আপনি সন্ধান নিয়েছিলেন, নাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাফ্ হয়ে যেতো।

সাহেব কহিল—বেআইনি কাজ করিয়াছি! চেক্ ফেরৎ দিতে পারি না তো!

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—এ-বেআইনি কাজের জন্য আসুক না, কে লড়তে চায়! Self-cheque…নন্দগোপাল বাবু ছাড়া সে মাথাব্যথা আর কারো হবে না!

সাহেব বলিলেন—চেক আপনি লইয়াছেন। ভবিষ্যতে সিংহ-রায়ের যে-সব চেক আসিবে, সে-সব চেকের সম্বন্ধে আমি হুকুম দিয়াছি, সব চেক আমার কাছে দিবে!

সমর মিত্র বলিলেন—বহু ধন্যবাদ! এখন আর বিরক্ত করিব না। আমাকে যাইতে হইবে মিসেস সিংহ-রায়ের কাছে।

সাহেব বলিলেন—But what's the idea? (কিন্তু আপনি এ-সম্বন্ধে কি বলেন?)

সমর মিত্র বলিলেন—তাঁকে আটক্ রাখিয়া কোনো ফন্দীবাজ জবরদস্তীতে মোটা টাকা আদায়ের ফাঁদ পাতিয়াছে, হয়তো!

সাহেবের ললাট কুঞ্চিত হইল। সাহেব বলিলেন—But who could it be? (কিন্তু কে এমন কাজ করিবে?)

সমর মিত্র বলিলেন—That remains to be seen (সেইটিই দেখিবার বিষয়)।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সাহেব বলিলেন—ভয়ঙ্কর কঠিন এবং জটিল সমস্যা! However wish you all luck (তবু আপনার সাফল্য কামনা করি)।

৮

ব্যাঙ্ক হইতে ফিরিয়া সমর মিত্র আসিলেন এটর্ণি ব্যানার্জ্জীর অফিসে।

ব্যানার্জ্জী তাঁর প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন সাগ্রহে। তিনি প্রশ্ন করিলেন—এ্যারেষ্ট করতে পারলেন?

সমর মিত্র বলিলেন—না! এ-সব লোক ভয়ঙ্কর হুঁশিয়ার! পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক এনেছে! জানে, এ-চেকে গোলমাল আছে। যেমন দেখেছে, ব্যাঙ্ক টাকা দিতে দেরী করেছে, অমনি চম্পটে আত্মরক্ষা করেছে!

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—যাক্, টাকাটা খুব রক্ষা পেয়েছে!

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ। কিন্তু তার পালানোর মানে, ব্যাপার যা অনুমান করছি···নন্দগোপাল বাবুর বিপদ আরো ঘনীভূত হলো! তারা টাকা পেলে হয়তো ছেড়ে দিত! এখন এ দরোয়ান শূন্য হাতে ফিরে গেলে জুলুমের মাত্রা না বাড়ায়!

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—জুলুম বাড়ালে তো টাকা পাবে না। খুব বেশী অনিষ্ট যা করতে পারে, আচ্ছা, ধরা যাক্···তারা টাকার জন্য আটক করেছে, টাকা পেলে না, এই তো! আপনি বলবেন, মারধোর করবে! কিন্তু সে মারধোরে নন্দগোপাল বাবু জখম হলেও তাদের লাভ এক পয়সা হবে না তো! অহেতুক এ-অত্যাচার···

সমর মিত্র বলিলেন—আমায় ক্ষমা করবেন মিষ্টার ব্যানার্জ্জী··· এখন আমি কোনো কথা বলতে পারবো না। আপনি এখন উঠতে পারবেন? মিসেস সিংহ-রায়ের সঙ্গে কথা না কওয়া পর্য্যন্ত আমি কোনো দিকে থেই ধরতে পারছি না! তাঁর কথা শুনে ওখানে কি চিঠি বা কাগজপত্র পাওয়া যায়, সে সব দেখে তবে আমি এ-পাথারে কূলের উদ্দেশে পাড়ি সুরু করতে পারি! এখন চারদিকে শুধু ধোঁয়া

দেখছি! শিখ-দরোয়ানটাকে পেলে কিছু হদিশ্ হয়তো মিলতে পারতো!

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে শিখ-দরোয়ান ভিতরের রহস্য কিছু জানে না, শুধু চেক বয়ে আনার জন্যই তার সঙ্গে ওদের কনট্রাক্ট!

সমর মিত্র বলিলেন—এত টাকা···এক অজানা শিখের হাতে বিশ্বাস করে ভার দেবে? অসম্ভব! তা নয়, তার সঙ্গে ওদের দলের লোক ব্যাঙ্কে এসেছিল নিশ্চয়। মনে হয়, আড়াল থেকে সে ঐ শিখকে লেলিয়ে দিয়েছিল শুধু চেকখানা এগিয়ে দিয়ে টাকাটা হাত করতে! কিন্তু যাক্, যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে চিন্তা করে ফল নেই! শাস্ত্রে বলেছে, গতস্য শোচনা নাস্তি!

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—তবে চলুন···আমার কিন্তু একটু মুস্কিল আছে ···অর্থাৎ ঠিক পাঁচটার সময় একবার অফিসে ফিরতে হবে! একটা মর্টগেজের কাজ হবে···লোক আসবে, তার সময় ঠিক করতে। সে লোক থাকে আবার কলকাতার বাইরে।

সমর মিত্র বলিলেন—গোড়ায় আপনি থেকে কাজটা ধরিয়ে দিয়ে ···তার পর না হয় অফিসে আসবেন।

—তাই করা ছাড়া উপায় নেই। আসুন তাহলে···

দুজনে আসিলেন কাঁটাপুকুরে নন্দগোপাল বাবুর বাড়ীতে।

প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটকের সামনে খানিকটা কাঁকর-ফেলা পথ।

পথ ঘুরিয়া গিয়াছে। ফটকের একদিকে দূরে মোটর-গেরাজ… বাড়ীর সঙ্গে বাগান সংলগ্ন।

লোকজন একেবারে গিশ্‌গিশ্‌ করিতেছে। সকলের মুখ বিষণ্ন। সারা গৃহের উপর দুশ্চিন্তার কালো পর্দ্দা পড়িয়া আছে।

ম্যানেজার বিশ্বরঞ্জন বাবু অভ্যর্থনা করিয়া দুজনকে ড্রয়িং-রুমে আনিলেন। ব্যানার্জ্জী পরিচয় করাইয়া দিলেন।

বিশ্বরঞ্জন বলিলেন—বৌমাকে খপর দিয়ে আসি।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—হ্যাঁ, যান।

বিশ্বরঞ্জন গেলেন অন্দরে সংবাদ দিতে।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—বিশ্বরঞ্জন বাবু লোকটি খুব ভালো। সত্যি-কারের honest. এষ্টেটটিকে বুক দিয়ে রক্ষা করছেন। এম-এ পাশ… আগে উনি ছিলেন নন্দগোপালের প্রাইভেট টিউটর। এই বাড়ীতেই ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। এই কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ওঁর আলাদা কোয়ার্টার্স আছে।

ফুলের মতো দুটি ফুটফুটে ছেলে আসিয়া বাহির হইতে উঁকি মারিয়া গেল। বয়স সাত আর পাঁচ বছর।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—ঐ দুটি নন্দগোপাল বাবুর ছেলে। কাল থেকে ছেলে দুটি গুম্ হয়ে আছে! মুখে কথা নেই দুজনের। আমরা এসেছি…দেখে গেল, নন্দগোপাল বাবু এলেন কি না। হুঁঃ!

সুগভীর একটি নিশ্বাসের সঙ্গে ব্যানার্জ্জীর কথা পরিসমাপ্ত হইল।

সমর মিত্র ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সজ্জিত ঘর। সোফা কৌচ টেবিল। টেবিলের উপর মার্ব্বেলের ছোট প্রতিমূর্ত্তি। দেওয়ালে বড় বড় দামী ছবি।

ওদিককার দেওয়ালে একখানি ছবি। সে-ছবি সমর মিত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তিনি ছবি দেখিতে উঠিলেন।

প্রকাণ্ড ওলিয়োগ্রাফ···বিবসনা রূপসীর ছবি।

সমর মিত্র স্থির-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—নন্দগোপাল বাবু একটু রোমান্টিক-মনের মানুষ। ব্যবসা-বুদ্ধি প্রখর হলেও কাব্য-রসে রসিক। এ-ছবিখানি একজন ইতালীয়ান্ শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়েছেন। দেড় হাজার টাকা দাম দিয়ে। আমায় একবার চুপি-চুপি বলেছিলেন···জানেন দুলাল বাবু, বাঙালীর ঘরের মেয়ের ছবি! বলেছিলেন, নিপুণ শিল্পীর হাতে কি রূপ না খুলেছে!

সমর মিত্র নিঃশব্দে শুনিলেন; কোনো জবাব দিলেন না।

বিশ্বরঞ্জন বাবু ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন—আপনারা উপরে আসুন—বৌমা বললেন, তাঁর দোতলার ঘরে।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—আপনার বৌমা খুব মুষড়ে পড়েছেন?

বিশ্বরঞ্জন বলিলেন—মলিন হয়ে আছেন···কথা নেই, বার্ত্তা নেই, গম্ভীর হয়ে রয়েছেন। ছেলেরা কাছে যাচ্ছে···উনি শুধু বলছেন, আমার কাছে তোরা এখন আসিস্‌নে রে!···

সমর মিত্র এবং ব্যানার্জ্জীকে লইয়া বিশ্বরঞ্জন বাবু দোতলায় মিসেস সিংহ-রায়ের ঘরে আসিলেন।

সজ্জিত ড্রয়িং-রুম···দুখানি কোচে দুজনকে বসিতে বলিয়া বিশ্বরঞ্জন বাবু বলিলেন—বৌমাকে আমি খপর দি।

কিঙ্করঞ্জন বাবু বাহির হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে বেয়া প্লেটে করিয়া জল-খাবারের ডিশ, চায়ের পেয়ালা, রক… লুচি, তরকারী।

দেখিয়া সমর মিত্র বলিলেন—ভোজের সমারোহ!

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—মিষ্টি মুখে দিন সমর বাবু…সকলে… ছিটিয়ে দিতে পারবেন!

সমর মিত্র বলিলেন—তা পারি না পারি, খেয়ে আরাম প…

আহারাদি সারা হইলে মিসেস সিংহ-রায় আসিলেন।

সমর মিত্র এবং ব্যানার্জ্জী…দুজনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভি… করিলেন। মিসেস সিংহ-রায় দুজনকে নমস্কার করিয়া বলিল… আপনারা বসুন।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি আগে বসুন মিসেস সিংহ-রায়।

মিসেস বসিল। সমর মিত্র এবং ব্যানার্জ্জী বসিলেন তাঁ… সামনের আসনে।

দু'চারিটা কথার পর সমর মিত্র বুঝিলেন, মিসেস সিংহ-রায় একালের মেয়ে হইলেও সোসাইটি-উয়োম্যানের সকল ভাব হইতে নির্মুক্ত। সেকাল-একাল মিশাইয়া তাঁর মনটি গড়িয়া উঠিয়াছে! তিনি বিদুষী—প্রগল্‌ভা নন! তাঁর রুচি-জ্ঞান অসাধারণ, তবু সে-রুচিতে একালের আবহাওয়ার স্পর্শ নাই! তিনি ঠাকুর-দেবতা মানেন—অথচ মন্দিরে বা গঙ্গা-স্নানে যাইবার ধার ধারেন না! লজ্জাশীলা…

সমর মিত্র বলিলেন—ক্ষমা করবেন মিসেস সিংহ-রায়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন আছে।

মিসেস সিংহ-রায় বলিলেন—আমাকে মিসেস সিংহ-রায় বলবেন না। আমি মেম সাহেব নই। আমার নাম কমলা। আপনি বয়সে বড় ···আমার বড় ভাইয়ের মতো। আমায় আপনি কমলা বলবেন।··· হ্যাঁ, বলুন, কি জিজ্ঞাসা করবেন?

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগের কোনো কারণ আছে? আমার এ প্রশ্নের মানে···আপনি বুদ্ধিমতী···নিশ্চয় বুঝতে পারছেন!

ঈষৎ সলজ্জ ভাবে কমলা বলিল—তেমন অভিযোগ নেই। আমার উপর তিনি সংসারের সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। আমি যা করি, তার কোনো কৈফিয়ৎ কোনোদিন তিনি চান নি! তবে··· কতকগুলো এমন ব্যাপার আছে, যা আজ এ-ব্যাপারের জন্য আপনাকে বলা প্রয়োজন মনে করছি। কিন্তু···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সলজ্জ নয়ন ঈষৎ নমিত করিয়া তিনি চাহিলেন প্রথমে এটর্ণি ব্যানার্জ্জীর পানে···তার পর সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি অসঙ্কোচে বলুন, যা বলতে চান।

কমলা আবার মুখ নত করিল, নত-মুখে বলিলেন—সে-কথাটা একান্ত প্রয়োজন-বোধে শুধু আপনাকেই বলতে চাই। মানে, দুলাল বাবুর কাছে বলতে হয়তো আমার বাধবে! উনি আমাদের ঘরের লোকের মতো···

ব্যানার্জ্জী বুঝিলেন। বলিলেন,—বেশ, আমি এ-ঘর থেকে উঠে যাচ্ছি। সমর বাবুকেই শুধু আপনি সে-কথা বলুন।

অপ্রতিভ কণ্ঠে কমলা বলিল—আপনি যদি কিছু মনে না করেন···

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—না, না, না। মানুষের গোপন কথা থাকে। সে-কথা ব্যক্তি-বিশেষকে বলবার প্রয়োজন হয়, মিসেস রায়। রোগের কথা যেমন ডাক্তারকে বলা দরকার, বৈষয়িক গোলযোগের কথা মানুষ যেমন আমাদের কাছে বলে, তেমনি এখন যা ঘটেছে, তার কিনারা করবেন সমর বাবু···সুতরাং সমর বাবুর যে-কথা জানা প্রয়োজন, আমার পক্ষে সে-কথা জানবার কৌতূহল হতেই পারে না! ···আমি আপনাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী···আমি কায়-মনে চাইছি, এ-বিপদ থেকে আমাদের সকলের পরিত্রাণ হোক!

এ-কথা বলিয়া ব্যানার্জ্জী চাহিলেন সমর মিত্রের পানে। চাহিয়া তিনি বলিলেন—আমি ঐ খোলা বারান্দায় গিয়ে বসি সমর বাবু। দরকার হলে আমাকে ডাকবেন।

ব্যানার্জ্জী চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া গেলে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা বলিল—এরকম নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ওঁর জীবনে এই প্রথম ঘটেনি! বাইরের লোক ওঁর চরিত্রের সম্বন্ধে কেউ এতটুকু দুর্নাম করবে, তার কোনো হেতু কোনোদিন ঘটেনি! কিন্তু আমি ওঁর স্ত্রী···আমার কাছে কোনো-কিছুই অজানা নয়। আমার দুটি ছেলে···তারা নেহাৎ শিশু নয়··· পাছে এ-ব্যাপার নিয়ে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়, এজন্য আমি

নিঃশব্দে সব সয়ে আছি! আমি যদি কোনো কথা তুলি, একটা হৈ-হৈ রব উঠবে···সে-কুৎসা, সে-গ্লানি যাতে না ঘটে, ঐ ছেলেদের মুখ চেয়ে সেদিকটা আমায় দেখতে হবে! আপনাকে আমি একখানি চিঠি দেখাবো···একটি স্ত্রীলোকের চিঠি। এই স্ত্রীলোকটিকে যদি খুঁজে পান, তাহলে ওঁকেও তার কাছাকাছি পাবেন বলে আমার বিশ্বাস!

এই কথা বলিয়া কমলা উঠিয়া আলমারির ড্রয়ার খুলিয়া খামে-মোড়া একখানা চিঠি আনিয়া সমর নিজের হাতে দিল; দিয়া বলিল —ওঁকে যদি পান, তাহলে স্পষ্ট ভাষায় ওঁকে বলবেন, ওঁর টাকা, ওঁর ইচ্ছা বা রুচি—সে-সবের উপর এতটুকু দাবী কোনো দিনই আমি জানাবো না। উনি যাতে আনন্দ পান, করতে পারেন। আমি শুধু চাই, ছেলেদের নিয়ে শান্তিতে থাকতে। তাদের আমি যেভাবে মানুষ করতে চাই, তাতে যেন এতটুকু বাধা না ঘটে!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার স্বামীর সম্বন্ধে যতটুকু বুঝে দেখছি, তাতে বুঝছি, তিনি দুর্বৃত্ত নন। তিনি বুদ্ধিমান। আপনার মন বুঝে···তবে ছেলে দুটি বড় হচ্ছে, এতেও তিনি নিজেকে সংযত করতে পারবেন না? অবশ্য sympathetically আমি যদি তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করি?

কমলা বলিল—ওঁর বিরুদ্ধে আমার নালিশ নেই। আমি যতদূর দেখছি, উনি আছেন তো বেশ আছেন! আমাদের উপর ভালোবাসা মায়া-মমতা খুব বেশী! কিন্তু হঠাৎ এমন হয় যে আমাদের একেবারে সহ্য করতে পারেন না! আমাদের দেখলে যেন জ্বলে ওঠেন! সে সময় ওঁর মনে দারুণ অশান্তি-অসন্তোষ! নেশার খেয়ালে উনি কেমন যেন

পাগল হয়ে ওঠেন! তখন ঐ-সব অনাচারে অরুচি থাকে না! এ-ভাব থাকে মাসখানেক…কখনো দু মাস! সে সময়টা আমি যেন কাঁটা হয়ে থাকি! রাশ আমি ছেড়ে দি। রাশ টেনে আমি কোনো কথা কই না। প্রতিবাদ করলে যদি একটা গোলমাল হয়…লোক-জানাজানি হয় এই ভয়ে নিঃশব্দে আমি ওঁর সে মত্ত অনাচার সহ্য করি।

কথা শুনিয়া সমর মিত্র বিস্ময় বোধ করিলেন। বলিলেন—চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন কখনো ?

কমলা বলিল—ওঁর মন যখন শান্ত হয়, নিজেই তখন ডাক্তার আনিয়ে ব্যবস্থা-পত্র করেন ; অনুতাপে গলে আমার কাছে ক্ষমা চান। বলেন, আমার কি হয় কমল, আমি বুঝতে পারিনা! যেন একটা সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসী আমার মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ছায়! আমি পারিনা সে-সময় তার গ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে! কি অশান্তি যে তখন ভোগ করি, মুখের কথায় তোমায় তা বোঝাতে পারবো না!…ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়েও ওঁর এ-রোগের তো কোনো প্রতিকার হলোনা সমর বাবু!

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ। এ এক আশ্চর্য্য কথা শুনলুম আপনার কাছে। আমার পুলিশ-জীবনের অভিজ্ঞতায় এ কাহিনী সম্পূর্ণ নূতন!

কমলা বলিল—আপনি আগে চিঠিখানা পড়ুন…

সমর মিত্র পড়িলেন। মেয়েলি হাতের লেখা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে :—

প্রাণাধিক

তোমার জন্য আমার অশান্তির সীমা নেই। যত কাজ থাকুক, ঘরে স্ত্রী-পুত্রের মায়ার শৃঙ্খল যতই কঠিন হোক, একবার আমায় দেখা দিতে পারো না?

কাগজের মধ্যে যদি দেখা না পাই, তাহলে পৃথিবীতে আমার দেখা তুমি আর কখনো পাবে না।

তোমারি

অভাগিনী পরী

চিঠিতে তারিখ নাই।

সমর মিত্র বলিলেন—এ-চিঠি কবে এসেছে?

কমলা বলিল—২রা জানুয়ারি। ২রা তারিখে উনি অফিসে চলে গেলে। এ-চিঠি দেখলুম আমি ওঁর ড্রয়ারে···রাত্রে যখন ফিরলেন না, তখন···

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—পরী মেয়েটি কে?

সলজ্জ কুণ্ঠিত স্বরে কমলা বলিল—থিয়েটারের এ্যাকট্রেস ছিল··· এখন সিনেমায় নামে।

সমর মিত্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন—কৈ, এ-নামের বাঙালী ফিল্ম-ষ্টার···নাম শুনিনি!

কমলা বলিল—না, শুনবেন না। ফিল্মে মেয়েটি নাম নিয়েছে দীপা রায়।

—ও, দীপা রায় হলেন এই পরীবালা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে নাম···ভালো গান গায়···বাজারে ওর গানের রেকর্ডের খুব পশার!

কমলা কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র গভীর মনোযোগে কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন

—আপনি বলছেন, এই দীপা রায়ের সন্ধান পেলে নন্দগোপাল বাবুর সন্ধান পাবো?

—আমার তাই মনে হয়। কেন না, আর একবার···ছ'মাস আগে হঠাৎ উনি অফিস থেকে আর বাড়ী ফেরেননি! সেবার চিঠি দেখেছিলুম···জীবন-মরণের দোহাই দিয়ে এমনি নিমন্ত্রণের চিঠি। সেবারে চিঠি লিখেছিল কে এক মিস্ সান্ত্বনা লাহিড়ী!···সাত-দিন পরে বাড়ী ফিরলেন!

সমর মিত্র বললেন—সেবারে কত টাকার চেক্ কেটে ছিলেন?

কমলা এ প্রশ্নের অর্থ বুঝিল না···সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—এবারে ওঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে চাঞ্চল্য! ওঁর সই-করা একখানি self চেক্ এসেছে!

—ও···বটে!

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ। এসে আপনাকে বলবার সময় পাইনি! এখানে আমার আসতে দেরী হলো ঐ কারণে। ব্যাঙ্কে গিয়ে সে চেকখানি দখল করেছি।···চেক আমার কাছে আছে শীল-করা প্যাকেটে।

বলিয়া পকেট হইতে শীল-করা প্যাকেট খুলিয়া চেক্ দেখাইলেন ···বলিলেন—নাম সই ঠিক আছে···নন্দগোপাল বাবুর সই···self কথাটাও তাঁর নিজের হাতে লেখা, না? শুধু টাকার কথাটা লেখা অন্য হাতের কীর্ত্তি!···টাকাটা বেরিয়ে যায়নি! ব্যাঙ্ক থেকে ওঁরা ফোন্ করেছিলেন···আমরা বললুম, খুব সৌভাগ্য, যে-লোক চেক এনেছে, তাকে টাকা না দিয়ে নজর-বন্দীতে রাখুন; তারপর আমরা গিয়ে

গ্রেফতার করবো।···কিন্তু এ-ব্যাপারে যারা চেক আনে, তারা হয় অসাধারণ-ধূর্ত্ত···এ-কাজে ওস্তাদ! বেয়ারার-চেকের টাকা দিতে দেরী হচ্ছে দেখে ব্যাপার বুঝে সে সরে পড়েছে···গ্রেফতার হয়নি।

কমলা বলিল—যে-লোক চেক এনেছিল, সে বাঙালী?

—না। শিখ-দরোয়ান।

—ওঁর অফিসে শিখ-দরোয়ান তো কেউ নেই!

—না।

কমলার দুই চোখে ব্যাকুল আগ্রহ···সে চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—আমার মনে হয়, আপনাকে এখন আর বেশী বিরক্ত না করে এই ফিল্ম-ষ্টার দীপা রায়ের সন্ধান নি!···তারপর যেমন যখন দরকার হবে, আপনার কাছে আসবো এবং কিছু খপর পাবা মাত্র আপনাকে জানাবো।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা বলিল—আপনাকে আমার বলতে বাধা নেই!···ওঁর সঙ্গে যদি দেখা হয়···বলবেন, এমন করে সরে থাকবার ওঁর দরকার নেই। আমি কখনো কোনো কথা বলবো না ···ওঁর যা খুশী উনি করুন···শুধু ছেলে দুটোকে নিয়ে এ-আবহাওয়া থেকে আমি দূরে থাকতে চাই, আমাদের জন্য এই ব্যবস্থাটুকু উনি যেন করে দেন!
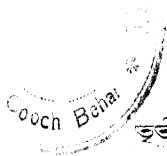
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিল্ম-কোম্পানির অফিস

এ-বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া এটর্ণি মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে সমর মিত্র আসিলেন লালবাজার পুলিশ-অফিসে। ব্যানার্জ্জী অফিসে চলিয়া গেলেন।

সমর মিত্র তাঁকে বলিলেন—কতকগুলি খপর পেয়েছি···বোধ হয়, তা থেকে কিছু কিনারা করতে পারবো !···যেমন যা ঘটে, আপনাকে জানাবো।

—বেশ ! আমিও নিশ্চিন্ত থাকবো না, জানবেন।···নন্দগোপাল বাবুকে আমি অনেকদিন থেকে জানি। বলেছি তো, ভদ্রলোকের মধ্যে কোনো রকম দোষ বা দুর্ব্বলতা আমি দেখিনি। উনি···যাকে বলে···paragon of proper conduct···(সদাচারী) !

এই কথা বলিয়া মিষ্টার ব্যানার্জ্জী চলিয়া গেলেন।

সমর মিত্র অফিসে আসিয়া ডেপুটি-কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং সেদিনকার কাজের বিবরণ খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া ডেপুটি-কমিশনার বলিলেন—আমি শুনেছি সমর···এক-একজন লোক আছে···পুরুষোত্তম বললে চলে···ব্যবসার ক্ষেত্রে কৃতী, খুব শিক্ষিত এবং রুচি বেশ মার্জ্জিত···অথচ কি যে হয় মাঝে মাঝে···মনের রাশ একেবারে ছেড়ে দেন। তখন অবস্থা হয় পাগ্‌লা

ঘোড়ার মতো !...একজন ডাক্তার বলেছিলেন, ও এক-রকম মানাসক ব্যাধি। এ-রোগীদের মধ্যে কারো-কারো দেখা যায় আশ্চর্য্য নিখুঁৎ রুচি...কালচার্ড...কিন্তু এই রোগের দাপটে এ-সব লোক এমন হয় যে পথের দাসী-বাঁদীর উপর দারুণ বিহ্বলতা জাগে...লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দ্যান্! যে-স্ত্রীলোককে দেখে সহজ সময়ে ঘৃণায় শিউরে ওঠেন, তাকে করেন অঙ্ক-শায়িনী! একেবারে উন্মাদ! These people seem occasionally to take to physical, mental and moral holiday. ঘরে সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রী...তাঁকে উপেক্ষা করে খোলার ঘরে কদর্য্য কুৎসিত স্ত্রীলোককে নিয়ে মেতে ওঠেন! ছোট লোক মুচি-ম্যাথরকে সঙ্গী করে তাদের সঙ্গে বসে হয়তো দেখবে, নেশা করছেন!...তোমার কথা শুনে যা বুঝছি, মিষ্টার সিংহ-রায় এমনি malady-(ব্যাধি)-গ্রস্ত! ...এখন তুমি কি করবে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সমর মিত্র বলিলেন—দেখি...আজ রাত্রে ভেবে একটা প্ল্যান ঠিক করি।

ডেপুটি-কমিশনার বলিলেন—I wish you all luck (তোমার সর্ব্ব-সাফল্য কামনা করি)।

অফিসের ক'টা কাজ হাতে ছিল...সেগুলা দেখিয়া-শুনিয়া সমর মিত্র চলিলেন ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এক ফিল্ম-কোম্পানির অফিসে।

সেখানে গিয়া বারান্দায় একটি ভদ্র ছোকরার সঙ্গে দেখা। সন্ধান লইলেন, দীপা রায় ফিল্ম-ষ্টার কোথায় থাকে?

শুনিলেন, একজন তরুণ মাড়োয়ারী...সদ্য পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অগাধ টাকার মালিক হইয়া নূতন ফিল্ম কোম্পানি খুলিয়াছে।

কোম্পানির নাম সান্‌-রাইজ্‌ ফিল্মস্‌। মাড়োয়ারীর নাম গুলাবচাঁদ। তার অফিস সেণ্ট্রাল এভেনিউয়ে।

সমর মিত্রকে অফিসের কেহ চেনে না। হঠাৎ তাঁর বয়সী লোককে ফিল্ম-ষ্টারের সন্ধান করিতে দেখিয়া অফিসের লোকটির কৌতূহল একেবারে তার দু'চোখের দৃষ্টিতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া উঠিল! তার দৃষ্টিতে কৌতূহলের সে উগ্র দীপ্তি দেখিয়া সমর মিত্র বুঝিলেন, লোকটার এ-কৌতূহলের নিবৃত্তি প্রয়োজন। নচেৎ পাঁচজনের কাছে রহস্য-চ্ছলে যদি আলোচনা করে, তাহা হইলে তাঁর অভীষ্ট-লাভের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে!

তাই আপনা হইতেই সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, এই দীপা রায় কোনো পার্টিতে গান্‌-টান গান্‌ কি না? মানে, লাট-সাহেবের যাবার কথা আছে আমাদের মুর্শিদাবাদ। তাঁকে একটা পার্টি দেওয়া হবে। তাই মুর্শিদাবাদ থেকে সেখানকার গবর্ণর্স এন্‌টার্টেন্‌মেণ্ট কমিটির সেক্রেটারি খান্‌ সাহেব হেদায়েৎ আলি আমায় লিখে পাঠিয়েছেন, if she could be engaged for the party to sing (সে-পার্টিতে গান গাহিবার জন্য দীপা রায়কে পাওয়া যাইবে কি না)!

এ কথার আশ্চর্য্য শক্তি! লোকটির দৃষ্টিতে সে-কৌতূহলের আলো নিবিয়া গেল! সে বলিল—মানে, দীপা রায়ের সম্বন্ধে অত খপর বলতে পারবো না মশাই। সে আমাদের কোম্পানিতে কাজ করেনা তো, তবে লাট সাহেবের সামনে গান গাওয়া··· এত-বড় চান্স কেউ ছাড়ে! পশার কত বেড়ে যাবে! নিশ্চয় সে রাজী হবে।

—তাহলে রাজী হবে বলে' মনে হয়?

—নিশ্চয়! হুঁঃ, ফিল্ম-কোম্পানিতে আমার কাটলো কম্‌সেকম্ পঁচিশ বছর মশায়,—সেই ম্যাডান কোম্পানির যুগ থেকে এ লাইনে লেগে আছি! বহুৎ ষ্টার দেখলুম! ষ্টার তো ছোট্ট এতটুকুন্! সান্-মুন্-নেপচুন্ বললে চলে, টাকার লোভে এরা কি না করতে পারে! বুঝলেন কি না···নাম-জাদা দিগগজ ষ্টার···চাঁদির জোরে তাকে বাঁদর সাজতে দেখছি, মশায়! আপনি যান চলে সান্-রাইজ কোম্পানীর অফিসে। দীপার সঙ্গে নাই বা কথা কইলেন···একেবারে মালিক গুলাবচাঁদের কাছে গিয়ে কথাটা বলুন···হয়তো পয়সা দিতে হবে না! লাট-সাহেবের নামে সে নিজে গাঁটের পয়সা খরচ করে দীপা রায়ের যাবার ব্যবস্থা করবে'খন!

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ কথা বলেছেন, মশায়···তাই যাই। কিন্তু পাঁচটা বাজে, অফিস বন্ধ হয়ে যায়নি তো?

—ক্ষেপেছেন! সে তো শুধু ব্যবসার জন্য ফিল্ম কোম্পানি খোলেনি যে পাঁচটার মধ্যে চলে যাবে! সন্ধ্যার পর অফিস একেবারে নন্দন-কানন হয়ে ওঠে!

—যা বলেছেন! তাই যাই···

সমর মিত্র গমনোদ্যত হইলেন, লোকটি বলিল—আর কোন্ কোন্ প্লাইয়েকে নিচ্ছেন?

সমর মিত্র বলিলেন—তা আমি জানিনা···তবে শুনেছি পঙ্কজ মল্লিককে ওঁরা নিয়ে যাবেন! তারপর···

লোকটি বলিল—ওঃ! পঙ্কজ মল্লিকের এখন ভারী গুমর! দেখছি সব···ঐ পঙ্কজ মল্লিক! হুঁঃ! এখন পঞ্চাশ টাকা, একশো টাকার কমে

আসরে গান গায় না! অথচ…হুঁঃ—শুনুন, লাট-সাহেবকে যখন খাতির করছেন, তখন আমাদের পাপিয়ানন্দন রায়কে গাইবার জন্য নিয়ে যেতে ভুলবেন না। আমাদের এখানে নামছে…নতুন সবে… এখনো পাবলিকে তার গান শোনেনি…ছবি রিলিজ হলে তার গান শুনে পঙ্কজ মল্লিককে হ্যাক্‌থুঃ করে দেবে! বুঝলেন মশায়, যাকে বলে, জিনিয়াস্‌!

এ-কথা শুনিবার সময় ছিল না…সমর মিত্র কোনো কথা না বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পথে আসিয়া ভাবিলেন, কি করিবেন? এখনি দীপার খোঁজে গুলাবচাঁদের অফিসে যাইবেন? না, কাল…

ভাবিতে ভাবিতে ট্রাম আসিয়া পড়িল। তিনি ট্রামে উঠিয়া বসিলেন। তারপর ট্রাম এস্‌প্লানেডে পৌছিলে নামিয়া চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু অফিসের নম্বর…?

তাইতো নম্বরটা জানা হয় নাই তো!…

একটা দোকানে ঢুকিয়া টেলিফোনের বই চাহিয়া ঠিকানার সন্ধান করিলেন…১২ নম্বর ইদরিশ খাঁ লেন, সেন্ট্রাল এভেনিউ।

সর্ব্বনাশ! ইদরিশ খাঁ লেন আবার কোথায়?…

তিনি আসিলেন হেয়ার ষ্ট্রীট থানায়…সেখান হইতে সান্‌-রাইজ কোম্পানির ঠিকানা জানিয়া সেখানে আসিয়া উদয় হইলেন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

চার-তলা ফ্ল্যাট-বাড়ী। তিন-তলায় ফিল্ম-কোম্পানির অফিস।

সিঁড়ি দিয়া তিন তলায় উঠিতেই অফিস মিলিল।

সামনের বারান্দায় ক'টা বড় বেঞ্চ পড়িয়া আছে। সেই বেঞ্চের উপরে বসিয়া একজন বাঙালী যুবা বিড়ি টানিতেছে। মাথার সামনের দিকে লম্বা চুল···পিছনের চুল শাঁস-বাহির-করিয়া ছাঁটা। পরণে একটা ডুরে লুঙ্গী···গায়ে সাদা ঝুলদার পাঞ্জাবি।

সমর মিত্রকে দেখিয়া সে বলিল—কি চান?

সমর মিত্র বলিলেন—গুলাবচাঁদ বাবু আছেন?

লোকটি বলিল—ফিল্মে নামতে চান? তা যদি হয় তো বলে দিচ্ছি মশায়, দেখা হবে না।

সমর মিত্র বলিলেন—আজ্ঞে না, ফিল্মে নামবো না! আমার একটু বিজনেশ-টক্ আছে।

—বিজনেশ-টক্? তাহলে আপনাকে দেখা করতে হবে ম্যানেজার সর্ব্বজ্ঞ বাবুর সঙ্গে।

—সর্ব্বজ্ঞ বাবু আছেন?

—না। তিনি বায়োস্কোপ দেখতে গেছেন।

সমর মিত্র বলিলেন—গুলাবচাঁদ বাবু আছেন তো?

—আছেন। তিনি কিন্তু কারো সঙ্গে দেখা করেন না। মানে, সর্ব্বজ্ঞ বাবু না থাকলে বিজনেশ-টক্ হবার জো নেই।

সমর মিত্র বুঝিলেন, সেই যে কথা আছে, স্বর্গে ঢুকিতে হইলে দ্বারীর দৌরাত্ম্য সহিতে হয়···এখানেও তেমনি···

সমর মিত্র এক-মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন—কিন্তু আমি আসছি লাট-সাহেবের কাজে · লাট-অফিস থেকে।···আপনি খপর দিন···নাহলে কোম্পানির হয়তো লোকসান হতে পারে!

লাট-সাহেবের নাম শুনিয়া যুবার বড়-বড় চোখ নিমেষে এতটুকু হইয়া গেল! সে বলিল—কার্ড আছে?

—না। কাগজের শ্লিপ দিন, লিখে দিচ্ছি।

—লিখে দিন মশাই।

এক-টুকরা কাগজে সমর মিত্র ইংরেজীতে লিখিয়া দিলেন—

Under orders of His Excellency
the Governor of Bengal
Interview with
proprietor Gulab Chand Babu

(লাট-সাহেবের আদেশানুসারে মালিক
গুলাবচাঁদ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ চাই)

কাগজখানা লোকটির হাতে দিলে সে একবার পড়িল···তারপর বিনম্র-স্বরে বলিল—আপনি স্তর, একটু দাঁড়ান···আমি এখনি দেখা করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

লোকটা ঘরে গেল···সমর মিত্র মনে-মনে হাসিলেন।

লোকটা তখনি ফিরিয়া আসিল, বলিল,—আসুন···

সমর মিত্র ভিতরে গেলেন। দুখানা ঘরের ওদিকে বড় একখানা ঘর। দক্ষিণ-খোলা। মেঝের উপর মস্ত তক্তাপোষ···তক্তাপোষে তোষকের উপর ধপ্‌ধপে ফর্সা চাদর বিছানো···বিছানায় একগাদা মোটা তাকিয়া এবং তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে একজন তরুণ-বয়স্ক মাড়োয়ারি। মাড়োয়ারি দেখিতে সুশ্রী। তক্তাপোষের আর একদিকে একটি বাঙালী বাবু···বিলাতী পোষাক পরা···

দাঁড়াইয়া আছে···গরুড়-পক্ষীর মতো কৃতাঞ্জলি-পুটে···যেন কৃপার্থী, দীন।

সমর মিত্র ঘরে প্রবেশ করিলেন।

গুলাবচাঁদ উঠিয়া বসিল, বলিল—আপনি এসেছেন?

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ। আপনার নাম গুলাবচাঁদ বাবু?

গুলাবচাঁদ বলিল—হ্যাঁ। বসুন।

সমর মিত্র বসিলেন। গুলাবচাঁদ তখন সেই সাহেবী-পোষাক-পরা ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—এ পোরেশ বাবু, আপনি একবার বোলে দিন, বাবু-সাহেবের জন্য চা আর সিগ্‌রেট লিয়ে আসবে।

সাহেবী-পোষাক-পরা 'পোরেশ' বাবু যেন এ অনুগ্রহ-লাভে কৃতার্থ হইলেন! মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—এখনি যাচ্ছি স্যর··

বলিয়া তিনি বাহিরে গেলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি এসেছিলুম একটু বিশেষ কাজে। মানে, মুর্শিদাবাদে লাট-সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য···

বানাইয়া গবর্ণরের জন্য পার্টির কথা বলিয়া সমর মিত্র বলিলেন—দীপা রায়কে চাই।···সেখান থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের কথায় এ-ব্যবস্থার জন্য আমি এসেছি।

গুলাবচাঁদ বলিল—কিন্তু কি জানেন, দীপা রায় রইস্‌-আর্টিষ্ট। তার পিছনে হোমরা-চোমরা বহুৎ বাবু আছে···ভালো নামজাদা আর্টিষ্ট দীপা রায়···পাবলিকের একেবারে হট্‌-ফেভারিট্‌···তাই আমরা তাকে এন্‌গেজ করিয়েছি। বহুৎ টাকা মাহিনা দি···লে-কেন্‌ তার মর্জ্জি বুঝে চলতে হয়!···আমাদের কথা সে শুনবে বলিয়ে মনে হয় না।

আনিয়া লিখিতে বসিলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই লিখিতে লাগিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া সমর মিত্র অবাক! তক্তাপোষে বসিবেন না? ভদ্রলোক নেহাৎ বেচারী-গোছের নয়! অথচ গুলাবচাঁদের সঙ্গে যেন ভাশুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক! এত আলগোছে দাঁড়াইয়া আছেন,—যেন গুলাবচাঁদ বসিয়া আছে বলিয়া পরেশ বাবু তক্তাপোষের ছায়া বাঁচাইয়া চলেন! তাঁর মনে কৌতূহল জাগিল।

পরেশ বাবু চিঠি লিখিতেছিলেন, সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—গুলাবচাঁদ বাবু, পরেশ বাবু বুঝি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি?

গুলাবচাঁদ বলিল—না, না। ডাইরেক্টর। ফিল্ম-ডাইরেক্টর পোরেশ বাবুর নাম শোনেন নি? এ্যায়সা পুরনো ডাইরেক্টর বাঙলা মুল্লুকে নাই। ম্যাডান কোম্পানিতে উনি ছিলেন ফিল্ম-কাটার···বহুৎ এক্সপেরিয়েন্স।

—ও··

সমর মিত্র নির্ব্বাক বসিয়া রহিলেন। পাঁচজনের মুখে তিনি গল্প শুনিয়াছেন, এই ফিল্মের জগৎ নাকি পৃথিবীর মধ্যে এক বিচিত্র জায়গা! এখানে না কি অসাধ্য-সাধন হয়! এখানে মান-ইজ্জতের রীতি সম্পূর্ণ আলাদা!

চিঠি লেখা হইলে পোরেশ বাবু সে-চিঠি পড়িয়া শুনাইয়া গুলাবচাঁদের হাতে দিলেন।

গুলাবচাঁদ বলিল—কলম···

নিজের ফাউনটেন-পেনটি গুলাবচাঁদের হাতে দিয়া পোরেশ বাবু বলিলেন,—এই যে স্যর···

স্যর গুলাবচাঁদ চিঠি সহি করিল। সহি করিয়া সে-চিঠি সে দিল সমর মিত্রের হাতে।

সমর মিত্র বলিলেন—যদি গাহনায় যায়, দীপা রায়ের মস্ত advertisement (বিজ্ঞাপন-প্রচার) হবে। নয়?

গুলাবচাঁদ বলিল—আলবৎ!

তারপর সে চাহিল পোরেশ বাবুর দিকে, বলিল—চা-সিগ্রেট কৈ?

—দেখছি, স্যর…

পোরেশ বাবু আবার ছুটিলেন চায়ের অর্ডার করিতে।

সমর মিত্র বলিলেন—এ-কাজে বহুৎ টাকা ঢালতে হয়?

—হ্যাঁ।

—ষ্টোরি-বাবদ কত টাকা দেন?

—হামি যাস্তি টাকা দিই না। ডাইরেক্টরকে বলি, ষ্টোরি বানিয়ে লাও। বলে দি, পচিশঠো আচ্ছি-গান থাকবে…গুলিগোলা খুব… একঠো হিরোইনের পিছে তিনঠো হীরো লাগা' দেও…খুব জমাট্ শীন্ হোবে।…লেকেন্ এ্যায়সা কুছ করো যে অডিয়েন্স একদম্ উল্লু বন্ যায়!

—ষ্টোরি আপনার ডাইরেক্টর বানিয়ে নেয়?

—হ্যাঁ।

—তার জন্ম কত টাকা দিতে হয়?

—পঁচাশ…ষাট…একশো…ব্যস্!

—তার চেয়ে ভালো ভালো নভেল আছে…যাঁরা সে সব নভেল লেখেন, তাঁদের সেই সব নভেল নেন্ না কেন? তাহলে গল্প ভালো হয়!

—আচ্ছা, তাহলে আমি আসি। নমস্কার! যদি দরকার হয়, আবার বিরক্ত করতে আসবো।

—না, না, বিরক্ত কি! ভদ্দর লোককে ভদ্দর লোক কুর্ণিস করবে …এ তো দস্তর আছে, বাবু-সাব! এ পোরেশ বাবু, যান, বাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসুন!

সমর মিত্র উঠিলেন। পরেশ সঙ্গে চলিলেন।

সিঁড়ির নীচের ধাপে আসিয়া সমর মিত্র চাহিলেন পরেশের দিকে। ডাকিলেন—পরেশ বাবু…

—বলুন স্যর!

সমর মিত্র হাসিলেন। মৃদু হাসি। বলিলেন—কিছু মনে করবেন না, মশায়। আমি বাঙালী, আপনিও বাঙালী…ভদ্রলোক! লেখাপড়াও শিখেছেন নিশ্চয়।

বিনয়ে আনত হইয়া পরেশ বলিলেন—আজ্ঞে, আমি গ্রাজুয়েট।

—আরো ভালো। বলছিলুম কি, আপনি গুণী-লোক…ডাইরেক্টরী করছেন…আপনার পোজিশন্ আছে। আপনি এমন servile (দাস্য) ভাবে থাকেন! ওর সামনে তক্তাপোষে বসেন না! এমনি করে নিজেকে অপমান করে…

পরেশ যেন শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন—বলেন কি স্যর! মনিবের সামনে বসবো? এক-আসনে?

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি তো বেয়ারা নন্, খানশামা নন্!

পরেশ বলিলেন—যে-রকম বাজার! বিশেষ এ-লাইনে যা হয়েছে স্যর, মুখ্যু গোঁয়ার মনিবও তো আছে! পয়সার ঝাঁজে দুনিয়া জ্বালিয়ে দিচ্ছে! কাজেই মনিবের নামে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে থাকি!

কি জানি, কার কি রকম মন! তাছাড়া গুণ দেখে এ-লাইনে পদোন্নতি হয় না, স্যর! মোসাহেবী আর পায়ে-ল্যাপ্টানো ভাবেই এ-লাইনে পদোন্নতি হচ্ছে! সত্যিকারের কাজের লোক যারা, তারা এ-সব পারে না···কাজেই তাদের উন্নতি নেই! বলুন না স্যর, আমিও তো দেখছি এ-লাইনে থেকে যারা বাড়ী করছে, গাড়ী চড়ে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে গুণী দেখেছেন কি? হুঁ! স্রেফ মোসাহেবী! না হয় ধূর্ত্ত-ফন্দিবাজী···এ দুটি গুণ না থাকলে এ-লাইনে ওঠবার উপায় নেই!

সমর মিত্র বলিলেন—থাক, থাক, ও আমি শুনতে চাই না!···বাইরে থেকে যা শুনি, আপনাদের ফিল্ম-ষ্টুডিয়ো quite a strange world (সম্পূর্ণ আশ্চর্য্য জগৎ), তার যে-পরিচয় এই একটু দেখতে পেলুম, চিরকাল আমার মনে সে পরিচয় গাঁথা থাকবে!···আপনাকে আমি খুব sympathy (সমবেদনা) জানাচ্ছি!···বেচারী! আচ্ছা, আসি তাহলে। নমস্কার! এর-পর আবার যদি এখানে আমাকে আসতে হয়, তাহলে ঐ লাট-দরবারের নাম করে আপনার সম্বন্ধে এমন কথা-বার্ত্তা কয়ে যাবো, যাতে করে গুলাবচাঁদ মালিকের সঙ্গে এক তক্তাপোষে আপনি বসতে পারেন!···ঐ তো আর্টিষ্ট এলো চাঁদ্নকা বিবি···ও তো এসে দিব্যি তক্তাপোষে বসে গেল···ও-ও তো মাহিনা খায়···চাকরি করে!

কাঁচু-মাচু মুখে পরেশ বাবু বলিলেন—আর বলবেন না স্যর! ইয়ং ফীমেল আর্টিষ্টদের খাতির এ-লাইনে গুরু-ঠাকুরের সামিল! তাছাড়া বোঝেন না তো, এ-সব আর্টিষ্টদের মধ্যে যারা কর্ত্তা-ভজা মন্ত্র জানে, তাদের মাইনে হুশ্ হুশ্ করে বেড়ে যায়। বলতে গেলে ভদ্রলোকদের অপমান হয়, নাহলে ওরাই তো মালিকের উপর

ভদ্রলোকের সঙ্গে এম্পায়ারে সিনেমা দেখিতে যাওয়া! এই ভদ্রলোকটিই নন্দগোপাল সিংহ-রায় নন্ তো?

কিন্তু না! এস, কে গাঙ্গুলি কোম্পানি কাগজে-কলমে বিজ্ঞাপন ছাপিয়া দিয়াছে! তার উপর নিউ ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেকের প্রত্যাখ্যান! এ-অবস্থায় নন্দগোপাল সিংহ-রায়কে লইয়া বাহিরে ঘোরা···অসম্ভব!

তবে? নন্দগোপাল সিংহ-রায় কি এ বাড়ীতে নাই?

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, তিনি তো সিনেমায় গেছেন, বাড়ীতে এমন কোনো লোক নেই···দীপা রায়ের মক্কেল কিম্বা বন্ধুর মতো··· যাঁর সঙ্গে এই কাজের কথা হতে পারে? তারপর কাল সকালে দেখা করবার জন্য সময় appoint (স্থির) করে যেতে পারি?

—আজ্ঞে না। তেমন লোক কেউ নেই।

—হুঁ···

আবার একটু চিন্তা! তারপর সমর মিত্র বলিলেন—অল্ রাইট্! সকালে ফোন্ করে জানাবো!··· আচ্ছা, জানেন কি, ফিল্ম থেকে উনি বাড়ীতেই ফিরবেন? না, আর কোথাও নেমন্তন্ন কি অন্য এনগেজ-মেণ্ট আছে?

লোকটি বলিল—এসে খাওয়া-দাওয়া করবেন, মনে হয়। অন্য জায়গায় নেমন্তন্ন থাকলে বাড়ীতে বলে বেরুতেন।

—তা ঠিক! তাহলে ফেরবার সময় কিছু ঠিক নেই?

—না। সিনেমা থেকে বেড়িয়ে যদি ফেরেন?

—হুঁ। আচ্ছা, উনি এখন শুধু ঐ সান-রাইজ কোম্পানির ছবিতেই তো কাজ করছেন?

—হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে মাস-মাইনের কনট্রাক্ট!

—তাহলে কাল সকালেই আমি আসবো। কাল ওঁর ছুটি আছে?

—ছুটি না থাকলেও বেলা এগারোটার আগে কখনো ষ্টুডিয়োতে বেরোন্ না।

—ভোরে যদি শুটিং থাকে?

—এগারোটার আগে উনি বেরুবেন না! ওঁর সম্বন্ধে স্পেশাল ব্যবস্থা।

সমর মিত্র মনে-মনে শিহরিয়া উঠিলেন! ব্যস্ রে, ইহারা ভাবিয়াছে কি? পয়সা লইবে কাণ মলিয়া! অথচ মনিবের উপর এতখানি জুলুম! কেন জুলুম করিবে না? সেই যে কথায় বলে, কোন্ জীবকে নাই দিলে মাথায় চড়িয়া বসে...যেন তেমনি!

ভাবিলেন, এ-ব্যবসার ভিতরটার যেটুকু দেখিতেছি, আগাগোড়া বৈচিত্র্য! বাঃ!

১১২ নম্বর বাড়ী হইতে সমর মিত্র এম্পায়ারে ছুটিলেন। রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। শুনিলেন, সাড়ে আটটায় শো ভাঙ্গিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, বলতে পারেন, ফিল্ম-আর্টিষ্ট দীপা রায় এখানে এসেছেন কি না...এই ছটার শোতে?

বিলাতী-পোষাক-পরা সিড়িঙ্গে-মূর্তি এক বাঙালী যুবা ছিল টিকিট-ঘরে। বলিল,—হ্যাঁ, এসেছেন। তিনি আছেন দোতলায় ৮ নম্বর বক্সে।

মাধুরীতে ভরিয়া তুলিয়াছে! তরুণীর সঙ্গে সাহেবী পোষাক-পরা একটি ভদ্রলোক।

ইনি নন্দগোপাল সিংহ-রায় নন, চোখের পলক-পাতে সমর মিত্র তাহা বুঝিলেন! নন্দগোপাল সিংহ-রায়ের অনেকগুলি ফটোগ্রাফ তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন···সে-চেহারার সঙ্গে এ-চেহারার কোনো মিল নাই। নন্দগোপালের চেহারা লক্ষ্মীর প্রসাদ-গৌরবে ধন্য! সে স্নিগ্ধ প্রশান্তি···এ-চেহারায় তার একটি বিন্দুও নাই! এ চেহারায় বাসনা-কামনার তীব্র লোলুপতা, তার সঙ্গে মিশিয়া আছে নৈরাশ্য এবং অভিযোগ-অনুযোগের কালো ছায়া!

দীপা রায় এবং তার সঙ্গীর পানে নজর রাখিয়া সমর মিত্র তাদের অনুসরণ করিলেন।

নীচে নামিয়া দুজনে একখানা ট্যাক্সি লইল···সমর মিত্রও তাদের অলক্ষ্যে ট্যাক্সি লইলেন।

দীপার ট্যাক্সি চলিল চৌরঙ্গী ধরিয়া দক্ষিণ-দিকে···সমর মিত্রও সে-ট্যাক্সির পিছনে সতর্কভাবে তাঁর ট্যাক্সি চালাইয়া চলিলেন।

দীপার ট্যাক্সি চলিল ভবানীপুর-কালীঘাট ছাড়িয়া সোজা রসা রোড ধরিয়া; তার পর বাঁকিল বাঁয়ে সাদার্ণ এভেনিউয়ে। সমর মিত্র বুঝিলেন, দীপা বাড়ী চলিয়াছে! ড্রাইভারকে তিনি বলিলেন—ও ট্যাক্সির উপর নজর রেখে ওর পিছনে গাড়ী চালাও। ওরা যেন বুঝতে না পারে তুমি ও-ট্যাক্সিকে ফলো করছো!

কলিকাতার চতুর ট্যাক্সিওয়ালা···ইসারা-ইঙ্গিত চট্ করিয়া বুঝিতে পারে। সমর মিত্রের ট্যাক্সিওয়ালা সমর মিত্রের ইঙ্গিত বুঝিল। ভাবিল, বাবুর নজর পড়িয়াছে! সৌখীন সমাজের এমন নজর লাগার

বহু ইতিহাস তার জানা আছে! গাড়ী চালাইয়া কতবার সে এমন পাছু লইয়াছে···প্রাইভেট গাড়ীর এবং ট্যাক্সির···লেকের দিকে, টালিগঞ্জের দিকে, গড়িয়া-হাট রোডের পথে, বেলগাছিয়ায়, ব্যারাকপুর-ট্রাঙ্ক রোডের দিকেও!···

দীপা রায়ের ট্যাক্সি গিয়া থামিল দীপার বাড়ীর সামনে। দীপা রায় নামিল। সাহেব-বন্ধুটিও তার সঙ্গে নামিল।

দূর হইতে সমর মিত্র লক্ষ্য করিলেন।

বহুক্ষণ তিনি ট্যাক্সিতে বসিয়া রহিলেন। ভাবিয়াছিলেন, সাহেব-বাবুটি বোধ হয় ফিরিবে! আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল···এক ঘণ্টা কাটিল···সাহেব-বাবুর ফিরিবার নাম নাই!

সমর মিত্রের মনে নানা চিন্তা···নানা কল্পনা!···ভাবিলেন, না, আজ এ-রাত্রে আর নয়! কাল সকালে আসিয়া···

ড্রাইভারকে তিনি গাড়ী ঘুরাইতে বলিলেন। তার পর ট্যাক্সিতে চড়িয়া তিনি আসিয়া নামিলেন ভবানীপুর নন্দন রোডে···নিজের গৃহে।

দোতলার ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

ট্যাক্সির ভাড়া দিয়া সমর মিত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাখী উড়িল

পরের দিন সকালে সমর মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন দীপার গৃহে।

কার্ড পাঠাইয়া প্রায় আধ-ঘণ্টা বসিয়া থাকিবার পর দীপা রায় আসিয়া দেখা করিল।

তিনি ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন, এ-সব মেয়ের সঙ্গে সহজ এবং সোজা কথায় ফল হইবে না·· ধাপ্পা চাই!

তিনি বলিলেন—আমি এসেছি নন্দগোপাল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে। কথা ছিল···টেলিফোনে তিনি আমায় জানিয়েছেন, এখানে আছেন···আজ সকালে এইখানে আমায় আসতে বলেছিলেন।

এ-কথায় তিনি লক্ষ্য করিলেন, দীপা যেন কাঠের মতো কঠিন হইয়া উঠিল···তার ভ্রূ কুঞ্চিত!

দীপা রায় বলিল—কিন্তু অসম্ভব কথা বলছেন আপনি! নন্দবাবু আমার এখানে থাকেন না তো।

—না থাকলেও বন্ধু···এখানে আসা-যাওয়া করেন, এ-খপর আমার জানা আছে।

দীপা রায় বলিল—অনেকের সঙ্গে জানা-শোনা আছে···তা বলে আমার বাড়ী তো ধর্ম্মশালা বা মুশাফিরখানা নয় যে এখানে তাদের স্থান হবে।

মৃদু হাস্তে সমর মিত্র বলিলেন—নন্দগোপাল বাবুর সঙ্গে আর সব জানা-শোনা লোকের বা বন্ধুর অনেক তফাৎ···এ কথা আপনি যেমন মনে-জ্ঞানে জানেন, আমিও তেমনি!

—তার মানে?

—তার মানে, তিনি একজন গণ্য-মান্য ধনী লোক। বাকী লোকজন নন্দগোপাল বাবুর জুতোর ধূলো ঝাড়বারো যোগ্য নয়!

দীপা রায় চটিল। বেশ কঠিন রুক্ষ কণ্ঠে বলিল—এ-ভাবে আমার বাড়ীতে বসে আমাকে আপনি অপমান করেন!

সমর মিত্র বলিলেন—চোখ রাঙাবেন না মিস্ রায়! কারণ আমার অধিকার না থাকলে আমি এখানে আসিনি! পার্টির এনগেজমেণ্ট করতে আমি আসিনি···কিম্বা আমি ফিল্ম-প্রোডিউসার বা ডাইরেক্টর নই, যে আপনার প্রসাদ-কামনায় এসেছি! আমি পুলিশ-অফিসার। আপনার সঙ্গে নন্দগোপাল বাবুর অন্তরঙ্গতার কথা আমি জানি। সে-অন্তরঙ্গতার প্রচুর প্রমাণ আমার কাছে মজুত! তিনি যে এখানে আপনার ঘরে আপনার অতিথি হয়ে বাস করছেন···তৃষিতা চাতকীর আহ্বানে তিনি এসে আতিথ্য নিয়েছেন, তার প্রমাণ চান্? এই দেখুন··

বলিয়া দীপা রায়ের লেখা সেই চিঠি তিনি দেখাইলেন দীপা রায়কে।

দেখাইয়া তিনি বলিলেন—তার পর জানেন, নন্দগোপাল বাবু নিরুদ্দেশ···কাগজে-কাগজে সে-সংবাদ চারিদিকে প্রকাশ হয়েছে! ভালোয়-ভালোয় বলছি, নিজের বিপদ যদি ডেকে আনতে না চান—and if you would like to avoid scandal (কেলেঙ্কারীর প্রচার

না চাহেন), তাহলে এ-সম্বন্ধে যা জানেন, সত্য করে আমাকে বলুন। নাহলে আইনে আমার অধিকার আছে, আপনাকে আমি গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাবো এবং আপনার বাড়ী আমি সার্চ্চ করবো। ভেবে দেখুন, কি করবেন? আপনি ফিল্ম-ষ্টার…তীক্ষ্ণ আপনার বুদ্ধি…

এ-কথায় যেন মন্ত্র ছিল! চকিতে দীপা রায়ের উদ্ধত স্পর্দ্ধিত ভাব উবিয়া গেল! দীপা রায় বলিল—কেন বলবো না…সত্য যা জানি? আমি বলছি…

দীপা রায় যে-কথা বলিল, তার অর্থ, নন্দগোপাল সিংহ-রায়ের সঙ্গে দীপার দেখা হয়…সপ্তাহে একবার করিয়া! নন্দগোপাল সিংহ-রায়ের সঙ্গে দেখা হয় এখানকার মণিকা হোটেলে। সেখানে লাঞ্চ সারিয়া দুজনে গিয়াছিল বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের একটা হোটেলে। সুসজ্জিত কামরা ঠিক করা ছিল। সেই ঘরে দুজনে ছিল প্রায় রাত্রি একটা-দুটা পর্য্যন্ত। কথাবার্ত্তা হয়, গান হয়। নন্দগোপালের সঙ্গে দীপার শেষ দেখা হইয়াছিল সোমবার রাত্রে…এবং সে রাত্রে বিদায়-কালে…ভবিষ্যতে কোথায় বা কবে দেখা হইবে, সে সম্বন্ধে পাকা কোনো কথা হয় নাই!

সমর মিত্র বলিলেন—রোজ বিদায় নেবার সময় পরের বারে কোথায় কখন দেখা হবে ঠিক হয়, বুঝি?

—হ্যাঁ।

—গত সোমবার সে সম্বন্ধে…

দীপা বলিল—না, কোনো-কিছু ঠিক হয় নি।

—বরাবর ঠিক হয়…এবারে না হবার মানে?

দীপা রায় বলিল—হয়নি। কেন হয়নি, তার মানে জানি না।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···

তার পর তিনি বলিলেন—কাল সন্ধ্যার সময় আমি এসেছিলুম। আপনার দেখা পাইনি···কোথায় ছিলেন আপনি?

দীপা বলিল—ও···কাল···হ্যাঁ···আমি ছিলুম আমার এক বোন আছে···সে এ-লাইনে আসে নি···তার ঘর-সংসার আছে। তার ওখানে গিয়েছিলুম। রাত প্রায় দশটা নাগাদ ফিরেছি!

সমর মিত্র মনে-মনে বলিলেন, ভাবিয়াছিলাম, সিনেমা-গার্ল আর যাই করুক, মিথ্যা বলিবে না···সত্য বলিবার সাহসটুকু অন্ততঃ তার আছে! তাও না!

সমর মিত্র বলিলেন—মিথ্যা-অভিনয় করে করে এমন হয়েছে যে কঠিন সত্য-ব্যাপারেও মিথ্যা অভিনয় ভুলতে পারেন না!

রুক্ষ কঠিন কণ্ঠে দীপা কহিল—তার মানে?

—মানে···কাল আপনি ছিলেন এম্পায়ারে··ছটার শোতে··· সঙ্গে ছিলেন সাহেবী-পোষাক-পরা একটী বাবু! সে বাবুটি এখানে আছেন এখনো?

কথা নয়! দীপার মুখে যেন তীব্র চাবুক পড়িল! দীপার মুখ নিমেষে বিবর্ণ হইল। মুখে কথা ফুটিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি এম্পায়ারে গিয়েছিলুম মিস রায়··· আপনাদের গাড়ীর পিছনে-পিছনে টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত এসেছিলুম। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল···হয়তো টায়ার্ড, তাই কাল রাত্রে আর আপনাদের বিরক্ত করিনি।···এখন জানতে পারি, সে-ভদ্রলোকটি কে?

দীপা রায় একটা নিশ্বাস ফেলিল—মাপ করবেন। সিনেমা

কখনোও আপনি ভুলে যাবেন না, I am a lady (আমি ভদ্র মহিলা)...একজন মহিলাকে আকারে-ইঙ্গিতে আপনি বলেন, মিথ্যাবাদী!...আমি মিথ্যা কথা বলিনি! ষ্টুডিয়োয় মিথ্যার অভিনয় করি...কিন্তু ষ্টুডিয়োর বাইরে সহজ মানুষ...মিথ্যা বলি না! আমি আমার বোনের বাড়ীতে গিয়েছিলুম।

—এম্পায়ারে আপনি যান নি...বলতে চান?

দীপা বলিল—এম্পায়ারে গেলেও বোনের বাড়ী যাওয়া হতে পারে না?

সমর মিত্র দেখিলেন, মেয়েটি সহজভাবে কথা বলে না!... তিনি বলিলেন—তা কেন যাওয়া যাবে না? হয়তো বিকেলে বোনের বাড়ী গিয়েছিলেন! তার পর বাড়ী ফিরেছেন রাত্রে...বোনের বাড়ী থেকে নয়...এম্পায়ার থেকে।

দীপা রায় অবিচল দৃষ্টিতে সমর মিত্রের পানে চাহিয়াছিল, বলিল, —ঐ-কথা সত্য।

—বেশ! তা যদি হয় তো আমি জানতে চাই যে-ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে এম্পায়ারে গিয়েছিলেন, তিনি, মানে, তিনি এখানে আছেন এখন?

দীপা রায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল—না। তার মানে...আপনি কি বলতে চান?

সহজ কণ্ঠে সমর মিত্র বলিলেন—আমি গুরু-গম্ভীর রকম কিছু বলতে চাইছি না মিস রায়। আমি শুধু বলছি, সে ভদ্রলোক এখানে আছেন?

দীপা রায় বলিল—ও-কথার পিছনে কোনো রকম বর্ব্বর ইঙ্গিত

নেই, আপনি বলতে চান ?···যদি আমি বলি, তিনি আমার বিশেষ আত্মীয় এবং আমার সম্পর্কে তাঁর সম্বন্ধে কোনো রকম ইতর-সংশয় উঠতে পারে না ?

সমর মিত্র বলিলেন—সংশয়···ইতর···এ-সব কথা আপনার মন-গড়া। আমার কথা খুব সরল এবং সহজ···অর্থাৎ তিনি এখানে আছেন কি না ?

দীপা রায় বলিল—না।

দীপার স্বর গম্ভীর।

—কাল রাত্রে তিনি এখানে এসেছিলেন···এবং আমি বহুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করেছিলুম···রাত প্রায় একটা পর্য্যন্ত ! তখনো তিনি এ বাড়ী থেকে বার হন্ নি !

দীপা রায় আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল—না। তার মানে, এখানে কাল তাঁর খাবার নেমন্তন্ন ছিল। খাওয়া-দাওয়া করে তার পর তিনি বাড়ী গিয়েছিলেন।

—বেশ···এ পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে আমি কোনো তর্ক করছি না··· তর্কের কিছু নেই ! এখন আমার কথা, তাঁর নাম আমি জানতে চাই।

দীপা রায় বলিল—তাঁর সঙ্গে নন্দগোপাল বাবুর কোনো সম্পর্ক নেই···অকারণে কেন তাঁকে পীড়ন করবেন ?

—নন্দগোপাল বাবুর সঙ্গে যদি তাঁর কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তাঁর সম্বন্ধে আপনার এ অকারণ-পীড়নের আশঙ্কার কোনো কারণ থাকতে পারে না, মিস রায়।

দীপা বলিল—কারণ না থাকলেও বহু নিরীহ ভদ্রলোককে নিয়ে
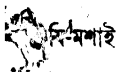
পুলিশ টানাটানি করে, অপমান করে। এ ব্যাপার এ-বয়সে আমার অজানা নয়।

সমর মিত্র বলিলেন—পুলিশের সঙ্গে তাহলে আপনার সম্পর্ক আছে!…Strange (আশ্চর্য্য)!

দীপা রায় বলিল—সার্ভিসের জোরে আপনার দেখছি অবাধ অধিকার আছে, ভদ্র-মহিলার বাড়ীতে বসে তাকে অপমান করবার!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার সঙ্গে psychology (মনস্তত্ত্ব) বা অধিকার-সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমি আসিনি মিস রায়। তার অবকাশও আমার নেই…and it is no luxury to see and talk to you (আপনার সঙ্গে দেখা করা এবং আপনার সঙ্গে কথা কওয়ার জন্য এতটুকু সখ আমার নাই)! আপনি তাঁর নাম বলুন…I want it, or …(আমি সে নাম শুনিতে চাই ; নচেৎ)…

দীপা রায় বলিল—তিনি আমাদের ফ্যামিলি-বন্ধু। আমি এ-লাইনে আসার জন্য অনেকেই সামাজিক কারণে প্রকাশ্য ভাবে আমার সঙ্গে মেলামেশা বাদ দেছেন। ইনিও দেছেন! অথচ আমার যে আর্টিষ্ট-জীবন, সে জীবনে এঁর sympathy and regard (সহানুভূতি এবং সম্ভ্রম) খুব বেশী! আমার সঙ্গে উনি সম্পর্ক কাটবেন না! অথচ বাড়ীর লোক না জানতে পারে, তারি জন্য তিনি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসেন…পরামর্শ দেন। অভিনয়াদির সম্বন্ধে আমি ওঁর মতামতকে খুব value করি। এই আমাদের সম্পর্ক! তাছাড়া দায়ে পড়ে নন্দগোপাল বাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে-রকম দাঁড়িয়েছে, তার বিন্দু-বিসর্গ ইনি জানেন না! আমাদের যা জীবন, এ-জীবনে ইচ্ছা বা রুচি না থাকলেও বহু অনাচারে যোগ দিতে হয়। আমার এ

আত্মীয় সে-সবের কিছু জানেন না। ইনি জানেন, আমার জীবনে ওদিকটা একেবারে অনেষ্ট এ্যাণ্ড ক্লীন। তাই তাঁর সঙ্গে নন্দগোপাল বাবুর সম্পর্কে আমায় নিয়ে যদি কোনো কথা তাঁকে আপনি বলেন, তাহলে তাঁর সামনে আমার মাথা তুলে দাঁড়াবার আর কোনো উপায় থাকবে না!

কথার শেষে দীপা রায়ের দু'চোখে করুণ মিনতির আভাস!

সমর মিত্র তাহা লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন—আপনার ভয় নেই। আপনি নাম বলুন, তাঁর সঙ্গে আমি এমন ভাবে কথা বলবো যে আপনার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সে-কথায় এতটুকু বিচলিত হবে না!

দীপা রায় বলিল—কিন্তু তাঁর সঙ্গে আপনার এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার কি দরকার? আমি বলছি, তিনি···

দীপার কথা শেষ হইল না।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনারই বা এত কি আপত্তি থাকতে পারে? আমার যা কর্ত্তব্য, তা তো আমাকে করতে হবে।

দীপা রায় ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল···তার পর বলিল—যদি আমি মিথ্যা নাম বলি?

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে খানিকক্ষণের জন্য আমায় ঠকাতে পারেন! কিন্তু তার পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে।

—বুঝি! বলিয়া সবলে একটা উদ্গত নিশ্বাস চাপিয়া দীপা বলিল, —তাঁর নাম কাশীশ্বর রায়।

—ঠিকানা?

—৩৭ নম্বর ষ্টুয়ার্ট রো।

—ষ্টুয়ার্ট রো কোথায়?

দীপা বুঝাইয়া দিল।

নাম-ঠিকানা সমর মিত্র পকেট-বুকে লিখিয়া লইলেন। তার পর প্রশ্ন করিলেন—আপনার বোনের ঠিকানা? ভগ্নীপতির নাম?

দীপা রায় ভগ্নীপতির নাম-ঠিকানা বলিল।

সমর মিত্র বলিলেন—এখন উঠছি···হয়তো আবার একটু পরে দেখা হবে। আশা করি, আপনার কাছে তখন ভদ্র-ভাবে উদয় হতে পারবো!

ভগ্নীপতির বাড়ী ভবানীপুর কাঁশারি-পাড়ায়। ভগ্নীপতির নাম শচীন দত্ত। শচীনের স্ত্রী বয়সে দীপার চেয়ে ছোট।

শচীন বলিল—হ্যাঁ, কাল উনি এসেছিলেন বটে! তার পর···

—কখন গেলেন?

—গেছেন খাওয়া-দাওয়া করে'! রাত তখন প্রায় নটা!

—কিসে করে গেলেন?

—ট্যাক্সিতে করে।

—একা?

—না। আমার চাকর সঙ্গে গিয়েছিল।

—চাকর এখানে আছে?

—না। বাজারে গেছে।

—নটার আগে তিনি গেছেন, ঠিক জানো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঘড়িতে নটা বাজছে, উনি ট্যাক্সিতে উঠলেন!

—আচ্ছা, নন্দগোপাল সিংহ-রায়ের নাম শুনেছেন?

ভগ্নীপতি বলিল—আজ্ঞে, না।

—আপনার শ্যালিকা ফিল্ম-লাইনে গেছেন···আপনারা গেরস্থ-মানুষ···উনি আপনার এখানে আসা-যাওয়া করেন, এতে আপনার আত্মীয়-কুটুম্ব কিম্বা পাড়া-প্রতিবেশী কেউ কোনো কথা বলে না?

—আপনার জন···উনি যদি ভালো বুঝে···আসা-যাওয়া করেন, আমাদের তাতে আপত্তির কারণ দেখি না। আর তাছাড়া এ পাড়াগাঁ নয়···কাজেই আত্মীয়-বন্ধু বা পাড়া-পড়শীরা কিছু বলে না।

সমর মিত্র বুঝিলেন, ভগ্নীপতি মিথ্যা কথা বলিতেছে! তিনি দীপার বাড়ী হইতে বাহির হইলে দীপা রায় নিশ্চয় এখানে ইঙ্গিতে খপর দিয়াছে! লোক দিয়া খপর না দিক, টেলিফোনে!

সমর মিত্র বলিলেন—ভালো কথা···বাড়ীর কাছাকাছি কারো বাড়ীতে টেলিফোন আছে শচীন বাবু? আপনার শ্যালীকে একটা কথা বলা দরকার বোধ করছি। তাঁর বাড়ীতে টেলিফোন আছে···কাছাকছি কারো বাড়ীতে ফোন্ থাকলে···

ভগ্নীপতি তখনি বলিল—আছে টেলিফোন্। ঐ যে দুখানা বাড়ীর পরে অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স ··

—আপনার জানা-শুনা আছে? ওরা ফোন্ করতে দেবে তো? আমি অবশ্য ফোনের পয়সা দেবো।

—কেন দেবে না? দেবে। আমাদের দরকার হলে ওখান থেকে ফোন্ করি।

—ও! তাহলে নমস্কার! আমি নিজে গিয়ে ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। আপনাকে মিছে আর কষ্ট দি কেন? আপনার আবার অফিস আছে তো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

সমর মিত্র বিদায় লইলেন। লইয়া তিনি গিয়া ঢুকিলেন অন্নপূর্ণা ষ্টোর্সে।

সেখানে গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—শচীন দত্তকে জানেন?

তারা জবাব দিল—জানি।

—আমি আসছি, মানে, কথা ছিল, এক জায়গা থেকে আপনাদের দোকানে ফোন্ করলে আপনারা কষ্ট করে শচীন বাবুকে ডেকে দেবেন। তা এর মধ্যে আপনাদের থ্রু দিয়ে শচীন বাবুকে কেউ ফোনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

তারা বলিল—আজ্ঞে, হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক আগে ফোন্ এলে সে খপর দিয়েছি। শচীন বাবু দোকানে এসেছিলেন।

—বটে! তাহলে খপর এসে গেছে! আচ্ছা, নমস্কার!

সমর মিত্র পথে আসিলেন। শচীন দত্তর বাড়ীর পানে চাহিলেন। শচীন পথে নাই। ভাবিলেন, চালাক মেয়ে বটে দীপা! খেলিতে জানে, খেলাইতে জানে!

মনে-মনে হাসিয়া তিনি চলিলেন ষ্টুয়ার্ট রো'র সন্ধানে। রাস্তার নামটা সম্পূর্ণ যেন অজানা ঠেকিতেছে! তবু লাউডন ষ্ট্রীট এবং তার আশ-পাশ ঘুরিয়া চষিয়া ফেলিলেন··· ষ্টুয়ার্ট রো নামে কোনো পথ নাই! শুধু লাউডন ষ্ট্রীট কেন, পার্ক ষ্ট্রীট থানায় গিয়া পথের নাম-ছাপা কেতাব খুলিয়া দেখিলেন, এত-বড় কলিকাতার কোথাও ষ্টুয়ার্ট রো নামে রাস্তা নাই!

থানা হইতে দীপা রায়ের নম্বর দেখিয়া তিনি ফোন্ করিলেন দীপা রায়কে।

জবাব মিলিল, তিনি বাড়ী নাই। বেলা নটা নাগাদ স্নান করিয়া সামান্যি-কিছু খাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।

—ষ্টুডিয়োয় গেছেন?

—হ্যাঁ।

সমর মিত্র ষ্টুডিয়োয় ফোন্ করিলেন। খপর মিলিল, আজ শুটিং ছিল বটে, কিন্তু খানিক আগে দীপা রায় ফোন্ করিয়া জানাইয়াছেন, জরুরি-কাজে হঠাৎ তাঁকে দু'চার দিনের জন্য বাহিরে যাইতে হইতেছে, এজন্য ষ্টুডিয়োয় আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব!

রিসিভার রাখিয়া সমর মিত্র গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণ-কাল! পাখা মেলিয়া পাখী উড়িয়া পলাইয়াছে! কিন্তু কোথায় কত দূর উড়িবে? ফিল্ম-ষ্টার হইলেও বাঙালীর মেয়ে তো!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সজ্জা-অভিনয়

সমর মিত্রের কৌতূহল অদম্য···সে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া পার্ক ষ্ট্রীট থানা হইতে তিনি আসিলেন দীপা রায়ের গৃহে। বাড়ী সার্চ্চ করিলেন। দীপা রায় সত্যই নাই! বাড়ীর দ্বারে তিনি কনষ্টেবল মোতায়েন রাখিয়া তাকে যথাবিধি উপদেশ দিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া সংবাদ পাইলেন,

এটর্ণি এস, কে, গাঙ্গুলির অফিস হইতে দু'বার কে ফোন্ করিয়াছিল। বলিয়াছে, বাবু বাড়ী ফিরিলেই যেন ফোন্ করেন!

সমর মিত্র তখনি ফোন্ করিলেন—ক্যালকাটা 1526.

সাড়া মিলিল—ইয়েস!

—কে?

—এস, কে, গাঙ্গুলির অফিস। আমার নাম সুনীল।

—ও···দুলাল বাবু আছেন?

—আছেন।

—বলুন, আমি সমর মিত্তির।

—ও···ধরে থাকুন স্যর। আমি ডেকে দিচ্ছি।

দুলাল বাবু নিমেষে ওদিকে ফোন্ ধরিলেন,—মিষ্টার মিত্তির! আমি দু'বার ফোন্ করেছিলুম, আপনি বাড়ী ছিলেন না···

সমর মিত্র বলিলেন—না। এই কাজেই বেরিয়ে ছিলুম।

—সন্ধান কিছু পেলেন?

—এর মধ্যে? কাগজে আপনি বিজ্ঞাপন দেছেন, লক্ষপতি নিরুদ্দেশ! লক্ষ পথে দৌড় শেষ হবার আগে কি সন্ধান ···বাঃ! হ্যাঁ, বলুন, কি খপর?

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী বলিলেন—ব্যাঙ্কে গোলযোগ বেধেছে, মশায়! সেখান থেকে আমাকে ফোন্ করেছিল···তার উপর ব্যাঙ্কের এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার লালবাজার আর আমার অফিস···এই করে বেড়াচ্ছেন! তার উপর আমিও যা ফোন্ পেয়েছি···এ্যালার্মিং!

রুদ্ধ নিশ্বাসে সমর মিত্র বলিলেন—বটে! কি হয়েছে?

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী বলিলেন—ব্যাঙ্কে নন্দগোপাল বাবু ফোন্

করেছিলেন, চেকের টাকা যেন দেওয়া হয়। তাতে ব্যাঙ্ক জবাব দেছে, সে-চেক পুলিশ নিয়ে গেছে! তাতে তিনি ব্যাঙ্ককে ফোনে জানিয়েছেন, আবার চেক এলে তার টাকা যেন নিশ্চয় দেওয়া হয়··· কোনো মতে অন্যথা হলে চলবে না। এ টাকা তাঁর দরকার··· urgent business···(জরুরি কাজ)!

সমর মিত্র বলিলেন—তার পর?

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী বলিলেন—ব্যাঙ্ক বুদ্ধি করে জবাব দেছে, ম্যানেজার রশ্‌কো সাহেব ব্যাঙ্কে নেই···তাঁর স্ত্রীর বিলেত থেকে আজ ফেরবার কথা···তাঁর আসতে দেরী হবে। নন্দগোপাল বাবুর চেকে টাকা দেওয়া···তাঁর হুকুম বিনা দেওয়া যাবে না।

সমর মিত্র বলিলেন—যে-লোক ফোন্ করেছিল···তিনি নন্দ বাবু?

—ওঁরা বললেন, গলা চেনেন। নন্দ বাবুর গলা।

—কোথা থেকে ফোন্ করেছিলেন?

—তা প্রকাশ পায় নি।

—বটে! তা হঁ্যা, ব্যাঙ্ক থেকে যখন বলা হলো রশ্‌কো সাহেব না এলে চেকের টাকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা হবে না, তার পর কি হলো?

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী বলিলেন—নন্দ বাবু তাতে ব্যাঙ্ককে জানিয়েছেন যে আধ ঘণ্টা পরে তিনি আবার খোঁজ করবেন।

—তার পর?

—তখনি অফিসে আমায় ফোন্ করে ব্যাঙ্ক এ-কথা বলে। শুনে আমি বলি, ব্যাঙ্ক যেন বলে, কোর্ট থেকে অর্ডার না পেলে টাকা দেওয়ায় গোলযোগ আছে!

—আধ ঘণ্টা পরে নন্দগোপাল বাবু আবার ফোন্ করেছিলেন?

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী বলিলেন—না।···কিন্তু আধ ঘণ্টা আগে আমায় ফোন্ করেছিলেন নন্দ বাবু!

—নন্দগোপাল বাবু নিজে?

—হ্যাঁ।

—কি বললেন?

—বললেন দুলাল বাবু, এ আপনারা কি করছেন! পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক নিয়ে টাকা আনতে গেছলো আমার লোক···ব্যাঙ্ক টাকা না দিয়ে তার পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেছে!·· বললেন, বহু দূরে তিনি বন্দী হয়ে আছেন! বন্দী! এ টাকা না দিলে তাঁর মুক্তি মিলবে না! না দিলে তাঁর প্রাণ-সংশয়!···তাঁর গলার স্বরে বুঝলুম, রীতিমত আতঙ্ক! তার পর ফোন্ ছেড়ে দিলেন!

শুনিয়া সমর মিত্র কাঠ হইয়া রহিলেন!···তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—পনেরো মিনিটের মধ্যে স্নানাহার সেরে আমি আপনার অফিসে যাচ্ছি। ব্যাঙ্ককে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিন···ফের যদি নন্দ বাবু চেক সম্বন্ধে ফোন্ করেন, তাহলে ব্যাঙ্ক যেন বলে, [illegible] যেন তিনি চেক পাঠান···রশকো সাহেব অফিসে আজ আসবে না। তার পর আপনার অফিসে গিয়ে পরামর্শে যা স্থির হয়, দেখা যাবে।

—বেশ! ব্যাঙ্ককে আমি এখান থেকে এই instruction (উপদেশ) দিচ্ছি!···

—হ্যাঁ, দিন।

তার পর স্নানাহার সারিয়া সমর মিত্র নিজের টু-শীটারে করিয়া টেম্পল চেম্বার্সে এস, কে, গাঙ্গুলির অফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রশ্ন করিলেন—ব্যাঙ্ক থেকে কোনো খপর পেয়েছেন ?

—না।

—বেশ।...এখন নিরিবিলি দুজনে বসে এ ব্যাপার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিলে ভালো হয়।

—পাশে এ্যাকাউন্‌টান্টের ঘর...নিরিবিলি হবে। চলুন, আমরা সে ঘরে যাই।

পার্টিশন-করা ছোট কামরা। সমর মিত্রকে সঙ্গে লইয়া মিষ্টার ব্যানার্জ্জী সেই কামরায় আসিলেন। দুজনে নানা দিক দিয়া আলোচনা চলিল...

নন্দগোপাল বাবুর এ প্রার্থনা বড় করুণ...তাঁর কণ্ঠ আতঙ্কে-উদ্বেগে কম্পিত...সুতরাং প্রার্থনার মধ্যে মিথ্যা বা অত্যুক্তি নাই! তার উপর টাকা তাঁর নিজের...নিজে চেক কাটিয়া সে চেকের bona-fides সম্বন্ধে মুখের কথায় নিঃসংশয়তা জানাইয়া নিজের টাকা যদি নিজে চান্...সে টাকা লইয়া তিনি যদি জলে ফেলিয়া দেন, তার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক বা পুলিশ বা আইন-আদালত 'না' বলিতে পারে না!

তার পর তাঁর কথায় যা মনে হয়...ফন্দীবাজ বদমায়েসদের হাতে তিনি যদি বন্দী হইয়া থাকেন, এবং তাঁর মুক্তির জন্য তারা যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা চাহিয়া থাকে এবং তিনি যদি সে-দানে নিজের মুক্তি কিনিতে চান্...

বেশ, পঞ্চাশ হাজার টাকা না হয় দিলাম! কিন্তু এ টাকা হস্তগত করিয়াও বদমায়েসের দল যদি তাঁকে মুক্তি না দেয়? টাকা পাইয়া
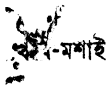
নন্দগোপাল বাবু যদি তাদের এ-অপরাধের বিচার চাহিয়া আদালতের শরণ গ্রহণ করেন? সে-সম্ভাবনা রহিত করিতে এ-সব বদমায়েসের পক্ষে নন্দগোপাল বাবুর বিনাশ-সাধন তো অসম্ভব নয়ই, বরং তাহা খুব স্বাভাবিক হইবে! তবে?

আচ্ছা, টাকা যদি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে···? নন্দগোপাল বাবুকে তারা মারিয়া ফেলিবে!···

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া দুজনে নানা দিক দিয়া এ সমস্যা লইয়া আলোচনা করিলেন।

শেষে সমর মিত্র বলিলেন—আমার মাথায় একটা মতলব জাগছে দুলাল বাবু···শুনুন তো···এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন···

—বলুন।

সমর মিত্র বলিলেন—আমাদের ডিটেক্‌টিভ-ডিপার্টমেণ্ট থেকে দু'জন লোক নিয়ে আসি···বেশ বুদ্ধিমান্ smart অফিসার দেখে। এদের আমি chain (শৃঙ্খল)-এর মতো রাখতে চাই ব্যাঙ্কের বাইরে। প্লেন ভদ্রলোকের সাজে-ভঙ্গীতে এরা ব্যাঙ্কের বাইরে থেকে নজর রাখবে। যে-লোক চেক নিয়ে ব্যাঙ্কে আসে··· তার উপর নজর রাখবে···সেই সঙ্গে নজর রাখবে ব্যাঙ্কে এসে এ-লোক আর কোনো লোককে আভাসে-ইঙ্গিতে কোনো রকম ইসারা করে কি না! তার পর টাকা নিয়ে এ লোক কোথায় যায়, কিম্বা এর ইসারায় কোথায় কে টাকা নেয়···কোথায় তারা যায়···সে সম্বন্ধে সতর্ক নজর রেখে তাদের follow (অনুসরণ) করবে!

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী বলিলেন—কিন্তু এ আয়োজনে সময় লাগবে তো সমর বাবু!

—তা লাগবে। আজকের মধ্যে আয়োজন করি···তার পর টাকা দেবার সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক থেকে সময় ঠিক করা হবে···কাল···ধরুন, বেলা বারোটা থেকে একটা। বললেই হবে, রশকো সাহেব ঐ সময়ে ব্যাঙ্কে আসবে, তার আগে রশকোর আসা হবে না এবং রশকো সাহেব ছাড়া এ টাকার দায়িত্ব ব্যাঙ্কের অন্য কোনো কর্ম্মচারী নিতে পারবে না!

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী বলিলেন—খুব ভালো মতলব করেছেন সমর বাবু।···কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে এখনো তো আর ফোন্ পেলুম না!

—বটে!···আরো একটা কথা···টাকাটা যদি সত্যি বেরিয়ে যায়··· এমন তো হতে পারে···এত টাকা···তাই ভাবছি, ব্যাঙ্ক থেকে যদি এমন ব্যবস্থা করা যায়···'নোট-ডবলিং' কেশে বদমায়েসরা যা করে* অর্থাৎ সত্যিকারের নোট গুণে দেখানো হবে··কিন্তু দেবার সময় শীল-করা ব্যাগ দেওয়া হবে···সে-ব্যাগে নোটের বদলে থাকবে ব্ল্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-পেপার···নোটের ছাঁদে কাটা!

শুনিয়া মিষ্টার ব্যানার্জ্জী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন— এ তো রীতিমত হাত-সাফাইয়ের ব্যাপার! ব্যাঙ্কে এমন এক্সপার্ট লোক মিলবে কি···হাত-সাফাইয়ে ওস্তাদ লোক?

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—আমার হাতে লোক আছে। গঙ্গারাম ন'বার জেল খেটে এসেছে···সে হলো 'নোট-ডবলিং-বিদ্যায় একেবারে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলার। তাকে ব্যাঙ্কের ক্লার্ক সাজিয়ে ব্যাঙ্কে রাখবো।

---

* 'নোট্-ডবলিংয়ের' পরিচয় নব-কথা গ্রন্থমালার "একাদশী দত্ত" নবম গ্রন্থে পাইবেন।

মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর দু'চোখ বিস্ময়ে এত-বড় হইয়া উঠিল !

সমর মিত্র বলিলেন—ভয় নেই, সে এক পয়সা সরাবে না ! এ-সব জেল-ফেরত দাগীদের মধ্যে দেখেছি···এদের মধ্যে যারা নেহাৎ ছিঁচ্কে নয়, তাদের aristocratic dignity (আভিজাতিক মর্য্যাদা)-বোধ আছে খুব। যদি বিশ্বাস করেন, ওরা আপনার জন্য প্রাণ দিতে পারে !

অফিস-কামরায় টেলিফোন বাজিল। সুনীল আসিয়া খপর দিল ·· ব্যাঙ্ক থেকে খপর দিচ্ছে স্যর !

সমর মিত্র বলিলেন—ঐ···

মৃদু হাস্যে মিষ্টার ব্যানার্জ্জী বলিলেন—রবি বাবুর সেই গান আছে না, ঐ বুঝি বাঁশী বাজে !···ঠিক তাই !

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—চলুন, তাহলে কুঞ্জে যাই···

দুজনে আসিলেন অফিস-কামরায়।

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী রিসিভার তুলিয়া লইলেন, বলিলেন—ব্যানার্জ্জী স্পীকিং (কথা বলিতেছে) !

ওদিকে জবাব মিলিল—ও ! নন্দ বাবু এখনি ফোন করেছিলেন। আপনি যেমন বলেছিলেন, সেই মতো জবাব দিয়েছি, বলেছি, রশকো সাহেব আজ ব্যাঙ্কে আসবেন না। কাল আপনি চেক পাঠাবেন নন্দ বাবু···তিনি ছাড়া চেকের রিস্ক আর কেউ নিতে পারবে না !···

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—তাতে নন্দ বাবু কি বললেন ?

—বললেন, কোনো মতে যেন অন্যথা না হয়। রশকো সাহেবকে বলবেন, এতে ব্যাঙ্কের কোনো রিস্ক নেই!·· না দিলে আমার মৃত্যু!

—সন্দেহ করেন নি?

—না। আমরা বললুম, রশকো সাহেব ফোন্ করে জানিয়েছেন, তিনি আজ ব্যাঙ্কে আসতে পারবেন না। বললুম, আপনার চেকের কথা সাহেবকে জানিয়েছি নন্দ বাবু···তাতে সাহেব বলেছেন বেশ, চেক আসুক···নন্দ বাবুও যেন ব্যাঙ্কে কাল সাহেবকে ডেকে নিজে থেকে এ-কথা বলে দ্যান্। তাতে নন্দ বাবু বলেছেন, আচ্ছা!···

—কখন চেক আসবে, সে সম্বন্ধে নন্দ বাবু কোনো আইডিয়া দেছেন?

—তিনি নিজে থেকেই বলেছেন, ফার্ষ্ট আওয়ারে ব্যাঙ্কে খুব rush (ভিড়) থাকে, আমার লোক চেক নিয়ে বেলা বারোটায় যাবে। তবে সাবধান, তাকে যেন কেউ ফলো না করে···পুলিশের হাতে ধরিয়ে না দ্যায়! তা করলে এরা আর আমাকে রাখবে না···ছুরি-ছোরা-লাঠি মেরে আমার প্রাণান্ত করবে। বলেছে, যদি এতটুকু বেইমানী হয়, তাহলে utmost tortures to death (অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া মৃত্যু)!

ফোন্ রাখিয়া মিষ্টার ব্যানার্জ্জী সমর মিত্রকে আগাগোড়া রিপোর্ট দিলেন।

শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—এখন কাজ করতে হবে। প্রথম, লালবাজারে গিয়ে সাহেবকে এ খপর দেওয়া, খপর দিয়ে বাছাই-করা দু'জন অফিসার নেওয়া···তাদের রিহার্শাল। দ্বিতীয় কাজ, ব্যাঙ্কে গিয়ে রিহার্শাল দেওয়া···খুব confidentially (গোপনভাবে)···কারো মনে এতটুকু কৌতূহল না হয়···পাঁচজনে না জানতে পারে! রশকো

সাহেব আর এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছাড়া এ প্ল্যানের কথা কেউ জানবে না। তার পর তৃতীয় কাজ, গঙ্গারামকে এনে তাকে তৈরী করা।... আচ্ছা, তাহলে নমস্কার!

সমর মিত্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন।

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী বলিলেন—আপনি তো বেশ প্ল্যান ঠিক করেছেন, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিচ্ছে...এই দেখুন!

বলিয়া তিনি নিজের রোমাঞ্চিত হাত প্রসারিত করিয়া সমর মিত্রের সামনে ধরিলেন।

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—ঠিক হয়ে যাবে! Staging a drama (নাটকের অভিনয় থাকবে) কিম্বা আধুনিক কেতায় বলতে পারেন filming a scene (দৃশ্যের চিত্র-রূপ প্রযোজনা)! এমন দু-চারটে নাটকের অভিনয় আগে করা হয়েছে দুলাল বাবু। আপনি ভাববেন না...যে-সব অফিসারের এ-কাজে অভিজ্ঞতা আছে, ব্যাঙ্কের রঙ্গমঞ্চে তাদের ক'জনকে নেবো...they are all experts (তারা সকলেই সুদক্ষ)।

পরের দিন। সতর্ক-হুঁশিয়ার ভাবে সমর মিত্র ফাঁদ পাতিয়াছেন...

বেলা বারোটায় ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে চেক আসিল।...নন্দগোপাল সিংহ-রায়ের নাম-লেখা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক!...চেক আনিয়াছে সেই শিখ দরোয়ান। কাউণ্টারের ক্লার্ক তাকে চিনিল। চেক লইয়া তার হাতে সে টোকন্ দিল।

তার পর চেক গেল সাহেবের কাছে…শিখ-দরোয়ান ঘরে একখানি চেয়ারে বসিয়া রহিল।

ব্যাঙ্কে নিত্য যেমন কাজ-কারবার চলে…লোকজন আসে-যায়, আজ তার এতটুকু ব্যতিক্রম নাই। কাউণ্টারের ক্লার্কে-ক্লার্কে চোখে-চোখে ইঙ্গিতের বিন্দুমাত্র চম্‌কানি নাই…ব্যাঙ্কে চেক দেওয়া, টাকা নেওয়ার কাজ নিত্য যেমন হয়, আজো তেমনি চলিয়াছে।

পেমেণ্টের কাউণ্টারে যে ক্লার্ক বসিয়া পেমেণ্ট করে, সাহেবের কাছ হইতে তার ডাক পড়িল। সে-ক্লার্ক চলিয়া গেল, তার চেয়ারে আসিয়া বসিল অন্য ক্লার্ক।

তার পর যেমন চেক পাশ হইয়া আসিতেছে, টোকন্‌ দিয়া লোকজন তেমনি পর-পর টাকা লইয়া যাইতেছে…হোমরা-চোমরা বাবু, হ্যাটকোট-পরা সাহেব, স্কার্ট-পরা রূপসী মেম-সাহেব, দরোয়ান খানশামা বেয়ারা…পোষাক এবং পদবী দেখিয়া কাহাকেও খাতির করিয়া ইহার চেক আগে, তাহার চেক পরে…সে পক্ষপাতিত্বের এতটুকু চিহ্ন নাই!

এবং যথাসময়ে ডাক পড়িল—নন্দগোপাল সিংহ-রায়…

শিখ-দরোয়ান আসিয়া টোকন্‌ দিল…প্রশ্ন হইল—একশো টাকার নোট সব?

শিখ-দরোয়ান ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ…

বড় সেল্‌ফ্‌ হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া পেমেণ্ট-ক্লার্ক নোট গণিল…একবার, দুবার, তিনবার। তার পর সেই প্যাকেটে নোটের তাড়া পুরিয়া ক্লার্ক বলিল—এত টাকা…এই কাপড়ের ব্যাগে দি। তোমার বাবু বেশী নোট ব্যাগে দিতে বলেছেন?

শিখ দরোয়ান বলিল—জী···

দরোয়ানের চোখের সামনে ক্যাম্বিশের ব্যাগে নোটের তাড়া ঢুকিল—তার পর তার চোখের সামনে সে ব্যাগে পড়িল ব্যাঙ্কের গালা-আঁটা শীল···তার পর সে ব্যাগ গেল দরোয়ানের হাতে। একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ···তার মধ্যে। ব্যাগ লইয়া শিখ-দরোয়ান ব্যাঙ্ক হইতে পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

তার পর যেমন প্ল্যান ছিল, দরোয়ানের পিছনে তার অলক্ষ্যে সমর মিত্রের সতর্ক পুলিশ-ফৌজ চলিল। সকলের ভদ্র-বাঙালীর বেশ ···সে বেশে একটু-আধটু যা বৈচিত্র্য। কাহারো গায়ে কোট, কাহারো গায়ে পাঞ্জাবি, কাহারো গায়ে সার্ট দুজন ছিল ইউ-রূপী জমাদার···তাদের বেশ ভদ্র মাড়োয়ারির। ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলে যেমন লোকজন দেখা যায়, এ-দলকে দেখিলে তাদের সমশ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। যে চেনে না, জানে না, তার সাধ্য নাই, মনে এতটুকু সংশয়ের বাষ্প জাগাইবে!

দরোয়ান চলিল···ফেয়ার্লি প্লেশ পার হইয়া। ষ্ট্রাণ্ড রোডে সে বাঁকিল। ডান দিকে হাওড়া পুলের অভিমুখে। তার পিছনে সমর মিত্রের সেই ছদ্মবেশী পুলিশ-ফৌজ। তার পর বিদ্যুৎ-চমকের মতো এক অভাবিত ঘটনার চমক! এ চমক এমন অকস্মাৎ এত অতর্কিতে যে···

শিখ-দরোয়ানের সামনে হঠাৎ দুই পেশোয়ারী মূর্ত্তির আবির্ভাব! কোথা হইতে অকস্মাৎ তারা আসিয়া দেখা দিল··· যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে! উদয় হইবামাত্র তারা শিখ-দরোয়ানকে দিল সবলে ঝাঁকানি···শিখ-দরোয়ান আর্ত্তনাদ করিয়া তখনি ফুটপাথের উপরে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল···পেশোয়ারী

দুজন ছুটিল ট্রাম-মোটর-বাস এবং লোকের ভিড় ঠেলিয়া সে-সবের মধ্য দিয়া…যেন নদীর খর স্রোতের মতো!

সমর মিত্র ছদ্মবেশে সঙ্গে ছিলেন…তখনি তিনি তাঁর এ্যাসিষ্টান্ট গুণময়কে বলিলেন—Chase…(অনুসরণ করো)…

গুণময় ছুটিল। তার পর আর দুজন সহকারীকে বলিলেন—শিখ-দরোয়ানকে ছাখো। ছেড়ো না…খবর্দ্দার!

এই কথা বলিয়া তিনিও গুণময়ের পিছনে সেই দুই পেশোয়ারীকে তাড়া করিয়া ছুটিলেন…প্রায় উডমণ্ট্ ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত।

কি ভিড়! সে-ভিড়ে পেশোয়ারী দুজন কোথায় মিশিয়া একাকার হইয়া গেল…যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে!

গুণময় বলিল—কোথায় যে সরে পড়লো! সামনে একখানা চলন্ত বাস…কোনো মতে বেঁচে গেছি, স্যর!

নিশ্বাস ফেলিয়া সমর মিত্র বলিলেন—খুব ওস্তাদ! আমাদের এত আয়োজন ভেস্তে দিয়ে গেল গুণময়!…

গুণময় নিশ্বাস ফেলিল—কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি লাভ! তার চেয়ে এসো সেই শিখ-দরোয়ানটা কি করছে, দেখি, তার কাছ থেকে যদি কোনো…

দুজনে আসিলেন… ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড় পার হইয়া খানিকটা দক্ষিণে।

পূব-দিকটার ফুটপাথে তখন ভীষণ ভিড়! লাল-পাগড়ী ট্রাফিক-কনষ্টেবল্ আসিয়াছে…দশ-বিশ জন লোক নানা গল্প তুলিয়াছে! সকলে মিলিয়া উপন্যাস-রচনায় মত্ত!

কোনো মতে ভিড় ঠেলিয়া ট্রাফিক-কন্‌ষ্টেবলের সাহায্যে শিখ-দরোয়ানকে লইয়া সমর মিত্র আসিলেন হেয়ার ষ্ট্রীট থানায়। লোকটার মাথায়-গায়ে চোট্…আর কি কান্না! তার টাকার ব্যাগ… পেশোয়ারী…সে-কান্নায় সমর মিত্র তাকে একেবারে সহস্র প্রশ্নে বিঁধিয়া জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন!

শিখ বলিল, তার ব্যাগে ছিল পঁচাশ হাজার টাকা…তাকে মারিয়া তার ব্যাগ ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে…Robbery (ডাকাতি)!

থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জ শচীন ভট্টাচার্য্য। শুনিয়া তার চক্ষুস্থির! তার এলাকায় পঞ্চাশ হাজার টাকা robbery!

সমর মিত্র একান্তে ডাকিয়া তাকে আশ্বাস দিলেন। বলিলেন—চিন্তার কারণ নেই শচীন…ব্যাগে সত্যি নোট ছিল না…একরাশ ব্ল্যাঙ্ক নোটের তাড়া!…এর ভিতরে মস্ত রহস্য আছে। এ-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করো না এখন। তুমি ওর নালিশ লেখো…ষ্টেটমেণ্ট নাও…নিশ্চিন্ত মনে!

সে-আশ্বাসে শচীন যেন প্রাণ পাইল! স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শচীন গম্ভীর ভাবে দরোয়ানের নালিশ লিখিয়া এজাহার লইল।

শচীন বলিল—আসামীদের চেনো?

দরোয়ান বলিল—না হুজুর। অচেনা লোক…পেশোয়ারী।

শচীন বলিল—গায়ে চোট্…হাসপাতাল যাবে?

—যাবো।

—দরোয়াজা…

মেডিকেল-ফর্ম্ম লিখিয়া শচীন তাকে পাঠাইল মেডিকেল কলেজ

হাসপাতালে। বলিয়া দিল,—হাসপাতাল থেকে থানায় এসো···কাল তোমায় নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবো···এনকোয়ারি করতে।

দরোয়ান বলিল—জী···

একজন কনষ্টেবলের সঙ্গে দরোয়ান গেল হাসপাতালে।

সমর মিত্র ডাকিলেন—শচীন···

—স্যর···

—কাকেও পাঠাও···দরোয়ানজী যেন ভেগে না যায়। I want him in connection with a very big case...he may have to be arrested...it is a very serious charge. (আমি উহাকে চাই একটি বড় মকৰ্দ্দমার ব্যাপারে। হয়তো উহাকে গ্রেফতার করিতে হইবে···অভিযোগ খুব বিষম-রকমের)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঘূর্ণাবর্ত্ত

শিখ-দরোয়ানের টাকা-চুরির মকৰ্দ্দমা টিঁকিল না। পুলিশ জানে, সে ব্যাগে টাকা ছিল না; ছিল কাগজের বাণ্ডিল! তার উপর আসামী অজানা···দরোয়ান তাকে চেনে না! দেখিলেও সনাক্ত করিতে পারিবে না। কাজেই তার জন্য ছুটাছুটি করার কষ্ট··· যাকে বলে, দীনবন্ধুর কথায় "বাতাসে অগ্নিপ্রহার"!

কিন্তু শিখ-দরোয়ানকে সমর মিত্র ছাড়িলেন না। তিনি তাকে অবলম্বন করিলেন নন্দগোপাল সিংহ-রায়ের উদ্ধারের আশায়।

দরোয়ানকে তিনি গ্রেফতার করিলেন না—একটিও কঠিন কথা বলিলেন না। দরদে-মমতায় দু'দিনে তাকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন।

তার পরিচয় যা পাইলেন, বুঝিলেন, বেচারী সত্যই নিরীহ! দু'টাকা রোজগারের আশায় ব্যাঙ্কে চেক বহিয়া আনিয়াছিল···এ-সব ক্ষেত্রে যেমন হয়···বানর যেমন বিড়াল ধরিয়া বিড়ালের দুই থাবার সাহায্যে···অর্থাৎ রীতিমত cat's paw!

দরোয়ান যে-কথা বলিল, তার মর্ম্ম:

দরোয়ানের নাম লাল সিং। তার বয়স ত্রিশ বছর। তার বাপ ট্যাক্সি চালাইত। কাহাকে চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিবার দায়ে বেচারী এক বৎসর জেল খাটিতে যায়। জেল হইতে ফিরিয়া সে ট্যাক্সি চালানো ছাড়িয়া একটা দোকানে দরোয়ানী করিত। ছেলে লাল সিংকে স্কুলে দিয়া ছিল—মনে আশা জমাইয়াছিল, লেখাপড়া শিখাইয়া ছেলেকে 'ভাকিল' করিবে। আর কোথাও তার অন্ন না মিলুক, 'ভাকালতি' পাশ করিলে তাকে ঢুকাইয়া দিবে বাংশাল পুলিশ-কোর্টে ওকালতি করিতে! নাই বা করিল সে অন্য মকর্দ্দমা···[illegible]র-কোর্টে শুধু যদি শিখদের মোটর-কেশ করে, তাহা হইলে দুদিনে তার ছেলে লাল সিং 'লাল' হইয়া উঠিবে!··সে যদি বাঁচিয়া থাকে, বহুৎ ড্রাইভার-মক্কেল জোগাড় করিয়া দিতে পারিবে।

কিন্তু বেচারীর সে-আশার গাছে ফুল ধরিবার আগেই বাপের ডাক আসিল ও-পার হইতে! বেচারীকে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। লাল সিংয়ের মা তার কোন্ ছেলেবেলায় মারা গিয়াছে··· ছিল শুধু বাপ! সে বাপও চলিয়া গেল!

বাপ মারা গেলে লেখাপড়া বন্ধ হইল। বাপ যে-দোকানে দরোয়ানী করিত, সেই দোকানের মালিককে সে ধরিল। মালিক বলিল—তোমার কাঁচা বয়স…এ হলো কলকাতার সহর…আমার বিল আদায় করে কাঁচা টাকা-পয়সা আদায় করবে? ভয় করে, বাপ্!…

সে-দোকানে লাল সিংয়ের চাকরি মিলিল না। পাঁচজন পাঞ্জাবী শিখের দ্বারে ঘুরিয়া কোনো মতে একটা চাকরি জোগাড় করিল… এক পাঞ্জাবীর মোটর-কারখানায় পাহারাদারীর কাজ! আস্তানা এবং খাওয়া-দাওয়ার উপর মাহিনা মিলিত পাঁচটা করিয়া টাকা! এ-কারখানায় চার বছর কাজ করিবার পর ভাগ্য ফিরিল। এক বাঙ্গালী বাবুর রেস্তঁরায় দরোয়ানের চাকরি জুটিয়া গেল। মাহিনা মাসে বারো টাকা…হোটেলে থাকিবে, হোটেলে খাইবে।

এই হোটেলে আজ দু' বছর কাজ করিতেছে। হোটেলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় দু'জন বাঙ্গালী বাবু আসে চা খাইতে, খানা খাইতে। বাবু দুটিকে নিত্য সে দেখে। মাঝে-মাঝে তারা দু'চারিটা ফরমাশ করে, চুরুট কিনিয়া আনো…এই প্যাকেটটা ট্রামে তুলিয়া দিবে চলো… দু'চার আনা বখশিসও দিত।

সেই বাবুরা আজ দু'দিন আগে আসিয়া বলে—পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে! এত টাকা আমাদের আনিতে ভরসা হয় না। তাই তোমার মতো একজন বিশ্বাসী জোয়ান্ লোক থাকিলে…বাবুরা বলিল,—পাঁচটা টাকা বখশিস দিবেন।

গরীব মানুষ…পাঁচ টাকা বখশিসের লোভে রাজী হইল। বলিল —দিব বাবু।

তার পর বাবুরা আসিয়া চেক দেন, বলেন—টাকা লইয়া এই ব্যাগে করিয়া আনিবে।...এ-কথা বলিয়া বাবুরা চটের তৈয়ারী একটা ব্যাগ তাকে দেন।

চেক লইয়া লাল সিং ব্যাঙ্কে গিয়াছিল। বাবুরা সঙ্গে গিয়াছিলেন। লাল সিংয়ের মনে এতটুকু সন্দেহ জাগে নাই। এ সব ব্যাপারের কথা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই! এ সব কখনো দেখিয়াছে কি যে ভাবিবে!

ব্যাঙ্কে সে বহুৎ চেক ভাঙ্গাইয়াছে...মোটরের কারখানায় যখন কাজ করিত, সে-মনিবের হুকুমে ব্যাঙ্কে প্রায় সে চেক লইয়া যাইত... ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিত।

এবারেও ব্যাঙ্কে গিয়া চেক দিয়া সে বসিয়া ছিল...টোকন্ ছিল তার হাতে। টাকা দিতে বহুৎ বিলম্ব হইতেছিল...তাহাতে সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। বসিয়া আছে টাকার জন্য, হঠাৎ সেই দুজনের মধ্যে একজন বাবু কাছে আসিয়া ইঙ্গিতে তাকে বলে বাহিরে এসো। বাবুর সঙ্গে সে বাহিরে যায়। বাবুরা বলে- আজ টাকা মিলিবে না...যে-বাবুর চেক...সে-বাবু আসিয়া বলিয়া গেছে। টাকা সে-বাবু ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারে নাই...টাকা জমা দিলে আবার পরে আসিয়া তখন চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা লইয়া যাইয়ো।

বাবুদের কথা শুনিয়া লাল সিং সেদিন আর ব্যাঙ্কে ঢোকে নাই... চলিয়া আসে। ব্যাঙ্কের টোকন্ সে বাবুদের হাতে দেয়।

তার পর সেদিন সন্ধ্যার সময় বাবুরা হোটেলে আসিয়া তাকে ডাকিয়া বলেন,—কাল বেলা এগারোটায় ছুটী লইয়ো...ব্যাঙ্কে সেই

চেক ভাঙ্গাইতে যাইবে। যে-বাবুর চেক, ব্যাঙ্কে আজ তিনি টাকা জমা দিয়াছেন। কাল এগারোটায় আসিয়া চেক দিব।

পরের দিন সেই দুই বাবু হোটেলে আসে বেলা এগারোটায়। আসিয়া তার হাতে চেক দিয়া বলে, ব্যাঙ্কে যাও। আমরা আর যাইব না। আমরা থাকিব ষ্ট্রাণ্ড রোড আর ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়ে দোকান আছে…লোহা-লক্কড়ের দোকান·· হাজরা কোম্পানির···টাকা লইয়া তুমি সেই দোকানে আসিয়ো···টাকা দিয়া তোমার বখশিস লইবে···

এ-কথা বলিয়া বাবুরা চেক দেয়; সেই সঙ্গে দেয় সেদিনকার সেই চটের ব্যাগ। পাঁচ টাকা সদ্য লাভ হইবে···তারি আনন্দে লাল সিং চেক এবং ব্যাগ লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। বাবুদের সে দেখিয়াছে, একখানা ফিটনে চড়িয়া বসিল···তার পর বাবুদের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই!

বিবরণ শুনিয়া সমর মিত্রের মনে সন্দেহ জাগিল! দু'জন বাবু আসিয়া চেক দিয়াছে ভাঙ্গাইবার জন্য। প্রথম-বারে লাল সিংকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাই তারা লাল সিংয়ের সঙ্গে ব্যাঙ্কে আসিয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে তারা ব্যাঙ্কে আসিল না! হঠাৎ লাল সিংয়ের উপর এতখানি বিশ্বাস হইবার কারণ?

চেক এবং ব্যাগ দিয়া বলিল, ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়ে হাজরা কোম্পানির লোহা-লক্কড়ের দোকানে তারা বসিয়া থাকিবে। সেই-খানে গিয়া টাকা দিয়া লাল সিং লইবে তার বখশিস! লাল সিংকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক···সে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাল সিংয়ের হাতে! ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া লাল সিং যদি
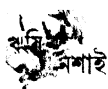
ঐ-টাকা লইয়া চম্পট দেয়? বাবুরা তো থাকিবে দূরে সেই ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়ে···

তার পর দু'জন পেশোয়ারী কোথা হইতে দুম্ করিয়া আসিয়া লাল সিংকে মারিয়া ব্যাগ ছিনাইয়া পলায়ন করিল! ব্যাঙ্কে কোনো পেশোয়ারীর চিহ্ন কেহ দেখে নাই! তিনিও তো ছদ্মবেশে ব্যাঙ্কে ছিলেন···তিনিও পেশোয়ারীর ছায়া দেখেন নাই!

দরোয়ান টাকা লইয়া ফেয়ারলি-প্লেশ হইতে ষ্ট্রাণ্ড রোড়ে আসিল···ষ্ট্রাণ্ড রোডে খানিকটা চলিবার পর পেশোয়ারী বাজ-পাখীর ছোঁ!

পেশোয়ারীরা কি করিয়া জানিল, লাল সিংয়ের ব্যাগে টাকা আছে? দু'দশ টাকা নয়···দু'দশ হাজার নয় · পঞ্চাশ হাজার!

তার উপর সেই দুই বাবু···তারা যদি ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়ে থাকিবে, লাল সিংয়ের উপর চিলের ঐ ছোঁ · চকিতে ও-তল্লাটে সে সংবাদ রটিয়া গেল···এত লোক আসিয়া জমিল···অথচ যারা সম্পূর্ণ ভাবে লাল সিংয়ের হাতে এত টাকা ছাড়িয়া দিয় নিশ্চিন্ত রহিল, তারা···?

সেখানে আসা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, থানাতেও তো মানুষ খপর লইতে আসে! দু' টাকা খোয়া গেলে তার জন্য মানুষ কি হান্টান্ করে! আর পঞ্চাশ হাজার টাকার এন্কোয়ারি হইতেছে···নিঃশব্দে নয়···কাগজে-কাগজে বড়-বড় হেড-লাইন দিয়া এ খপর রাষ্ট্র হইয়া গেল···আর বাবুদের হুঁশ নাই!

সমর মিত্র ডাকিলেন—লাল সিং···

লাল সিং বলিল—বাবুজী···

সমর মিত্র বলিলেন—এখনো তো তুমি সেই হোটেলে কাজ করছো, সে দুটি বাবুকে ও-হোটেলে তার পর আর দেখেছো ?

লাল সিং বলিল—না বাবু, সে দুটি বাবুকে তার পর আর দেখিনি। তারা আর হোটেলে আসে না।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ! আসবার কথাও নয়···আসতে পারে না!

লাল সিং এ-কথার অর্থ বুঝিল না···কুতুহলী-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে!

সমর মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—আমার গাড়ী আছে···আমার সঙ্গে এসো তো একবার ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়ে। দেখি, সেখানে কোনো লোহা-লক্কড়ের দোকান আছে কি না··· হাজরা কোম্পানির দোকান? সে-দোকানে যদি সে বাবু দুটির দেখা মেলে···চিনতে পারবে?

সগর্ব্বে লাল সিং বলিল—আলবৎ চিনবো বাবুজী!

লাল সিংকে সঙ্গে লইয়া টু-শীটারে চড়িয়া সমর মিত্র আসিলেন ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়ে। ও-তল্লাটে হাজরা কোম্পানির দোকান নাই···ক্যানিং ষ্ট্রীটে আছে এক হাজরা কোম্পানি। তারা কোনো কথা জানে না।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···বাবুরা মিথ্যা কথা বলেছে তোমায়, লাল সিং।

লাল সিং বলিল—কিন্তু পাঁচ টাকা বখশিস দেবে বলেছিলে, বাবুজী!

সমর মিত্র বলিলেন—পঞ্চাশ-হাজার টাকা পেলে তা থেকে পাঁচ টাকা কেন লাল সিং, পাঁচশো টাকা দিতেও গায়ে লাগে না।··· এসো, তোমার হোটেলে যাই···সে বাবু দুটির কোনো সন্ধান যদি মেলে!

লাল সিংকে লইয়া সমর মিত্র আসিলেন লাল সিংয়ের সেই বাঙ্গালী হোটেলে। হোটেলটি ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের উপর···নিউ-মার্কেটের কাছে। বেলা তখন দুটা। হোটেলে খরিদ্দারের তেমন ভিড় নাই। মালিক কেশব চক্রবর্ত্তী ভিতরে ছোট-কামরায় তক্তাপোষে শুইয়া আছে।

লাল সিং গিয়া খপর দিল, পুলিশের বড় বাবু আসিয়াছেন।

ঘুম ভাঙ্গিয়া আলস্য-ভরে কেশব চক্রবর্ত্তী হাই তুলিতেছিল··· পুলিশের ডাকে সে-হাই বন্ধ হইয়া গেল। ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া কেশব বলিল—পুলিশ! পুলিশ কেন?

লাল সিং বলিল—সেই বাবু দুটির কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন।

কেশব বিরক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল লাল সিংয়ের পানে···বলিল—চলো···

কেশব আসিলে সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—আপনি মালিক?

বিনয়ে অবনত হইয়া কেশব বলিল—আজ্ঞে, হুজুর···

কেশবের বয়স ষাটের কাছাকাছি। দাঁত নাই। দাঁত বাঁধাইবে, ভাবিয়াছিল···কিন্তু অবকাশের অভাব! তার পর এখন ভাবে, বেশ তো

চলিয়া যাইতেছে, আবার মিথ্যা-দাঁতে মিথ্যা কতকগুলা পয়সা খরচ করিয়া লাভ কি। তাই দাঁত বাঁধায় নাই! কথার সঙ্গে ফোগলা দাঁতে হাসি বিগলিত হইয়া উঠিল।

কোনো রকম ভূমিকা না ফাঁদিয়া সমর মিত্র বলিলেন—আপনি তো জানেন, আপনার দুজন খদ্দের লাল সিংকে চেক দিয়ে ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছিল···

কেশব বলিল—জানি বৈ কি বাবু। হুঃ, লাল সিংকে আমি সাতশো বার মানা করেছিলুম। বলেছিলুম, নিশ্চয় কোনো গোলমাল আছে···গরীবের ছেলে ওর মধ্যে যাস্ নে!···না হলে ভাবুন তো মশায়, একালে দশটা টাকার চেক মানুষ ছেলের হাত দিয়ে ভাঙ্গাতে পাঠাতে পারে না···বুক কেঁপে ওঠে! আর এ কি না পঞ্চাশটি হাজার টাকা! তা পাঞ্জাবী ম্যাড়া কি না। হ্যাঁ, তা বলুন, কি জিজ্ঞাসা করবেন? আমি মোদ্দা সে-চেক দেখিনি মশায়। বাবুরা আমায় বললে, খুব বেশী টাকার চেক···আমাদের একটু অন্য কাজ আছে···তা তোমার লাল সিং তো বিশ্বাসী লোক? আমি বাবু অহেতুক একটা লোকের বদনাম করবো কেন? লাল সিং সত্যি ভালো···একটি পয়সার তঞ্চকতা করে নি কখনো। বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশ্বাসী বৈ কি। বাবুরা তখন বললে, তাহলে ওকে আধ ঘণ্টার জন্য ছেড়ে দিতে হবে চক্কোত্তি-মশাই···আমাদের একটা চেক ভাঙ্গিয়ে আনবে···ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্ক। আমি ভাবলুম, গরীব যদি পাঁচটা টাকা পায়···আপনিই বলুন না হুজুর, আজ-কালকার দিনে দুটো পয়সা রোজগার করতে মানুষের জিভ্ বেরিয়ে যাচ্ছে···আর একটু হেঁটে বেচারী যদি পাঁচ-পাঁচটা টাকা পায়! তাই বললুম লাল

সিংকে···যা রে লাল সিং, বাবুদের যদি উপকার হয়!···লাল সিং তখন বাবুদের সঙ্গে গেল!···

সমর মিত্র দেখিলেন, লোকটা বড় বেশী বকে! নাম জিজ্ঞাসা করিলে একেবারে বল্লাল সেনের আমল হইতে ইতিহাস আওড়ায়! তাই তার বাক্যে বাধা দিবার উদ্দেশে তিনি বলিলেন—আমি এসেছিলুম একটা খপর জানবার জন্য, কেশব।

কেশব বলিল—বিলক্ষণ! আপনি হচ্ছেন পুলিশের হুজুর··· আপনার আশ্রয়ে আমরা খুন-লুঠ রাহাজানির হাত থেকে বেঁচে কোনো মতে দুটো পয়সা রোজগার করে পরিবার-প্রতিপালন করছি! একটা কেন, আপনি দশটা কথা আমায় জিজ্ঞাসা করুন। গড়-গড় করে তার জবাব দেবো আমি। আপনার আশীর্ব্বাদে বাঁকা পথে চলিনি তো কোনো দিন। এত কাল হোটেলটি চালাচ্ছি···আমার অতি-বড় শত্রু এসে যদি বলতে পারে, ভাতুয়া-ঘী ছাড়া আমি ভেজিটেবল্-ঘী ব্যবহার করি কিম্বা বাসি-মাংস দিয়ে কাটলেট ভাজি, আপনি তাহলে গুণে আমার পিঠে পাঁচশো পয়জার পিটবেন হুজুর···আমি কথাটি কবো না···সে-পয়জার হাসি-মুখে খাবো, হ্যাঁ!

সমর মিত্র ধমক দিলেন, বলিলেন—তোমার বকুনি থামাবে কেশব?

ধমক খাইয়া দু'চোখ এতটুকু করিয়া কেশব বলিল—বকুনি! বলেন কি হুজুর! আপনার সামনে মুখ তুলে কথা কইবো, এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার হবে! মরে গেলেও না।

সমর মিত্র আবার ধমক দিলেন, বলিলেন—মরতে হয় পরে মরো,

কেশব। এখন বেঁচে থাকতে থাকতে বলো তো, সে দুটি বাবুকে তুমি জানো?

—জানি না? বিলক্ষণ!···আমার হোটেলে বাবুরা রোজ এসে চা খাচ্ছে, টোষ্ট খাচ্ছে, ডিম খাচ্ছে, মাংস খাচ্ছে···ক' বছরের বাঁধা বাবু ···আর তাদের জানবো না? আপনি বলেন কি হুজুর! আমার হোটেলে যে-ভদ্রলোক পাত পেতেছে···সে-বাবু আমাকে যেমন জেনে গেছে, আমিও সে-বাবুকে হুজুর তেমনি জেনে নিয়েছি!···হুকুম করুন না হুজুর, এক পেয়ালা চা, ডিমের পোচ, টোষ্ট···

—না, না, না! তুমি থামো!

সমর মিত্র আবার ধমক দিলেন। ধমক দিয়া বলিলেন—সে বাবু দুটির নাম জানো?

—আজ্ঞে, নাম? তাইতো! নাম তো জানি না হুজুর!

সমর মিত্র বলিলেন—এই যে বললে, তুমি তাদের জানো।

—তা জানি বৈ কি হুজুর! এতকাল আমার হোটেলে এসে খাচ্ছে-দাচ্ছে···আর আমি তাদের জানবো না?

সমর মিত্র বিরক্ত হইলেন, বলিলেন—নাঃ! তুমি তো ভয়ঙ্কর জ্বালাতন করলে, দেখছি। জানো না তাদের নাম?

—আমি ঠিক জানি না হুজুর। তাদের খাওয়ায়···আচ্ছা, আমি তাকে ডাকছি···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কেশব চাহিল লাল সিংয়ের পানে, বলিল—বলরামকে ডাকো তো লাল সিং···

লাল সিং গেল বলরামকে ডাকিতে।

কেশব বলিল—বলরামকে বাবুরা মাঝে-মাঝে বখশিস-টখশিস

দেখে···তা বলরাম আমার এখানে কাজ করছে আজ তিন বছরের উপর। রাঁধে ভালো···আর ও বেশ যত্ন করে খাওয়ায়!

সমর মিত্র কথা কহিলেন না···চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

লাল সিং ফিরিল। তার সঙ্গে আসিল একজন উড়িয়া বামুন।

দেখিয়া কেশব সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—এই যে, এসো তো বলরাম, হুজুর তোমায় ডাকছেন!···আচ্ছা, সে বাবু দুটির নাম কি? সেই যে, যে বাবু দুটি লাল সিংকে ছুটী করিয়ে নিয়ে গেল সেদিন··· ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাবার জন্য!

বলরাম বলিল—সে বাবুদের মধ্যে একজনের নাম গুপী বাবু।

সমর মিত্র বলিলেন—কোথায় থাকে?

বলরাম বলিল—তা জানি না, বাবু।

—তাহলে নাম জানলে কি করে?

বলরাম বলিল—খেতে বসে দু'জনে কথা হতো, তর্ক হতো··· তাতেই শুনেছি, একজন আর-একজনকে গুপী বলে ডেকেছে। তাই থেকে জানি।

—ও! কার নাম গুপী বাবু, তা জানো না?

—না বাবু!···

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···কোথায় তারা থাকে, কি কাজ করে, তাও জানো না?

—না বাবু।

সমর মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পর চলিয়া আসিবেন, কেশব একেবারে আনত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিল —পায়ের ধুলো দিলেন যদি হুজুর···এক-পেয়ালা চা···

—না…না…

সমর মিত্র কেশবের হোটেল হইতে চলিয়া আসিলেন।

আসিলেন তিনি লালবাজার পুলিশ-অফিসে।

ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিলেন। তিনি বলিলেন—ও, সমর! এই একটু আগে এস্, কে গাঙ্গুলির ফার্ম্ম থেকে মিষ্টার ব্যানার্জ্জী তোমার খোঁজ করছিলেন।

—ও…

সমর মিত্র তখনি গিয়া টেলিফোন হাতে লইলেন, ডাকিলেন—বড়বাজার 1526..

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী সাড়া দিলেন, বলিলেন—সমর বাবু…

—হ্যাঁ। কি খপর?

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—আপনি অফিসে আছেন তো?

—হ্যাঁ…

—আমি এখনি যাচ্ছি…পনেরো মিনিটের মধ্যে!

সমর মিত্র আসিলেন ডেপুটির কাছে। সব কথা তাঁকে বলিলেন।

ডেপুটির মুখ গম্ভীর।

সমর মিত্র বলিলেন—ঐ দুজন পেশোয়ারী…ওরা আসলে পেশোয়ারী নয়…ওরাই সেই দুই বাবু…পেশোয়ারী সেজে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। যদি কেউ 'ফলো' করে আসে…ধরা পড়তে পারে…তার উপর লাল সিং থাকবে একজন সাক্ষী…তাই, ফন্দী!

—ডেপুটি বলিলেন—Exactly so…(ঠিক তাই)! আমারো ঠিক ঐ কথা মনে হচ্ছিল, সমর।

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী আসিলেন। সমর মিত্রকে বলিলেন—আজ দু'বার নন্দগোপাল বাবু আমায় ফোন করেছিলেন সমর বাবু। জানিয়েছেন, চেক নিয়ে বাক্সে কাগজের বাণ্ডিল দিয়ে এ কি ছেলে-খেলা করেছেন আপনারা! আমার উপর কি-রকম জুলুম চলেছে, যদি বুঝতেন! কালকের মধ্যে এরা যদি টাকা না পায়, তাহলে আমায় প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে না আর…এ তাদের ultimatum (চরম নির্দ্দেশ)!

—আপনি কি জবাব দিলেন?

—আমি বলেছি, ব্যাঙ্কে আমি নিজে গিয়ে রশকো সাহেবকে বলে আসবো…আপনি যদি আমাকে আর একবার বেলা পাঁচটা নাগাদ ফোন করেন, তাহলে কখন টাকা মিলবে, জানাতে পারবো।

সমর মিত্র বলিলেন—দেড় ঘণ্টা সময় আছে…এখন সাড়ে তিনটে বেজেছে।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—এখন আপনি যা বলবেন…

অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া সমর মিত্র বলিলেন—টাকা না দিলে তাঁর প্রাণ নিয়ে টানাটানি!…কিন্তু আপনি জানেন না দুলাল বাবু …রহস্যের চাবি-কাঠি আছে ফিল্ম-ষ্টার দীপা রায়ের হাতে!…আপনি জানেন না…আপনাকে দীপা রায়ের কাহিনী বলা উচিত… তাহলে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার সুবিধা হবে।

সমর মিত্র তখন দীপা রায়ের কাহিনী খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া ব্যানার্জ্জী একেবারে স্তম্ভিত-প্রায়!

সমর মিত্র বলিলেন—দীপা এর মধ্যে আছে। সে এ নাটকের নায়িকা! নাহলে মিথ্যা কথা কেন বলবে? আমাকে ভুল ঠিকানাই বা কেন দেবে, বলুন?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিমাই সাহেব

সন্ধ্যার সময় সমর মিত্র আবার গিয়া উপস্থিত হইলেন ১১২ নম্বর সাউথ রোডে—দীপা রায়ের গৃহে।

বাড়ীতে-বাড়ীতে রেডিয়ো খোলা···কোলাহল কলরবে দিগন্ত মুখরিত। মনে হইল, যেন রথের মেলায় আসিয়াছেন···ভাঙ্গা গলায় কার ওস্তাদী-কণ্ঠে 'তেরে না, তেরে না' চারিদিক এমন রুদ্র চীৎকারে ভরিয়া তুলিয়াছে যে সে অট্টরোলে নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিবে! ভাবিলেন, গাঁটের টাকা খরচ করে মানুষ এই প্রোগ্রামের জন্য। এ সব গায়ককে পশু-পীড়ন-নিবারণী আইনে কোর্টে চালান দেওয়া উচিত ···তা না করিয়া অল্-ইণ্ডিয়া-রেডিয়ো এই সব লোক ধরিয়া লিশনারদের আধ-মরা করিয়া দেয়!

দীপা রায়ের গৃহে সন্ধান লইয়া শুনিলেন, দীপা বাড়ী নাই।

সমর মিত্র বলিলেন—কাল এসে শুনে গেছি, বাড়ী নেই···আজো নেই! কখন বেরিয়েছেন?

ভৃত্য বলিল—কাল বাড়ী আসেন নি। আজও না।

ফিল্ম-অফিসে ফোন্ করিলেন। ফোনে কণ্ঠ জাগিল,—কে?

সমর মিত্র বলিলেন—সান-রাইজ্ ফিল্মস্?

—হ্যাঁ। কে আপনি?

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি পরেশ বাবু···না?

—হ্যাঁ।···আপনি কে?

—আজ্ঞে, আমি সেই মুর্শিদাবাদী গবর্ণস্ এণ্টার্ণমেণ্টের লোক!

—ও···হ্যাঁ বলুন, দীপাকে এনগেজ করেছেন?

—না মশাই। দু'দিন ধরে তাঁর দেখা পাচ্ছি না। দীপা রায় কি ষ্টুডিয়োয়?

পরেশ বাবু বলিলেন—না। দীপা রায় ছুটি নেছেন। বাইরে তাঁর খুব কি জরুরি কাজ পড়েছে বলে'! তাঁর জন্য আমাদের শুটিং বন্ধ যাচ্ছে···শেট্ খাড়া হয়ে পড়ে আছে! তাই গুলাবচাঁদ বাবু বলছিলেন, আপনি বোধ হয় তাঁকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গেছেন।

সমর মিত্র বলিলেন—না মশায়···তাঁকে পাচ্ছিনে মোটে···কি যে বলবো খান্ সাহেবকে? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও আজ আমায় একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, দীপা রায়ের খপর চেয়ে। দিনও ওদিকে আসন্ন!

চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠে পরেশ বাবু বলিলেন—তাই তো মশাই। তা না পান যদি, কাল একবার গুলাব বাবুজীর সঙ্গে দেখা করবেন···আর কোনো ভালো আর্টিষ্টকে যদি পান···

শঙ্কর মিত্র বলিলেন—অগত্যা !...

ফোন ছাড়িয়া তিনি চাহিলেন বেয়ারার পানে। কাছেই সে দাঁড়াইয়াছিল। সে জানিয়া ফেলিয়াছে, বাবুটি পুলিশের একজন অফিসার। আরো বুঝিয়াছে, এখানে কি একটা ঘটিয়াছে ··নহিলে ইনি সেদিন আসিবার পর হইতেই দিদিমণির মেজাজ খারাপ···মনে চাঞ্চল্য···ঘর-বাহির করিয়া বেড়াইতেছেন। মনে একটু আতঙ্ক জন্মে নাই, এমন নয় ! এ লাইনে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও তার আছে। ফিল্ম-ষ্টারের কাছে চাকরি না করিলেও সহরের উত্তরাঞ্চলে সে থিয়েটারের এক একট্রেশের কাছে কাজ করিত। একদিন বিবির ঘরে থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে নাম-জাদা একজন এ্যাক্টেরের হঠাৎ কি যে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বাধিল···এ্যাক্টর শেষে নেশার ঘোরে থিয়েটারের সাজা-রাজার ষ্টাইলে—

দুরন্ত পামর তুই···এখনি বধিব
শাণিত অসির ঘায়ে···

বলিতে বলিতে খানা-টেবিলের ছুরি লইয়া মালিকের বুকে বসাইয়া দেয়। তার পর পুলিশ আসিয়া···

সে-কথা মনে হইলে বুক আজো কাঁপিয়া ওঠে ! পুলিশ দেখিয়া মাহিনা ফেলিয়া রাতারাতি সে-যে সেই উত্তর-কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছে, তার পর আর ওদিক মাড়ায় নাই। একেবারে দক্ষিণ-পাড়ায় আসিয়া চাকরি লইয়াছে !···এখানে খাশা আছে ! বিবি নেশা-ভাঙ্ করে না ! বাবুদের মধ্যে দু'চারজন করে···তাহাতে তাকে ঝক্কি সহিতে হয় না ; বরং দু'চার টাকা লাভ হয় ! তা এখানেও শেষে পুলিশের উপদ্রব···

সভয়ে সে চাহিল সমর মিত্রের পানে, দীন আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল—চা খাবেন, বাবু ?

সমর মিত্র বলিলেন—না।·· আচ্ছা, তোমায় দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করবো। জানো তো, আমি পুলিশের লোক···সত্য জবাব দেবে। মিথ্যা বললে বিপদে পড়বে। আগে থাক্‌তে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি!

বেয়ারা বলিল—না বাবু, কেন মিথ্যা বলবো!

তোমার বিবি-সাহেবের কাছে বাবু বা মেয়েছেলে···আসে প্রায় ?

বেয়ারা বলিল—তা আসে বৈ কি হুজুর।

—তাদের মধ্যে যাদের-যাদের নাম জানো, আমায় তাদের নাম বলো। সত্যি কথা বলবে···না হলে মিথ্যা বললে···বুঝেছো তো···

ঢোঁক গিলিয়া বেয়ারা বলিল—না বাবু, মিথ্যা কেন বলবো! চাঁকরি করছি বলে' কি ধর্ম্ম খোয়াতে পারি ?

সমর মিত্র বলিলেন—বলো·· নাম। আচ্ছা, তার আগে জিজ্ঞাসা করি, নন্দ বাবুকে জানো ?

—ও, সেই খুব বড়-মানুষ···? জানি।

—তাঁকে এখানে হামেশা আসতে দেখেছো ?

—না বাবু···তিনি ক্বচিৎ-কখনো আসেন।

—লক্ষ্য করে তাঁকে তুমি দেখেছো ?

—আজ্ঞে, তাঁকে দেখেছি···বড় দিনের পরের দিন না ? না। সেই ছোট দিনের দিন দেখেছি। দিদিমণি বাড়ী ছিল না···বাবু এসেই চলে গেলেন।

—তার পর ?

বেয়ারা স্মরণ করিল। তার পর বলিল—দেখেছি বাবু···সেদিন সেই ভো...বেরিয়ে গেলেন···তার দু' একদিন পরে আবার এসেছিলেন।

—কখন এসেছিলেন ?

—বেলা তখন দুটো কি তিনটে হবে।

—তোমার দিদিমণি বাড়ী ছিল ?

—না। দিদিমণি তখন ষ্টুডিয়োয়।···দিদিমণিকে নন্দ বাবু ফোন্ করলেন···দিদিমণি তখন এলো।

—তার পর নন্দ বাবু এই বাড়ীতেই ছিলেন রাত্রে ?

—না। আরো দু' তিনটি বাবু এসেছিল···দিদিমণি, নন্দ বাবু আর সেই বাবুরা সব একত্রে ট্যাক্সিতে করে বেরিয়ে গেল···সন্ধ্যার সময়। বলে গেল, থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে !

—কখন ফিরলেন ?

—দিদিমণি একা ফিরে এলো···রাত তখন দশটা বেজে গেছে। আমি সিনেমা দেখতে যাবো ঠিক করেছিলুম···যাওয়া হলো না। সাড়ে ন'টায় ছুটী নেবো বলে হাপিত্যেশ করে বসেছিলুম কি না !

—নন্দ বাবু ফেরেন নি ?

—না।

—তার পর এ পর্য্যন্ত তিনি আর এ-বাড়ীতে আসেন নি ?

—দেখিনি বাবু।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···আচ্ছা, আর যে দুজন বাবু এসেছিল··· তাদের নাম ?

—একজনের নাম জানি, হুজুর ! তিনি হামেশা আসে কি না
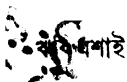
…তার নাম দ্বিজেন বাবু। বাকী-জনের … জানি না। নতুন লোক!

—আচ্ছা, অন্য অন্য বাবুদের নাম?

সমর মিত্র ওৎ পাতিয়া আছেন, যদি গুপী-নামটি বেয়ারার কাছ হইতে পান!

পাইলেন না। বেয়ারা আরো আট-দশটি নাম বলিল। সে সব নামের মধ্যে অমর আছে, বিজয় আছে, হরিশ আছে, পল্টু আছে, গজানন্দ আছে… নাই শুধু তাঁর ঈপ্সিত 'গুপী' নামটি!

সমর মিত্র বলিলেন—ভাখো মনে করে'…আরো অন্য বাবুর নাম?

বেয়ারা বলিল—না হুজুর, জানি না।

সমর মিত্র বলিলেন—গুপী বাবু বলে' কাকেও জানো?

ললাট কুঞ্চিত করিয়া বেয়ারা ভাবিল…যেন অসীম সমুদ্র মন্থন করিয়া রত্নের সন্ধান করিতেছে! সে-রত্ন মিলিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া বেয়ারা বলিল—না বাবু, স্মরণ হচ্ছে না!

সমর মিত্র বলিলেন—মেয়ে-বন্ধুদের নাম জানো, নিশ্চয়! অনেক মেয়ে-বন্ধু আসে তো?

—তা আসে বৈ কি হুজুর! বেলা দিদি, মায়া দিদি, কিশোরী দিদি, সরলা দিদি, বিজলী বিবি…অনেকেই আসে।

—এঁদের সকলের বাড়ী তুমি জানো?

—সকলের নয়। যাদের-যাদের কাছে চিঠি-চাপাটি নিয়ে যাই, তাদের বাড়ী জানি।

—কাদের বাড়ীতে চিঠি নিয়ে যেতে হয়?

বেয়ারা পাঁচ-সাতটা নাম বলিল। নামগুলি সমর মিত্র লিখিয়া

লইলেন। তার পর তিনি প্রশ্ন করিলেন—এর মধ্যে খুব বেশী ভাব করি সঙ্গে···তোমার দিদিমণির ?

বেয়ারা বলিল—বকুল দিদির সঙ্গে।

—তার ঠিকানা ?

বেয়ারা ঠিকানা বলিল।

তার পর সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, তোমার মনে আছে, যেদিন আমি তোমাদের বাড়ীতে প্রথম এসেছিলুম···সেই যে যেদিন তোমার দিদিমণি আর তাঁর সঙ্গে বিলিতি-পোষাক-পরা একটি বাবু এলেন ? রাত তখন সাড়ে দশটা-এগারোটা হবে···বিলিতি-পোষাক-পরা বাবুটি সে-রাত্রে এ বাড়ী থেকে চলে গেছলেন কি ?

স্মৃতির গহন হাতড়াইয়া বেয়ারা বলিল—ও, আপনি ঘোষ সাহেবের কথা বলছেন !···তিনি বিলেতে ছিলেন অনেক বছর।

সমর মিত্র বলিলেন—তা আমি জানি না বাবু···তবে সে-রাত্রে তিনি এ-বাড়ীতে ছিলেন ?

বেয়ারা বলিল—ঘোষ-সাহেব হামেশা এখানে থাকে। মানে···

মানেটা বেয়ারা সবিস্তারে বলিল না, বলিতে পারিল না। কথা শেষ করিতে গেলে···হাজার হোক, যে-মনিবের অন্ন খায়···বেইমানী হইবে !

কিন্তু বেয়ারা মানে না বলিলেও সমর মিত্র মানে বুঝিলেন। বলিলেন—হ্যাঁ গো, তোমাদের ঐ ঘোষ-সাহেব ! তার পুরো নাম জানো ?

—জানি। দিদিমণি মাঝে মাঝে তেনার নাম ধরে ডাকে··· তেনার নাম হলো নিমাই ঘোষ-সাহেব।

—কোথায় বাড়ী ?

—তাঁর বাড়ী···মানে···তিনি হোটেলে থাকেন···পার্ক-স্কোয়ারের কাছে। হোটেলের নাম জানি না। তবে সে হোটেল জানি।

—বেশ! তোমায় একবার তাহলে আমার সঙ্গে যেতে হবে··· সেই হোটেল দেখিয়ে দেবে।

এ কথায় বেয়ারা একান্ত কুণ্ঠিত হইল।

সমর মিত্র এ-কুণ্ঠার কারণ বুঝিলেন। তিনি বলিলেন—তোমার ভয় নেই···কেউ জানতে পারবে না। খুব চুপি-চুপি···আমায় শুধু হোটেলটি দেখাবে, তাহলেই তোমার ছুটি!···তোমার দিদিমণি কিম্বা সেই নিমাই-সাহেব এ কথা জানবে না। ছাখো পারো যদি তো একটি টাকা বখশিস!

বেয়ারা কোনো জবাব দিল না। একটা টাকা তার মনের মধ্যে হাঁ-না···এ দুই বিরোধী চিন্তার সংঘর্ষ থামাইবার জন্য ঘুরিতে সুরু করিল!

সমর মিত্র বলিলেন—আমার গাড়ী আছে সঙ্গে···চুপি-চুপি গাড়ীতে এসে বসবে। গাড়ী করে নিয়ে যাবো! হোটেলটি দেখিয়ে তুমি চলে আসবে। ট্রামের ভাড়া দেবো ফেরবার জন্য। একটা টাকার উপর সে-ভাড়া আলাদা।

বেয়ারা একবার চারিদিকে চাহিল। তার পর মৃদু কণ্ঠে বলিল—এখনি যেতে হবে ?

—এখনি। না হলে তোমার দিদিমণি এসে পড়লে যাওয়া হবে না হয়তো!

—তাহলে আমায় দু মিনিট ছুটি দিন। ঝীকে বলে আসি, আমার

দেশের খবর এসেছে রে···তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসছি··· কেমন ?

সমর মিত্র মনে-মনে তারিফ করিলেন, বাহাদুর বটে! বলিলেন —বেশ !

বেয়ারা তখনি ফিরিল। সে ফিরিবামাত্র সমর মিত্র এক-মিনিট দেরী করিলেন না, বলিলেন,—এসো···

মোটরে তুলিয়া বেয়ারাকে লইয়া তার নির্দ্দেশে সমর মিত্র আসিলেন পার্ক-সার্কাসে···ট্রাম-লাইনের মোড়ে।

পূব-দিককার ফুট-পাথে তিন-তলা মস্ত বাড়ী। দূর হইতে সে বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বেয়ারা বলিল—ঐ বাড়ীতে হোটেল, বাবু। দোতলায় ঘোষ সাহেব থাকে।

—ও···বেশ !

বেয়ারাকে বখশিস এবং ট্রামের ভাড়া দিয়া সমর মিত্র বলিলেন—তুমি তাহলে যাও। ভয় নেই, এ কথা কেউ জানবে না।

নমস্কার করিয়া বেয়ারা খুশী-মনে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

কল্যাণী সেন

হোটেলের নাম হলিউড হোম্। সন্ধান করিবামাত্র দোতলায় ঘোষ-সাহেবের কামরা মিলিল।

দু'খানি বড় কামরা, পার্টিশন করিয়া তিনখানা করা হইয়াছে সামনে বসিবার ঘর। কখানা সোফা-কৌচ আছে। তেপায়া ছোট একটি টেবিল। কোণে একখানা বড় সতরঞ্চ ধূলি-জঞ্জালে ভরিয়া জড়ো করা আছে। গোলাপী-রেশমী শেডের ঘেরে জোরালো বাল্বের আলো জ্বলিতেছে।

একখানি সোফায় বসিয়া এক কিশোরী। সাজ-সজ্জা দেখিয়া মনে হয়, চটকে নিজেকে যতখানি ভব্য করিয়া তোলা যায় চেষ্টার শৈথিল্য নাই। তবে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, বেশ-ভূষার অন্তরালে অভাব ও দারিদ্র্য যেন কোনো মতে ছাইয়ের নীচে শীর্ণ অনল-রেখার মতো মলিন মুখে পড়িয়া আছে! ছাইয়ের ভারে মুখ তুলিতে পারিতেছে না! এত সাজ-সজ্জা, এত বেশ-ভূষা সত্ত্বেও কিশোরীর চোখ দুটি মলিন, নিষ্প্রভ!

কিশোরী নিবিষ্ট-মনে ছবিওয়ালা একখানা পত্রিকা পড়িতেছে —ইংরেজী পত্রিকা।

সমর মিত্র বলিলেন—এক্সকিউজ মী,··· নিমাই ঘোষ সাহেব এখানে থাকেন?

পত্রিকার পৃষ্ঠা হইতে চোখ তুলিয়া কিশোরী বলিল—হ্যাঁ।

—তিনি বাড়ীতে আছেন?

কিশোরী কহিল—বেয়ারা বললে, তিনি কলকাতায় নেই! আমি তাঁর কাছেই এসেছিলুম···এনগেজমেণ্ট ছিল।

কথাটা বলিয়া তরুণী যে-দৃষ্টিতে সমর মিত্রের পানে চাহিল, সে-দৃষ্টিতে অনেকখানি নিরুপায়তা! পথে-ঘাটে যে-সব মেয়ে হাতে ব্যাগ ঝুলাইয়া ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাদের অনেকের চোখে তিনি এমন দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়াছেন! এ দৃষ্টি বুভুক্ষুর···অসহায় অভাব-গ্রস্তের দৃষ্টি! আশার আকুল উচ্ছ্বাসে এ-দৃষ্টি কখনো প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে, আবার নিমেষে ম্লান হয়, মলিন হয়!

সমর মিত্র বলিলেন—কোথায় গেছেন, বেয়ারা কিছু বলেছে?

কিশোরী বলিল—না, সে-কথা এখনো জিজ্ঞাসা করিনি।

সমর মিত্র বসিলেন, বলিলেন—বেয়ারা আছে?

ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে কিশোরী বলিল—আমি তাকে পাঠিয়েছি এক পেয়ালা চা নিয়ে আসবার জন্য। বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছিল!

সমর মিত্র যা ভাবিয়াছিলেন! কিশোরীর কণ্ঠে বেদনার আভাস! নৈরাশ্যের বেদনা!

সমর মিত্র বলিলেন—ও···তাহলে এখনি সে আসবে।

টেবিলের উপর আরো একরাশ ইংরেজী বাংলা পত্র-পত্রিকা পড়িয়াছিল···সিনেমা-পত্রিকা।, তাহারি একখানা টানিয়া তিনি তার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।···

পাঁচ-সাত মিনিট কাটিয়া গেল। সমর মিত্রের মনে অস্বস্তি! ওদিকে কাজ ছিল···পাঁচটার সময় নন্দগোপালের আবার ফোন্

করিবার কথা…কাল যেমন করিয়া হোক, টাকার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে! নহিলে দুরাত্মারা তাঁর অবস্থা যে কি করিবে, সেই ভয়ে নন্দগোপাল একেবারে কাঠ হইয়া আছেন!…ওদিকেও পাকা-রকমের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন!…

তিনি চাহিলেন কিশোরীর পানে, বলিলেন—আচ্ছা, নিমাই বাবু এখন কি কাজ করেন?

কিশোরী বলিল—একটা পার্টি তৈরী করছেন,…নাচ-গানের পার্টি …সেই পার্টি নিয়ে ইণ্ডিয়া টুর করবেন!

সমর মিত্র কোনো কথা বলিলেন না,…কিশোরীর পানে চাহিয়া রহিলেন…দু' চোখের দৃষ্টি উদগ্র তীক্ষ্ণ!

কিশোরী একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—আমাকে বলেছিলেন দেখা করবার জন্য। আজ সকালে একবার এসেছিলুম, দেখা পাই নি। বেয়ারা বলেছিল, সন্ধ্যার পর আসবেন। তাই আবার আসা।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি বুঝি এই career নিয়েছেন? নাচ-গানের?

কিশোরী বলিল—তা ঠিক নয়। মানে, রেডিয়োতে গান গাইতুম …তারপর দু'-একটা চ্যারিটি শোতেও নেমে ছিলুম। কিন্তু তাতে পয়সা তেমন মেলে না। সংসারের জঠর ভরানো চাই…তাই সিনেমায় নেমেছি। দু' একটা ছোট-খাট পার্ট পাই। মানে, আমার তেমন মুরুব্বির জোর তো নেই…বড় পার্ট কাজেই পাবার আশাও কম। তাছাড়া…

কথাটা কিশোরী শেষ করিল না। সমর মিত্র লক্ষ্য করিলেন কিশোরীর মুখে লজ্জার মলিন ছায়া পড়িল!

তিনি বলিলেন—সিনেমায় নামেন? তাহলে দীপা রায়কে জানেন নিশ্চয়?

—জানি। উনিই বলে-কয়ে "পাণ্ডব-নির্ব্বাসন" ফিল্মে ছোট একটা পার্ট পাইয়ে দিয়েছিলেন। উনি তাতে দ্রৌপদী সেজেছিলেন। আমি সেজেছিলুম দ্রৌপদীর সখী।

সমর মিত্রের মনে আশার একটু উচ্ছ্বাস! তিনি বলিলেন—আমিও দীপা রায়ের সন্ধান করছি। মানে, একটা পার্টি দেওয়া হবে মুর্শিদাবাদে। গবর্ণরের পার্টি। তাদের আব্দার, দীপা রায়কে নিয়ে গিয়ে সে-পার্টিতে গান গাওয়ানো চাই। যত টাকা লাগে! তা তিনি এমন busy যে কোথাও তাঁকে ধরতে পারছি না। না ষ্টুডিয়োয়, না তাঁর বাড়ীতে। ষ্টুডিয়ো থেকে ফোনে ওরা বলে দিলে, পার্ক সার্কাসের হলিউড হোমে নিমাই ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে পারলে দীপা রায়কে পাওয়া যাবে! তাই আমার এখানে আসা···

কিশোরী বলিল—ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দীপাদির খুব ভাব। তাঁকে ধরতে পারলে আপনার কাজ হবে বলে মনে হয়!

বেয়ারা আসিল। তার সঙ্গে হোটেলের পোষাক-পরা বয়··· বয়ের হাতে এক পেয়ালা চা।

পেয়ালা রাখিয়া বেয়ারা চলিয়া যাইতেছিল, সমর মিত্র ডাকিলেন—এই বয়···

বয় ফিরিল। সমর মিত্র বলিলেন—ওর দো পেয়ালা লাও।

তারপর তিনি চাহিলেন কিশোরীর পানে, বলিলেন—আর এক পেয়ালা আনাবো আপনার জন্য? সেই সঙ্গে টোষ্ট? এগ-পোচ? কেক?

সলজ্জ ভাবে কিশোরী বলিল—মানে···

সমর মিত্র বলিয়া দিলেন—দো-পেয়ালা চা লাও···টোষ্ট, এগ-পোচ, ঔর কেক্ ভি লাও।

সেলাম করিয়া বয় চলিয়া গেল।

সমর মিত্র চাহিলেন বেয়ারার পানে, বলিলেন—কি রে, তোর সাহেব কখন ফিরবে?

বেয়ারা বলিল—আজ্ঞে, জানি না।

—ফিরে খাওয়া-দাওয়া করবে তো?

—না। ক'দিন রাত্রে সাহেব এখানে খাচ্ছেন না।

—বটে! তা আজ বেরিয়েছে কখন?

—সকালে বেলা আটটায়।

—কাল রাত্রে বাড়ী ছিল?

—না।

—মুস্কিল হলো!···কলকাতার বাইরে যান নি তো?

বেয়ারা বলিল—তা জানি না।

সমর মিত্র ভাবিলেন, চমৎকার!···কিশোরীর পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—আপনি কতক্ষণ আর বসে থাকবেন?

কিশোরী বলিল—তাই ভাবছি! কি যে মুস্কিলে পড়েছি!···আমি এত আশা করে আসছি···ওঁর কথার উপর কতখানি নির্ভর···

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি এখন কোন্ ষ্টুডিয়োতে কাজ করছেন?

কিশোরী বলিল—কোথাও না। শুনছি, নিউ থিয়েটার্সে নতুন ছবি

আরম্ভ হবে ! কিন্তু ওখানে আমার জানাশুনা কেউ নেই। ওখানে শুনেছি, নতুন আর্টিষ্টের পক্ষে ঢোকা শক্ত !

সমর মিত্রের মনে মমতা হইল। বেচারী জীবন-সংগ্রামে নামিয়াছে ···এই সব বেচারী মেয়ের দল ! অন্য লাইনে হয়তো উপায় আছে ! কিন্তু সেদিকে না গিয়া এই সিনেমা-লাইনের দিকেই ইহাদের ঝোঁক। বুঝিলেন, এ লাইনে বরাত যদি ফেরে তো খ্যাতি এবং অর্থের প্রাচুর্য্য ···আজিকার এ বিলাসের আব-হাওয়ায় ইহারা যদি বাড়ী, গাড়ী, শাড়ী ও জুয়েলারির নেশায় মশগুল উদ্‌ভ্রান্ত হয় তো ইহাদের বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই ! বাঁচার মতো বাঁচা···সে সম্বন্ধে দেশের রুচি আজ বদলাইয়া গিয়াছে ! হিতোপদেশে মানুষের সে-রুচিকে ফেরানো অসম্ভব !

তবু এই সব strugling girl···আহা !

তিনি বলিলেন—আপনি নিউ থিয়েটার্সে ঢুকতে চান ?

একটা বড় নিশ্বাস ! কিশোরী সে নিশ্বাস চাপিতে পারিল না··· বলিল—ওখানে কোনো ছবিতে নামতে পারলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকখানি আশা থাকে !

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—তবে শক্তিও থাকা চাই ! শুধু ছবিতে নামলেই কি চলে ? পাঁচি-বুঁচিদের দেখছেন তো !

কিশোরী বলিল—ওখানকার যাঁরা ডাইরেক্টর, তাঁদের শিক্ষার ধরণ, টেক্‌নিকের ধরণ আলাদা। আমার মনে হয়, ওখানে যদি একবার ঢুকতে পারি, তাহলে সাধনা করলে আমার সে-সাধনা নিষ্ফল হবে না !

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ, আমি যদি আপনাকে ওখানে ঢুকিয়ে

দিতে পারি? মিষ্টার সরকারের সঙ্গে আমার খুব জানাশুনা আছে। আমি বললে আপনাকে তিনি চান্স দিতে পারেন···

এ-কথায় কিশোরীর মুখে-চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিল। কিশোরী বলিল—দয়া করে যদি তা করে দেন! নাহলে এই সব নাচের পার্টি কিম্বা চ্যারিটি-শোয়ে একটু চান্স পাবার জন্য ভিখিরীর মতো এর দোরে, তার দোরে এমন ঘোরা! সে-ঘোরার দায় থেকেও নিষ্কৃতি পাই!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনাকে আমি সাহায্য করবো! আচ্ছা শুনি, বাড়ীতে আপনার কে-কে আছেন? মানে, আত্মীয়? যাঁদের সাপোর্ট করতে হয় আপনাকে?

কিশোরী বলিল—বাবা আছেন, মা আছেন, একটি ছোট ভাই আছে।

—বাবা কি করেন?

কিশোরী বলিল—একটা মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করতেন। নব্বই টাকা মাইনে ছিল। তার পর বাবা আজ চার বছর বাতে শয্যাগত। চাকরি-বাকরি নেই। পাড়ায় মেয়েদের একটা প্রাইমারী স্কুলে মা মাষ্টারী করেন, তা'ও লোকের দয়ায়। আর ভাই পড়ছে কর্পোরেশনের ফ্রী-প্রাইমারী স্কুলে।

—আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

—ক্লাশ নাইন্ পর্য্যন্ত। তার পর পড়া বন্ধ করতে হলো।··· রেডিয়োয় গান গাইতুম। আমাদের পাড়ায় থাকেন রেডিয়োর একজন ভদ্রলোক। তিনিই ব্যবস্থা করে দেছেন। এখনো গাই। মাসে দুটো করে প্রোগ্রাম পাই···তার উপর সিনেমায় ছোট-খাট পার্ট···এ পার্টও পেয়েছি শুধু দীপাদির জন্য! এতেই চলে।

সমর মিত্র বলিলেন—দীপা রায়ের সঙ্গে আপনার কতদিনের জানাশুনা ?

—সাত-আট মাস হবে।

—কি করে জানাশুনা হলো ? সে তো খুব নাম-ডাকওয়ালা আর্টিষ্ট !

—উনি রেডিয়োয় আমার গান শুনেছিলেন। তার পর একদিন রেডিয়োয় ওঁর গানের প্রোগ্রাম ছিল···আমারো ছিল প্রোগ্রাম···সেদিন পরিচয় হলো। আমায় বললেন, আমার গান ওঁর ভালো লাগে ! একদিন নেমন্তন্ন করলেন। ওঁর বাড়ীতে ছিল পার্টি, সেই পার্টিতে গিয়ে গান শোনবার নেমন্তন্ন। সেই থেকেই একটু ঘনিষ্ঠতা হয়। আমি ওঁকে সিনেমায় নামবার কথা বলি···তাই উনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সিনেমা-ওয়ার্ল্ডে ওঁর আজকাল খুব খাতির !

সমর মিত্র একাগ্র-মনে এ-কথা শুনিলেন, উত্তরে শুধু বলিলেন,—হুঁ···

মনে চিন্তার তরঙ্গ ! ভাবিতেছিলেন, এই কিশোরী চায় ফিল্মে চাকরি ! সে-চাকরির ব্যবস্থা করিয়া দিলে যদি ইহার কাছ হইতে নিমাই-সাহেব এবং দীপা রায়ের সম্বন্ধে এমন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন, যে-তথ্যের বলে নন্দগোপালের উদ্ধার-সাধন হয় ! তা না হইলেও ইহাদের সন্ধান অন্ততঃ পাওয়া যায় যদি···

অবিচল দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন কিশোরীর পানে···

কিশোরী আবার বলিল—আপনি পারেন সত্যি নিউ থিয়েটার্সে কোনো ব্যবস্থা করে দিতে ?

সমর মিত্র বলিলেন—বোধ হয়, পারি !

কিশোরীর চোখের সামনে যে-অন্ধকার ছিল, এ-কথায় সে-অন্ধকারে আলোর মৃদু রশ্মি ফুটিল! দৃষ্টিতে মিনতি ভরিয়া কিশোরী বলিল—দয়া করে তাহলে যদি···মানে, বাড়ীর অবস্থা এমন, কিছু রোজগার না করতে পারলে মৃত্যু! বাইরে হাত পাতলে আমাদের মতো গরীবের ধার মিলবে না! ইজ্জৎ খুইয়ে ভিক্ষা করবো, তাতেও বাধে!

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু···এদের সঙ্গে আপনি কথা কয়েছেন··· এরা আপনাকে আশা দেছে! বিশেষ দীপা রায় হলেন সিনেমা-ওয়ার্ল্ডে মস্ত একটা পার্শনালিটি···

কিশোরী নিজেকে আর অবিচল রাখিতে পারিল না···যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল! তার মনে পড়িতেছিল পুরাণের গল্প-কথা। প্রার্থনার আবেগে মানুষ যখন তপস্যা করিত এবং দেবতা সে-তপস্যায় খুশী হইয়া সহসা সামনে আসিয়া দেখা দিয়া বলিতেন, বর নে রে! তার সামনে অযাচিত ভাবে এ ভদ্রলোকও যেন আজ তেমনি তপস্যার দেবতার মতো উদয় হইয়াছেন! হয়তো ভাগ্যের ইঙ্গিত! ইনি পারেন চাকরি-বর দিয়া তার সকল দুশ্চিন্তা মোচন করিয়া বিপন্ন জীর্ণ সংসারটাকে খাড়া করিয়া তুলিতে! লোকের দ্বারে-দ্বারে কতই সে ঘুরিয়াছে!··চাকরির জন্য যার-তার কাছে কি মিনতি না জানাইয়াছে! তোষামোদের অন্ত রাখে নাই! চোখে ক্ষুধার আগুন··· অনেকে আশাও দিয়াছে! কিন্তু ভয়ে আর সেদিক মাড়ায় নাই!

বেয়ারা আসিল। তার সঙ্গে বয়। বয়ের হাতে চা, টোষ্ট প্রভৃতি।

কিশোরীকে উদ্দেশ করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—নিন্, এখন কিছু খেয়ে নিন্ তো! সারাদিন পরিশ্রম গেছে, তার উপর এই উদ্বেগ!···

আমার ভারী কষ্ট হয়, দিন-কাল যা পড়েছে, আমরা পুরুষ-মানুষ পয়সা-রোজগারের জন্য হাহাকার করে বেড়াচ্ছি! সেই সঙ্গে আপনারা মেয়ে ···বাইরের এ-আবর্জ্জনায় আপনাদেরও নামতে হয়েছে পয়সার সন্ধানে!

তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

সে-নিশ্বাসে সমবেদনার আভাস পাইয়া কিশোরী বলিল—কতখানি নিরুপায়ে যে আমাদের পথে এসে দাঁড়াতে হয়! আপনাকে বলতে লজ্জা করে, যাঁরা লেখাপড়া জানেন, সভ্য-শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করেন, তাঁরা আমাদের দেখে এত রকম কুৎসিত টিপ্পনী করেন!···কার মুখের পানে চাইবো বলুন, এ দুঃখে একটু দরদের প্রত্যাশায়?

বেদনায় কিশোরীর কণ্ঠ বিগলিত হইল—কথা শেষ হইল না।

সমর মিত্র বলিলেন—লেখাপড়া শিখলেই মানুষ ভদ্র হয় না, সভ্য হয় না! মেয়েরা চাকরি করে' স্বাবলম্বী হচ্ছে, এ দেখে যারা টিটকিরি-বিদ্রূপ করে, এ-সব মেয়েদের সম্বন্ধে ইতর ইঙ্গিত করে, তাদের আমি ম্যাথর-মুর্দ্দফরাসের চেয়েও ইতর-অধম বলে মনে করি। সমাজের তারা কেউ নয়···দেশের তারা আগাছা!···কিন্তু আমি যখন বলছি, উপায় করে দেবো, তখন কেন আর মিছে দুশ্চিন্তায় কাতর হচ্ছেন!··· নিন, কিছু খান্!

কিশোরী এ-কথা ঠেলিতে পারিল না···চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিল।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার নাম জানতে পারি?

তরুণী কহিল—আমার নাম কল্যাণী সেন।

—বাবার নাম?

—শ্রীযুক্ত রামনাথ সেন।

পিতার নাম বলিয়া কল্যাণী কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—আমার একটী প্রার্থনা আছে…

সবিস্ময়ে সমর মিত্র বলিলেন—প্রার্থনা! তার মানে?

—আমাকে "আপনি" বলবেন না…আমি আপনার মেয়ের মতো। আমাকে দয়া করে "তুমি" বলবেন।

সমর মিত্র হাসিলেন হাসিয়া তিনি বলিলেন—আমারো অস্বস্তি হচ্ছিল "আপনি" বলতে! কিন্তু ভয় হয়…মডার্ন যুগের মেয়ে…যদি রাগ করো!

কল্যাণী বলিল—আমি মডার্ন নই। মডার্ন হতে গেলে প্রথমেই পয়সার জোর থাকা চাই!

সমর মিত্র বলিলেন—তাই কি? পয়সা নেই, অথচ আচারে-ব্যবহারে মডার্নিজম্ দেখাতে চায়, এমন মেয়েও আমার এ-বয়সে আমি অনেক দেখেছি, কল্যাণী!…তাছাড়া তুমি ফিল্মের আর্টিষ্ট! আমার ধারণা, ভদ্রঘরের যে-সব মেয়ে সিনেমায় নামে, তারা ভাবে তারা জিনিয়াস্…বিধাতার হাত ফোশ্‌কে কেনো মতে বাঙলা দেশের মাটীতে নেমে পড়েছে! গ্রেটা গার্বো, মার্লেন্ ডিয়েট্রিশের মাসতুতো বোন্ তারা!

কল্যাণী হাসিল, হাসিয়া বলিল—সে কথা ঠিক! ক'টা ষ্টুডিয়োর তো দেখলুম, যা সব অহঙ্কার! নাক একেবারে উঁচু করে আছে!

চায়ের পর্ব্ব শেষ হইল। সমর মিত্র দাম দিলেন। হোটেলের বয় পেয়ালা ও টাকা লইয়া চলিয়া গেল

ঘড়ির দিকে চাহিয়া সমর মিত্র দেখেন, ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। বেয়ারাকে তিনি বলিলেন—তোর সাহেব আজো তাহলে এলো না?

বেয়ারা বলিল—তাই দেখছি।

—কোথায় গেছে, তুই জানিস না?

—না।

—আচ্ছা, আমি এসেছিলুম জরুরি কাজে। সাহেব এলে আমাকে ফোন্ করতে পারবি? সাহেবের ফোন্ আছে?

বেয়ারা বলিল—না।

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে?···আচ্ছা, হোটেলে তো ফোন্ আছে?

—আছে।

—তাহলে তোকে আমি চার আনা পয়সা দিয়ে যাচ্ছি···আমার ফোন্-নম্বর দিয়ে যাচ্ছি। সাহেব ফিরলেই আমাকে ফোন্ করবি। তোর সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয়, মানে, আমার ব্যবসায় তাহলে খুব লাভ হবে কি না! কাজটা যদি লাগে, তোকে ভালো রকম বখশিসে খুশী করে দেবো!···ছাখ্, পারবি এ কাজ করতে?

বখশিসের প্রত্যাশায় খুশী হইয়া বেয়ারা বলিল—পারবো।

সমর মিত্র তার হাতে একটি সিকি দিলেন। দিয়া কল্যাণীর পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন—এবার তুমি বাড়ী যাবে তো?

—তাছাড়া উপায়?

—বাড়ী কোথায়?

কল্যাণী বলিল—মাণিকতলা ষ্ট্রীটের কাছে।

সমর মিত্র বলিলেন—বটে! তাহলে আমি তো যাবো রমিতন্ন বোসের লেন। ট্যাক্সি নেবো। আমার সঙ্গে গেলে তোমাকে আমি তোমার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারবো! রাত কম হয় নি তো!···আমার সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তি আছে?

কল্যাণী বলিল—না, আপত্তি কিসের?

—তাহলে এসো!···

কল্যাণীর সঙ্গে সমর মিত্র বাহিরে পথে আসিলেন। পথে আসিতেই ট্যাক্সি মিলিল।

ট্যাক্সিতে বসিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন—সার্কুলার রোড ধরে আগে চলো মাণিকতলা···

কল্যাণী বলিল—আমি হেদোর কাছে থাকি।

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে আমার পথেই পড়বে! ভালোই হবে, তোমার বাড়ী দেখে যেতে পারবো।

ট্যাক্সি চলিল। ট্যাক্সিতে কোনো কথা হইল না···

মাণিকতলা ষ্ট্রীটে হেদোর কাছে একটা গলির মুখে ট্যাক্সি পৌছিবামাত্র কল্যাণী বলিল—ঐ সামনের গলিতে আমার বাড়ী।

ট্যাক্সি থামানো হইল। কল্যাণী নামিল। সমর মিত্র বলিলেন—চলো, তোমায় পৌছে দি। অমনি তোমার বাড়ী দেখে যাই।

কল্যাণী বলিল—যে-বাড়ী, ভাঙ্গা-চোরা ইট-কাঠের মধ্যে আপনাকে নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

সমর মিত্র বলিলেন—এতে লজ্জার কিছু নেই, কল্যাণী! বাড়ী যেমনই হোক···আশ্রয়! আশ্রয়ের নিন্দা করতে নেই!

কল্যাণী লজ্জিত হইল, বলিল—তা নয়···তবে, আপনারা বড়ো মানুষ··

সমর মিত্র জবাব দিলেন না। তাঁর মাথায় চিন্তা তখন সুতার গিঁট খুলিয়াছে···কত কি নূতন প্ল্যান-রচনা চলিতেছিল···

কল্যাণী বাড়ী ঢুকিল। সমর মিত্র বলিলেন—সকালের দিকে বাড়ীতে থেকো···বেলা দশটা পর্য্যন্ত। তার মধ্যে আমি তোমার চাকরির একটা ব্যবস্থা করতে পারবো···হাতে যাতে কিছু পয়সা আসে এবং ভদ্র-ভাবে!···আজ তাহলে আসি।

এ-কথা বলিয়া সমর মিত্র চলিয়া আসিলেন।

ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল। ট্যাক্সিতে উঠিয়া তিনি বলিলেন—রামতনু বোস লেন।

ট্যাক্সি চলিল।

রামতনু বোসের লেনে এটর্ণি মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর বাড়ী। সমর মিত্রের ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল ব্যানার্জ্জীর গৃহের সামনে। ভাড়া চুকাইয়া তিনি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ফিল্ম-টেষ্ট্

মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে দেখা হইল।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—আপনি কোথায় উবে গেছলেন মশায়? কি খোঁজাই না আপনাকে খোঁজা হয়েছে! লালবাজারে গিয়েছিলুম··· ডেপুটি-সাহেব নানা জায়গায় ফোন্ করলেন, শেষে বললেন···মিটার টু কিড্-ন্যাপ্ড্!

সমর মিত্র বলিলেন—ব্যাপার খুব জটিল হয়ে উঠেছে! কোথা দিয়ে যে গ্রন্থি-মোচন হবে, বুঝতে পারছি না!···কিন্তু সে-কথা পরে। এখন আপনার খপর বলুন···পাঁচটার পর নন্দবাবু ফোন্ করেছিলেন?

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—করেছিলেন। রশকো সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হয়েছে, কাল বেলা একটা থেকে দেড়টার মধ্যে টাকা দেওয়া হবে।

সমর মিত্র বলিলেন—টাকার জন্য ব্যাঙ্কে লোক আসবে?

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—না। বলেছে, রেশ-কোর্সে যে গ্রাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ড, তার পিছনে একজন ফকির থাকবে। সেই ফকিরের হাতে দিতে হবে। পঞ্চাশ হাজার টাকা···একশো টাকার নোট···নম্বরী নোট চলবে না! তার উপর ফকিরকে যদি গ্রেফতার করা হয় বা কেউ তার পাছু নেয়, তাহলে এরা আমাকে প্রাণে রাখবে না!

সমর মিত্র শুনিলেন। কোনো জবাব দিলেন না। মাথার মধ্যে চিন্তার জাল গ্রন্থির পর যেন গ্রন্থি বিস্তার করিয়া চলিয়াছে!

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—আপনাকে পাওয়া গেল না, ডেপুটি-সাহেব সব কথা শুনলেন। শুনে তিনি মস্ত একটা নোট্ লিখে আপনার বাড়ীতে ফাইল্ পাঠিয়েছেন। এখনো বাড়ী যান্ নি নিশ্চয়? বাড়ী গিয়ে সে-ফাইল পাবেন।

সমর মিত্র এ-কথাও শুনিলেন। এবারো কোনো জবাব দিলেন না।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—এখন কি করবেন, বলুন মশাই? ভালো কথা, আমি গিয়ে নন্দবাবুর স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছি···আধ ঘণ্টা হলো, আমি বাড়ী ফিরেছি।···সব শুনে নন্দবাবুর স্ত্রী বললেন, তাঁর টাকা—তিনি যদি জলে ফেলে ছান, আমরা তাতে বাধা দেবো কি অধিকারে? তাছাড়া, তাঁর জীবন-সংশয়!···আমিও ভেবে দেখলুম সমর বাবু, তাঁকে আমরা উদ্ধার করতে চাই···at any cost! নন্দবাবুর স্ত্রী বললেন, টাকাটা জলে যাবে বুঝছি! ভাববো, কারবারে লোকসান হয়েছে। এমন লোকসান তো মানুষের হয়···আমরা ধর্ম্মতঃ এ টাকা দিতে বাধ্য! তাঁর টাকা···আপনি কি বলেন?

সমর মিত্র বলিলেন—তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে, তাতে সন্দেহ বা দ্বিধা থাকতে পারে না। There can't be two opinions...

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—ফকিরকে এ্যারেষ্ট বা 'ফলো' করা?

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ! লোভ হচ্ছে খুব, কিন্তু এরাও চতুর শয়তান!

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—যা বলেছেন! শেষে যদি নন্দবাবুর জীবন যায়?

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—তা যাবে না। প্রাণ নেবে বলে', যত ভয়ই দেখাক্!…যে-হাঁস সোনার ডিম দেবে বলে' জানে, তাকে কেউ মারতে পারে না। মারবে না! তবে torture! পীড়নের অন্ত রাখবে না!

ব্যানার্জ্জীর চোখের দৃষ্টিতে অনেকখানি উদ্বেগ…সে-উদ্বেগ কণ্ঠে ভরিয়া তিনি বলিলেন—তবে?

সমর মিত্র বলিলেন—টাকা পাঠানো হোক! ফকিরকে ফলো বা এ্যারেষ্ট করাও চলবে না!

ব্যানার্জ্জী যেন হতাশ হইলেন! ভাবিয়াছিলেন, সমর মিত্র নিশ্চয় এমন কোনো উপায়ের কথা বলিবেন, যে-উপায় অবলম্বনে বদমায়েস-গুলাকে সদলে ধরিয়া তাদের শায়েস্তা করা যাইবে! সমর মিত্রের মুখে এ-কথা শুনিয়া তিনি দমিয়া গেলেন, বলিলেন—কিন্তু মশায়! আপনার মতো বিচক্ষণ অফিসার দাঁড়িয়ে এ ব্যাপার দেখবেন! আপনার চোখের সামনে দিয়ে তারা দিগ্বিজয় করে যাবে?

সমর মিত্র হাসিলেন…মৃদু হাসি…বলিলেন—উপায় কি বলুন? …আচ্ছা, তবে আসি। বাড়ীতে সাহেব কি ফাইল পাঠিয়েছেন, গিয়ে দেখি!

তিনি উঠিলেন। ব্যানার্জ্জী বলিলেন—চা দিতে বলি…

—না। চা হয়ে গেছে!…তাহলে টাকা পাঠানো হবে কাকে দিয়ে?

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—নন্দবাবুর ম্যানেজার বিশ্বরঞ্জন বাবুকে দিয়ে!

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ! আজ তাহলে আসি, মিষ্টার ব্যানার্জ্জী।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—কিন্তু এমন নিশ্চিন্তভাবে এ টাকাটা ওদের আত্মসাৎ করতে দেবেন, সমর বাবু? আমারি হাত নিশ্‌পিশ্‌ করছে! আর আপনি···

তাঁর কথা লুফিয়া লইয়া হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে!

সমর মিত্র আসিয়া দোতলা-বাসে উঠিয়া বসিলেন। দোতলায় সামনের দিকে শীট খালি ছিল···সেই শীটে বসিলেন। হু-হু বেগে বাস ছুটিয়া চলিয়াছে···তাঁর মনের পটেও তেমনি হু-হু বেগে চিন্তার পর চিন্তা···যেন সিনেমার পর্দ্দায় রকমারি ছবি চলিয়াছে!

বাড়ী আসিয়া দেখেন, লাল-রঙের 'আর্জ্জেণ্ট' শ্লিপ-আঁটা ফাইল ···আসিয়াই ফাইল খুলিয়া বসিলেন। ডেপুটি-সাহেবের নিজের হাতে লেখা নোট্‌। ব্যানার্জ্জীর কাছে বিবরণ শুনিয়া তিনি লিখিয়াছেন, সেই বিবরণ···আদ্যন্তভাবে। বিবরণের পরে সাহেব আরো ক' লাইন লিখিয়াছেন···সেটুকু সমর মিত্রের প্রতি তাঁর নির্দ্দেশ!

লিখিয়াছেন—

এস, এম

ফকিরের অনুসরণ উচিত হইবে কি? আশা করি, একবার চেষ্টা করিবে। কি ভাবে চেষ্টা করিবে, তুমি ভাবিয়া দেখিয়ো। আমার মনে হয়, এমন সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। তোমার উপর আমি অনেক আশা রাখি।

পড়িয়া সমর মিত্র হাসিলেন।

তার পর সে-রাত্রে আর চিন্তার গহনে প্রবেশ না করিয়া তিনি

ন্যায় আশ্রয় লইলেন। যে-কথা মনে জাগিয়াছে···সে-কথাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন, এমনি সঙ্কল্প লইয়া শয়ন করিলেন।

সকালে উঠিয়া কি খেয়াল হইল, নিউ থিয়েটার্সের মালিক মিষ্টার সরকারকে ফোন্ করিলেন। মিষ্টার সরকার সাড়া দিলেন—স্পীকিং (আমি কথা বলিতেছি)।

সমর মিত্র বলিলেন—একটি ভদ্র-ঘরের মেয়ে···বেশ স্মার্ট আর ইনটেলিজেণ্ট। নেহাৎ সংসারের দায়ে সিনেমা-লাইনে যোগ দিয়েছেন। আমি নিজে তার অভিনয়-কুশলতার একটু পরিচয় নেবো। যদি খুশী হই, তা হলে নিউ থিয়েটার্সের জন্য নেবেন?

মিষ্টার সরকার বলিলেন—অল্-রাইট···

রিশিভার রাখিয়া সমর মিত্র বাহির হইলেন কল্যাণী সেনের উদ্দেশ্যে।

দেখা হইল। কল্যাণীকে বলিলেন—মিষ্টার সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে।···নিউ থিয়েটার্সে চাকরি পাবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে···অভিনয় কেমন করতে পারো, সেই পরীক্ষা। তাতে যদি পাশ হও, you are sure to be billed (নিশ্চয় তুমি ছবিতে 'পার্ট' পাইবে)।

খুশী-মনে কল্যাণী বলিল—বলুন, কি পরীক্ষা চান?

সমর মিত্র বলিলেন—বলবো। কিন্তু যা বলবো, সে-কথা খুব গোপন রাখবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হবে না। বাড়ীতেও কাকেও বলবে না। প্রকাশ হলে নৈরাশ্য সার হবে, জেনো।

দ্বিধা ও সংশয়ের চকিত মেঘে কল্যাণীর মুখে মলিন-ছায়া পড়িল। সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে কল্যাণী চাহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি ভয় পাচ্ছো ? কিন্তু না, ভয় নেই ! আমি অভয় দিচ্ছি। আমি তোমায় আগুন খেতে বলবো না, সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও বলবো না। এতে ভয়ের কিছু নেই! তুমি বসো। অনেক কথা আছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে কথা শোনা চলে না !

কল্যাণী বসিল। মনের মধ্যকার সংশয়ের মেঘ তখনো তেমনি অবিচল !

সমর মিত্র বলিলেন—আমি পুলিশ-অফিসার···

কল্যাণীর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল !

সমর মিত্র বলিলেন—কাল রাত্রে নিমাই-সাহেবের ওখানে গিয়েছিলুম, তার কারণ, তার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর রকমের একটা নালিশ হয়েছে, তারি তদারক করতে।

কল্যাণীর দুই চোখ যেন বিস্ময়ে-ভয়ে ঠিকরিয়া ছিটকাইয়া পড়িবে! মুখে কথা নাই! বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া সশব্দে দুলিতেছে

সমর মিত্র বলিলেন—মানে, নিমাই-সাহেব একা নন···তাঁর সঙ্গে তোমাদের ফিল্ম-ষ্টার দীপা রায়ও আছেন ! যে-রকম খপর পাচ্ছি, তা থেকে বুঝছি, ওঁরা সুবিধার লোক নন মোটে। তোমার সৌভাগ্য যে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো নি !

কল্যাণীর মুখ বিবর্ণ···মাথার মধ্যে যেন লক্ষ-লক্ষ কীট-পতঙ্গ গুঞ্জন সুরু করিয়াছে !

সমর মিত্র সংক্ষেপে বলিলেন—বড় লোককে কায়দায় এনে

জুলুমবাজী করে তার কাছ থেকে টাকা বার করা হলো এদের পেশা! ফিল্মে যোগ দিয়ে দীপা রায় খুব খ্যাতি অর্জ্জন করেছে, সেই খ্যাতির দৌলতে এ-কাজে তার সুযোগ মিলেছে চমৎকার! আর এ-কাজে ঐ নিমাই-সাহেব হলো তার প্রধান সহায়। আচ্ছা, নিমাই-সাহেবের কোনো সম্পর্ক আছে কি না জানো তোমাদের ফিল্ম-ষ্টার দীপা রায়ের সঙ্গে?

বিশুষ্ক কণ্ঠে কোনো মতে কল্যাণী বলিল—আমি জানি না।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ!...কিন্তু তা না জানলেও...মানে, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। পারবে? এ-কাজে মনের সাহস দরকার শুধু। তবে এটুকু বলতে পারি, ভয় নেই! পারো, পয়সা-কড়ির সম্বন্ধে তোমার দুর্ভাবনা শুধু ঘুচবে, তা নয়। এবং খ্যাতি—দুই-ই পাবে প্রচুর।

এ-কথায় ভয়ের মেঘ কাটিয়া মনে যেন আলোর অল্প আভাস জাগিল!

সমর মিত্র বলিলেন—বেলা বারোটার সময় তোমার এখানে মোটর আসবে। গাড়ীতে শুধু ড্রাইভার থাকবে। পাঞ্জাবি ড্রাইভার। আমি থাকবো না। সে এসে তিন-বার হর্ণ বাজাবে...হর্ণ শুনে তুমি গাড়ীতে উঠবে। তারপর যেখানে সে নিয়ে যায়...গাড়ীতে করে যাবে!...ভয় পাবার কোনো কারণ নেই! তোমার এতটুকু অসম্মান বা অনিষ্টের ভয়ও নেই!...তোমাকে শুধু একটি কাজ করতে হবে। মানে...

কল্যাণী নিরুত্তর। তার দু'চোখের দৃষ্টি স্থির, অবিচল!

সমর মিত্র বলিলেন—একটা ফকির...রেশকোর্সের গ্রাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের

পিছনে তাকে দেখবে। কোথায় সে-ফকির যায়, কি করে, তোমাকে শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে।...ড্রাইভারকে আমার instructions (উপদেশ) দেওয়া থাকবে। যখন যেমন দরকার হবে, সে তা করবে। তুমি শুধু থাকবে গাড়ীতে আমার প্রতিনিধি হয়ে।

অনিশ্চিত এ্যাডভেঞ্চার!...ছম্‌ছম্‌ করিলেও মন যেন মাতিয়া উঠিল! বয়সের ধর্ম্ম! কল্যাণী বলিল—বেশ, আমি যাবো।...কিন্তু বাড়ীতে কি বলবো?

সমর মিত্র বলিলেন—বলো, ফিল্ম-ষ্টুড়িয়োয় যাচ্ছো...test দিতে!

মাথা নাড়িয়া কল্যাণী সায় দিল।

সমর মিত্র বলিলের—ঐ ফকির...মনে হচ্ছে, সেই নিমাই-সাহেবের চর! কিম্বা হয়তো নিমাই-সাহেব স্বয়ং। নিরীহ দেখাবে বলে ফকিরের বেশ গ্রহণ করে দর্শন দেবে!...তোমার খুব আশ্চর্য্য লাগছে? কথাটা তোমায় আরো খুলে বলা দরকার। কিন্তু জেনে রেখো, এ কথা ঘুণাক্ষরে দ্বিতীয় লোকের কাণে যাবে না! তো[illegible]র উপর খুব বিশ্বাস করে' আমার মন্ত্র-গুপ্তির আভাস দিচ্ছি।

নন্দগোপাল বাবুর নাম-ধাম গোপন করিয়া সমর মিত্র তখন সংক্ষেপে কল্যাণীকে এ-ব্যাপারের বৃত্তান্ত বলিলেন। বৃত্তান্ত শেষ করিয়া তিনি বলিলেন—তারা ভয়ানক ধূর্ত্ত...ঘুণাক্ষরে যদি বুঝতে পারে, আমাদের তরফ থেকে তুমি ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করছো, তুমি আমাদের চর, তাহলে সব পণ্ড হয়ে যাবে! বুঝলে এখন, তোমার দায়িত্ব কতখানি!

মাথা নাড়িয়া মৃদু হাস্যে কল্যাণী বলিল—বুঝেছি।...তার পর মৃদু

কণ্ঠ মৃদুতর করিয়া বলিল—আমি অনেক ডিটেকটিভ-উপন্যাস পড়েছি। পড়ে গায়ে যত কাঁটা দেছে, ততই ভেবেছি, এমনি কোনো ব্যাপারে সত্যি-সত্যি যদি কোনো দিন···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—Coming events cast their shadows before···কথা আছে না? বঙ্কিম বাবুও বলে গেছেন, ছায়া পূর্ব্বগামিনী!···এমন ঘটনা তোমার জীবনে একদিন ঘটবে বলেই এ-সম্বন্ধে এমন কথা তোমার মনে জাগতো!

হাসিয়া কল্যাণী বলিল—হয়তো তাই!

সমর মিত্র বলিলেন—আমি তাহলে উঠি। এদিকে আরো কিছু আয়োজন করতে হবে।···এই কথা পাকা রইলো। তোমার এখানে গাড়ী আসবে বেলা বারোটা নাগাদ! গাড়ীতে থাকবে শুধু শিখ ড্রাইভার।

কল্যাণী বলিল—কিন্তু আপনি যা বললেন···নিমাই-সাহেব যদি ফকির সেজে আসে, তাহলে আমাকে তো সে চিনে ফেলবে!

সমর মিত্র বলিলেন—চেনে যদি, আর চিনে যদি কে না কথা জিজ্ঞাসা করে, বলো, একটা ফিল্ম-কোম্পানির সঙ্গে কনট্রাক্ট হবে, তারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের ষ্টুডিয়োয়। এর বেশী কোনো কথা বলবার দরকার হবে না। এর বেশী যদি কিছু বলে, অভিমানের ভঙ্গীতে তুমি শুধু জবাব দিয়ো, আপনারা শুধু আশাই দ্যান···আশায় মানুষের দিন চলে না তো!

—বেশ।

সমর মিত্র বিদায় লইলেন। বিদায় লইয়া তিনি গিয়া দেখা

করিলেন তাঁর সহকারী গুণময়ের সঙ্গে। তাহাকে কতকগুলা পরামর্শ দিয়া সমর মিত্র চলিলেন ডেপুটি-সাহেবের গৃহে।

দুজনে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া নানা কথা হইল। তার পর গৃহে ফিরিয়া স্নানাহার। স্নানাহার সারিয়া কলিকাতার পথে জনারণ্যে মিশিয়া সমর মিত্র অদৃশ্য হইলেন।

বেলা বারোটা। কল্যাণীর গৃহ-দ্বারে মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। তিনবার হর্ণ বাজিল।

কল্যাণী সজ্জিত-বেশে বাহিরে আসিয়া দেখে, মোটরে শিখ ড্রাইভার।

ড্রাইভার সেলাম করিয়া একখানি চিঠি দিল। ছোট চিঠি। চিঠিতে লেখা,

তুমি ঠিক বলিয়াছ—যদি চিনিয়া ফেলে! সে চেনার সম্ভাবনা না রাখাই ভালো। তাই ড্রাইভার তোমাকে এই গাড়ীতে করিয়া প্রথমে নিউ থিয়েটার্সের ষ্টুডিয়োয় আনিবে! সেখানে আমার বলা আছে···তুমি এ গাড়ীতে করিয়া সেখানে পৌছিবামাত্র তারা তোমাকে নিখুঁৎ ভাবে অন্য মানুষ সাজাইয়া দিবে। সাজিতে পনেরো মিনিট সময় লাগিবে। তার পর যেমন কথা আছে।

এ চিঠি পড়িয়া ড্রাইভারের হাতেই চিঠি ফেরত দিবে। নিজে রাখিয়ো না, বা ছিঁড়িয়া ফেলিয়ো না।

চিঠিখানা আর-একবার পড়িয়া কল্যাণী সে-চিঠি দিল ড্রাইভারের হাতে। ড্রাইভার পকেটে চিঠি রাখিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিল। কল্যাণী

গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল তখন গাড়ী চলিল কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধরিয়া...নক্ষত্রের বেগে সোজা দক্ষিণ-দিকে।

•

ষ্টুডিয়োর মেক্-আপ্-ম্যান কল্যাণীর মুখে রঙ লাগাইয়া তুলি টানিয়া দরিদ্র মুসলমান-ঘরের তরুণী সাজাইয়া দিল। রূপের শ্রী তার মেক্-আপের নীচে এমন ঢাকিয়া গেল যে আয়নায় দেখিয়া নিজেকে কল্যাণী চিনিতে পারিল না। নিজের শাড়ী-ব্লাউশ ছাড়িয়া অঙ্গে দিল আধ-ময়লা রঙীন শাড়ী-ব্লাউশ! তার পর এ বেশে সাজিয়া কল্যাণী আবার গাড়ীতে আসিয়া বসিল। গাড়ী চলিল রসা রোড ধরিয়া। কালীঘাট-ব্রিজ পার হইয়া আলিপুরের মধ্য দিয়া চিড়িয়া-খানাকে বাঁয়ে রাখিয়া জীরাট ব্রিজ। জীরাট ব্রিজ পার হইয়া গাড়ী আসিল রেশকোর্সের গ্রাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের পিছন দিকে।

এ-পথে গাড়ীর বেগ কমিল। গাড়ীতে বসিয়া কল্যাণী লক্ষ্য করিল, পথের দক্ষিণ-দিকে খোলা জায়গায় গাছতলায় একজন ফকির...বিড়-বিড় করিয়া কি বকিতে-বকিতে ধীর-পায়ে পায়চারি করিতেছে।

গাড়ী থামিল না...পশ্চিম-দিকে চলিল। এবং একেবারে চৌমাথায় আসিয়া ঘুরিয়া রেশ-কোর্সের ঠিক পিছনে আসিয়া ড্রাইভার গাড়ী রাখিল।

এখান হইতে দেখা যায়, দূরে ঐ ফকির!...ফকিরের চেহারায় বা ভঙ্গীতে লক্ষ্য করিবার মতো কিছু নাই!

কল্যাণীর বুকখানা ধড়াশ করিয়া উঠিল! ঐ ফকির...ও ফকিরকে লইয়া একটু পরে না জানি, কি নাটক না জমিয়া উঠিবে! ফকিরের

পাশের ঐ মাটী ফুঁড়িয়া হয়তো কাতারে-কাতারে আবির্ভূত হইবে কালো-কালো অসুরের দল! আর এদিকে কোথায় হয়তো একটা বাঁশী বাজিবে! এবং সে বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে লরিতে চড়িয়া, ভ্যানে চড়িয়া হাজার-হাজার পুলিশ-সার্জ্জেণ্ট আর লাল-পাগড়ী কনষ্টেবল্ আসিয়া হানা দিবে! ঐ সবুজ ঘাসের উপরে হয়তো বিরাট কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন গড়িয়া উঠিবে! তার পর···

কল্যাণীর চমক ভাঙ্গিল! নিজের কথা মনে হইল। সে?···সে কি এমনি বসিয়া থাকিবে···নীরবে? পুতুলের মতো? এখানে তাকে বসাইয়া সমর মিত্র তার অভিনয়-কুশলতার কি পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন?···

চিন্তার পর চিন্তা কল্যাণীর মনে জাগে, আবার তখনি সে চিন্তা বিলয় পায়! চিন্তার আলো-ছায়ার এই স্পর্শ-দোলা···কোথা দিয়া কতখানি সময় যে কাটিয়া গেল···

দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। কল্যাণী সপ্রতিভ হইয়া বসিল। দেখিল, তার গাড়ীর খানিকটা দূরে একখানা রঙ-চটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। ও গাড়ী কখন আসিয়াছে, সে লক্ষ্য করে নাই।···গাড়ীতে লোক নাই।···

তার উত্তেজনার মাত্রা বাড়িল। বুকের স্পন্দন-ধ্বনি আরো দ্রুত হইল, আরো গভীর হইল।

তার পর হঠাৎ তার গাড়ীর পাশে একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকের আবির্ভাব! ড্রাইভারকে উদ্দেশ করিয়া সে প্রশ্ন করিল—পাম্প হ্যায়? পাম্প?

ড্রাইভার কহিল—জী···

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকটি বলিল—দেও তো···হামারা টিউবসে হাওয়া বিলকুল নিকল্ গিয়া।

ড্রাইভার কহিল—পাংচার হুয়া ?

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলিল—এ্যায়সা মালুম হোতা !···তোমারা পাম্পঠো লেকে একদফে আনে শকে গা ?

ড্রাইভার কহিল—কাঁহা আপ্‌কা গাড়ী ?

পিছনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলিল—হুঁই'পর !

—চলিয়ে···বলিয়া ড্রাইভার তার পাম্প বাহির করিল, করিয়া সাহেবের সঙ্গে চলিল সাহেবের গাড়ীর পরিচর্য্যা করিতে।

কল্যাণী ফিরিয়া দেখিল···সাহেবের গাড়ী বেশী দূরে নয়! তার সর্ব্বাঙ্গ কেমন ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল! হঠাৎ এমন মাহেন্দ্র-ক্ষণে অজানা ভদ্রলোক আসিয়া দেখা দিল···গাড়ীর টিউব পাম্প করাইতে!···এত জায়গা থাকিতে এইখানে সে সাহায্য চায় ? · এতখানি পথ আসিয়াছে ···কোথাও দোকান ছিল না ?···যে-সব ডিটেকটিভ উপন্যা[illegible] পড়া আছে, তাহারি কতকগুলায় পড়িয়াছে, সন্ধিক্ষণে ফন্দী ল[illegible] অজানা লোকের উদয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প নষ্ট হইয়া যায়! এ লোক, কে জানে, হয়তো ঐ ফকিরের লোক! হয়তো ষড় আছে···

চমকিয়া সে চাহিল ফকিরের পানে···ফকির নামাজ করিতেছে! ভাবিল, এই বুদ্ধি লইয়া ফন্দীবাজীতে নামিয়াছে! এতক্ষণ এই জনহীন স্থানে ফকির রহিয়াছে···একা···যে একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবে, সে-ই বুঝিবে, নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে! ভিখারী-মানুষ এ-জায়গায় কোনো প্রত্যাশা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না!

কল্যাণী কেমন অস্বস্তি

যদি ফকিরের হাতে নন্দ

সঙ্গে সঙ্গে ফকিরের

চড়িয়া উধাও হই

ফকিরের গা

মনে

লিয়া কি বলিল···ভদ্রলোক

বসিলেন। গাড়ী ঘুরিল

বার সেই পূব-দিকে

নিত। সমর

ন! কিন্তু

ক্ষ্য

উ

ই

য়া

মুখ

ড্রাইভারকে কি-বা বলিবে? কেন বলিবে? এখন যাহা করিবার, ড্রাইভার করিবে!

তাই যদি, তাহা হইলে কল্যাণীকে টানিয়া আনিয়া গাড়ীতে বসানোর উদ্দেশ্য কি? পুতুলের মতো গাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া সে কি করিবে? তাছাড়া এমন করিয়া অ[illegible] কি-বা পরীক্ষা···সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে।

চমক ভাঙ্গিল ড্রাইভার গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ায়! নামিয়া ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।···কল্যাণী চাহিল ফকিরের পানে। ফকির ঐ চৌমাথার মোড়ে! বুড়া মানুষ···পায়ে কিন্তু বেশ জোর আছে। ইহার মধ্যে এতখানি পথ অতিক্রম করিয়াছে!

কেন করিবে না? জাল ফকির···সাজা নকল বুড়া! ড্রাইভার গাড়ী ঘুরাইল। তার গাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া গেল সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবের গাড়ী। সাহেব যেন কল্যাণীদের দিকে চাহিয়া গেল! তার মুখে যেন হাসি!

হয়তো তাই! ও-হাসিতে ইঙ্গিত দিয়া গেল, তোমাদের দিয়াই গাড়ীর চাকা ঠিক করাইয়া লইয়াছি!

বুঝিতে পারিয়াছে?···বিচিত্র নয়! উহাদের বুদ্ধি হয় অসাধারণ তীক্ষ্ণ। ডিটেকটিভ-উপন্যাস ফন্দীবাজদের সম্বন্ধে যে-সব কথা লেখা থাকে, তা যদি সত্য হয় তো···

নিশ্চয় এ-লোকটা ফকিরকে পথ হইতে তার গাড়ীতে তুলিয়া লইবে···লইয়া চকিতে অদৃশ্য হইবে!

কল্যাণীর মনে নিমেষের উত্তেজনা···তীব্র রকমের উৎসাহ! কল্যাণী ডাকিল—ড্রাইভার···

ড্রাইভার তাকাইল কল্যাণীর পানে···নির্ব্বাক।

কল্যাণী লক্ষ্য করিল···ড্রাইভারের চোখের দৃষ্টিতে যেন বিদ্যুতের মতো তীক্ষ্ণ রশ্মি! কল্যাণী বলিল—ঐ ফকিরের উপর নজর রেখে ওকে 'ফলো' করা চাই!

ড্রাইভার কোনো জবাব দিল না···গাড়ী ঘুরাইয়া গাড়ী সে চালাইল পশ্চিমে।

আশ্চর্য্য! এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের গাড়ী ফকিরের দিকে ঘেঁষ দিল না বা দাঁড়াইল না। ফকিরের পানে লক্ষ্য না রাখিয়া সোজা সে হেষ্টিংসের দিকে চলিয়া গেল।

কল্যাণীর গাড়ী চলিয়াছে···মন্থর গতি! কল্যাণীর গায়ে কাঁটা দিয়াছে! ফকির যদি বুঝিতে পারে?

ফকির বাঁকিল খিদিরপুরের পুলের দিকে।

ও-পথে অনেক গাড়ী চলিয়াছে। ট্রাম চলিয়াছে···বাস চলিয়াছে···কল্যাণীর ভয় ঘুচিল। এত গাড়ী চলিয়াছে, তার সঙ্গে তার গাড়ী চলিলে ফকির কেন ও-সন্দেহ করিবে?

পুল পার হইয়া খানিক-আগে ডান দিকে একটা মুসলমানী চা-খানা। লোকের খুব ভিড়। ফকির গিয়া ঢুকিল সেই চা-খানার মধ্যে।

চা-খানার পাশ দিয়া কল্যাণীর গাড়ী দক্ষিণ-দিকে চলিল। কল্যাণী চাহিল চা-খানার দিকে। দেখিল, ফকির গিয়া বসিয়াছে একটা

বেঞ্চের কোণে। ঘাড়ের ঝুলি রাখিয়াছে টেবিলের পাশে। দুজন ষণ্ডা-চেহারার লোকের সঙ্গে ফকির কথা কহিতেছে।

কল্যাণী ভাবিল, বেশী দূর আগাইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। ও-ভিড়ে গা ঢাকিয়া ফকির অদৃশ্য হইতে পারে! ড্রাইভারকে বলিল, —কাছাকাছি কোথাও গাড়ী রাখো। ঐ চা-খানা যেন নজরে থাকে।

ড্রাইভার চাহিল কল্যাণীর পানে···তেমনি নির্ব্বাক ভঙ্গী!···গাড়ী সে রাখিল চা-খানার অদূরে···পথের পূব-ধারে। এখান হইতে গাড়ীতে বসিয়া চা-খানার দ্বার লক্ষ্য হয়।

অনেকক্ষণ কাটিল। ফকির চা-খানা হইতে যেন বাহির হইতে চায় না!···এত কি করিতেছে?

গির্জ্জার ঘড়িতে দুটা বাজিল। নদীর বুকে জোয়ারের জলের মতো পথে লোকের ভিড় ক্রমে হু-হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে!···হঠাৎ পাশ দিয়া একখানা মোটর ছুটিয়া গেল তীরের বেগে···কাণের কাছে তীব্র ভেঁপু-রব তুলিয়া। চমকিয়া চাহিয়া কল্যাণী দেখে, গাড়ীতে সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান!

ইহাও পরিহাস? ভেঁপু বাজাইয়া ইঙ্গিত দিয়া গেল, সব ফাঁশ হইয়াছে!

সে ভাবিল, ড্রাইভারকে বলিবে চা-খানায় গিয়া দেখিতে, সেই ফকির সেখানে···?

কিন্তু বলা হইল না। কোথা দিয়া কি যে হইয়া গেল! তার পানে লক্ষ্য না করিয়াই ড্রাইভার দিল গাড়ীতে ষ্টার্ট। গাড়ী চলিল দক্ষিণ-মুখে···তীরের বেগে।···

সামনে ভিড় কাটাইয়া ঐ চলিয়াছে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের গাড়ী। তার আগে ধূলার-ঘূর্ণী···সে ধূলার জঞ্জাল ঠেলিয়া শুধু অনুমান হয়, আগে-আগে কি যেন উল্কার বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে!

কী? ও কী?

তার গাড়ীর ড্রাইভার কাহার কাছ হইতে হঠাৎ কি এমন নির্দ্দেশ পাইল যে কল্যাণীর তোয়াক্কা না রাখিয়া এমন জোরে গাড়ী চালাইয়া এ পথে চলিয়াছে!

কল্যাণীর কাছে সবটাই যেন মস্ত হেঁয়ালি!

একাদশ পরিচ্ছেদ

ড্রাইভার

ডকের পুল পার হইয়া ডক-কোয়ার্টার্স পার হইয়া পথ [illegible]য়াছে মেটিয়াবুরুজে। সেই পথের উপর দিয়া গাড়ী ছু[illegible]..ছে···যেন শীকারের সন্ধান পাইয়াছে, সেই শীকার ধরিবার উদ্দেশ্যে!

ডাহিনে মেটিয়াবুরুজের বাজার পার হইল···তারপর মেটিয়াবুরুজের থানা···গাড়ী ছুটিল বাঁয়ের রাস্তায়। সামনে বহু-দূরে চলিয়াছে ঐ সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের গাড়ী। যতদূর বুঝা যায়, ও-গাড়ীতে সাহেবী-পোষাক-পরা ঐ একটি মাত্র প্রাণী! ও-গাড়ীতে দ্বিতীয় প্রাণী ···কৈ, নাই! ফকির তাহা হইলে ও-গাড়ীতে নাই? তা যদি নাই, ফকির? কোথায় ফকির? ড্রাইভার ভিতরকার কথা জানে, বোধ

হয়! নহিলে কল্যাণী আভাসে শুধু বলিয়াছিল, চা-খানা! পুলিশের ড্রাইভার···সে-আভাস তার পক্ষে হয়তো পর্য্যাপ্ত!

তবু সে-আভাস সম্বন্ধে কিছুমাত্র তত্ত্ব না লইয়া, তার কথার জবাব না দিয়াই এমন ভাবে উল্কার বেগে ড্রাইভার গাড়ী ছুটাইয়াছে ঐ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের গাড়ীর পিছনে!

কেন? কেন?···কিসের সন্ধান পাইয়াছে যে···

পথের দু'পাশে জীর্ণ ঘর-বাড়ী, খানা, ডোবা, পচা-পুকুর···কোথাও বাঁশের ভারা বাঁধা···নব-নব গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে···

কল্যাণীর গাড়ী আসিয়া থামিল সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের গাড়ীর পিছনে। গাড়ী মিলিল। কিন্তু এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব ও-গাড়ীতে নাই!

দু' পাশে ঝোপ-ঝাপ···খানা-ডোবা···দূরে দু' একখানা চালা-বাড়ী ···লোকজনের চিহ্নও নাই! দক্ষিণে সামনের দিকে পথ অষ্টাবক্রের মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ডোঙ্গার মতো···মাঝখানটা উঁচু, দু'পাশে খোন্দল···গরুর গাড়ী-যাতায়াতার ফলে দু'ধার নালার মতো নীচু।

ড্রাইভারের মুখে কথা নাই···কল্যাণী কম্পিত বুকে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে!

সামনে ঝাঁকড়া একটা তেঁতুল-গাছ। কোথায় ঐ ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা কাঠ-ঠোকরা ডাকিতেছিল···কর্কশ তার রব!

অনেকক্ষণ···অনেকক্ষণ···অনেকক্ষণ কাটিল।

কল্যাণীর মনে হইতেছিল, যেন এক যুগ! যেন জীবনের বাকী মুহূর্ত্তগুলা তার এইখানেই কাটিবে!···

ও-দিককার ঝোপ ঠেলিয়া হঠাৎ বাঁশীর চকিত-রব! ড্রাইভারের যেন চমক ভাঙ্গিল! গাড়ী হইতে নামিয়া সে ঢুকিল সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া পাশে ঝোপের মধ্যে···

একটু পরে ফিরিয়া আসিল। হাতে এক-টুকরা স্লিপ। স্লিপখানা সে দিল কল্যাণীর হাতে। স্লিপ লইয়া কল্যাণী দেখিল। স্লিপে লেখা আছে···পেন্সিলে···

বাঁদিককার ঝোপে পায়ে-চলা যে সরু পথ সেই পথে এসো। খানিকদূর এসে দেখবে একখানা ভাঙ্গা বাড়ী। সেই বাড়ীতে যেতে হবে। গাড়ীতে কালো-রঙের একখানা মোটা চাদর পাবে, ড্রাইভার দেবে। সেই চাদরে গা ঢেকে আসবে। যাকে দেখবে, তার ইঙ্গিতে চলবে। এ চিঠি পড়ে ড্রাইভারের হাতেই চিঠি ফেরত দেবে। কাছে রাখবে না, বা ছিঁড়ে কোথাও ফেলবে না। সাবধান!

চিঠি পড়িয়া কল্যাণী এক-নিমেষ বিলম্ব করিল না। ড্রাইভারকে বলিল—কালো-চাদর···

ড্রাইভার দিল কালো-রঙের পারামেটা-কাপড়ের চাদর। সে চাদর মুড়ি দিয়া চিঠির নির্দেশ-মতো পায়ে-চলা সরু পথ ধরিয়া কল্যাণী ঢুকিল ঝোপের মধ্যে।

ড্রাইভার দাঁড়াইয়া রহিল। কাঠের পুতুলের মতো নিস্পন্দ তার মূর্ত্তি!

ঝোপ ঠেলিয়া কল্যাণী চলিয়াছে···যেন সেই এ্যাডভেঞ্চার-গল্পের নায়িকার মতো! বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন···পা কাঁপিতেছে! শুধু ভাবিতেছে, ইহার পর···?

সূর্য্য আকাশের পশ্চিম-দিকে একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। শীতের দিন। এখনি সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া যাইবে! ভয় তেমন

নয়···সমর মিত্রের উপর বিশ্বাস আছে খুব। চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন, ভয় নাই! নিশ্চয় তিনি অলক্ষ্য-অন্তরালে থাকিয়া কল্যাণীর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন! তবে···?

মনে প্রচণ্ড কৌতূহল! এ চিঠিতে লেখা আছে···যাহার সঙ্গে দেখা হইবে, সে যা বলিবে!···দু' চিঠির লেখা একই হাতের, মনে হয়। মোটরে উঠিবার সময় যে-হাতের লেখা চিঠি পড়িয়াছিল, এ-চিঠিও সেই হাতের লেখা! সে-চিঠি সমর মিত্র লিখিয়াছিলেন, নিশ্চয়। নহিলে কে আর লিখিবে? এবং সে-চিঠির অক্ষরের সঙ্গে এ-চিঠির অক্ষর যখন এমন মিলিতেছে, তখন এ-চিঠিও সমর মিত্রের লেখা! তিনিও তবে এখানে আসিয়াছেন?···কখন আসিলেন? কি করিয়া এখানকার হদিশই বা তিনি পাইলেন? তবে কি ঐ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান···ও লোকটি সত্যকার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নয়? ···সমর মিত্র নন্ তো? এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের ছদ্ম বেশ ধরিয়া এখানে ধাওয়া করিয়াছেন? তাই যদি, তাকে কেন সঙ্গে আনা?

এমনি চিন্তায় মন ক্রমে উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। গর্ব্ব হইল, তাকে আনিয়াছেন সমর মিত্র···এত-বড় ব্যাপারে সে সমর মিত্রের সহায়তা করিবে!

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িল। পিছন হইতে কে ডাকিল—কল্যাণী··

নাম ধরিয়া তাকে এখানে কে ডাকে? চমকিয়া কল্যাণী থমকিয়া দাঁড়াইল। পিছন ফিরিতে দেখে, দরিদ্র এক গ্রামবাসী।

উঁচু অশথ গাছের অন্তরাল ভেদ করিয়া পশ্চিম-আকাশ হইতে অস্ত-রবির টকটকে লাল আলো আসিয়া লোকটির মুখে পড়িয়াছে!

কল্যাণী বলিল—ও··· আপনি তাহলে···?

লোকটি বলিল—হ্যাঁ। আমার সঙ্গে আসুন।

মনে এতটুকু দ্বিধা নাই···নিঃসংশয়-মনে কল্যাণী লোকটির সঙ্গে চলিল।

জীর্ণ একটা পাতার ঘর। লোকটি বলিল— কাজ করতে হবে।···একটা চ্যাঙারি পাবেন ওখানে···তাতে কতকগুলো শাকসব্জী তরী-তরকারী আছে, দেখবেন!······ওগুলি নিয়ে যেতে হবে···ঐ যে ভাঙ্গা পাকা-বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐ বাড়ীতে। সাজ-সজ্জা যা হয়েছে, আপনাকে দেখলে ভদ্র-ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে বলে কেউ চিনতে পারবে না। ভাববে, গরীব তরকারী-ওয়ালী। ও-বাড়ীতে যেন তরী-তরকারী বেচতে গেছেন···বাড়ীতে মানুষ আছে দেখে!··· যদি ওরা একান্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, বলবেন, এইখানেই আপনার ঘর। নাম বলবেন, কুলসম!···তাহলে কারো মনে আর সন্দেহ হবে না।···বুঝলেন তো?

মাথা নাড়িয়া কল্যাণী জানাইল, বুঝিয়াছে।

—তাহলে যান্···ভয় নেই। আমি কাছাকাছি থাকবো।···ভালো কথা, একখানা ভোজালি আছে, নিন, সঙ্গে রাখুন। বুক-কাপড়ে লুকিয়ে ···যদি একটু বেফাঁশ হয় বা বেটক্করে পড়েন, কিম্বা সন্দেহ করে' ওরা কোনো রকম অত্যাচার···তাহলে ভোজালি দেখিয়ে খানিকটা সামলে নিতে পারবেন। তার পর আমরা আছি। একা নই···পাড়ায় লোক-বল আছে।···এখন বুঝতে পারবেন না,···ভগবান না করুন, দরকার হলে বুঝতে দেরী হবে না। এখন গিয়ে শুধু ভিতরকার

ব্যাপার দেখে আসবেন···তাই তরকারী-ওয়ালী সাজিয়ে আপনাকে পাঠানো !···

কল্যাণী একাগ্র-মনে সব কথা শুনিল। মনের উৎসাহ আরো বাড়িল। ক্ষণে-ক্ষণে চমক লাগিতেছিল। এ সত্য? না, স্বপ্ন দেখিতেছে?···অভাবের তাড়নায় মানুষ সম্ভব-অসম্ভব কত কি কল্পনা করে। সে-ও করিয়াছে! তাহারি কোনো কল্পনা এমন করিয়া সত্যের বেশে ছলনা করিতে আসিল না কি?

কিন্তু না, ছলনা নয়! স্বপ্ন নয়! এ সত্য!···

মনের মধ্যে কল্পনা আর স্বপ্ন জমিয়া ছিল···একরাশ। সবলে সে-সব ঠেলিয়া দিয়া কল্যাণী তরকারীর চ্যাঙারি কাঁকালে লইয়া ঐ ভাঙ্গা বাড়ীর দিকে চলিল।···

সদরে লোহার গুল্‌-বসানো মস্ত দরজা। দরজার রঙ···কালি যেন ঝুল। কাঠও মাঝে-মাঝে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বাড়ীখানি বেশ বড়। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, দু-মহল।

কল্যাণী বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। পা কাঁপিল···বুকের মধ্যে দুরু-দুরু স্পন্দন! বাড়ীতে জন-প্রাণীর সাড়া নাই। এতটুকু শব্দ নাই। মনে হইল, বাড়ীখানা যেন বহুদিনের ক্ষুধা লইয়া খালি-পেটে হাঁ করিয়া আছে!···

কল্যাণী একবার দাঁড়াইল···দুই কাণ খাড়া করিয়া···কোনো দিক হইতে এতটুকু শব্দ শুনা যায় কি না! কিন্তু না, নিঝুম-পুরী···নিস্তব্ধ··· যেন শ্মশান বা গোরস্থান!

কল্যাণী হাঁকিল—তরকারী নিবে গো?···এ মায়ী···

তার পর চুপ করিল উৎকর্ণ রহিল। তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কেহ যদি সাড়া দেয়?

কেহ সাড়া দিল না।

সামনে মস্ত উঠান। জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। তার ওদিকে আর একটা দ্বার-পথ।...উঠানের জঙ্গল ঠেলিয়া কল্যাণী অগ্রসর হইল...আসিল সেই দ্বারের সামনে।

মুহূর্ত্ত-কাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর তেমনি সুরে আবার ডাকিল—এ মা· ·ন্যায়ি···

স্বরকে যতখানি বিকৃত করিয়া সবজী-ওয়ালীর মতো করা যায়, তেমনি স্বরে ডাকিল। নিজের স্বর শুনিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিল! একালের মেয়ে···ভূত-প্রেত মানে না! মানিলে হয়তো শিহরিয়া ভাবিত, তার কণ্ঠে আর-কে আসিয়া বুঝি ভর করিয়াছে!

ভিতর হইতে একটা সাড়া···পুরুষের তীব্র পরুষ কণ্ঠ···কণ্ঠ হাঁকিল—কে রে?

—তরকারী-ওয়ালী, বাবু···

লোকটা খিঁচাইয়া উঠিল—তরকারী-ওয়ালী আবার কি হবে?

বলিতে বলিতে যার স্বর, সে-লোক আসিল দ্বারের সামনে। আসিয়া বলিল—কে তোকে এখানে আসতে বলেছে? তরকারী-ওয়ালী! তরকারী-ওয়ালীকে আমাদের কি দরকার?

কথার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে যেন হাজার বঁড়শী গাঁথিয়া লোকটি কল্যাণীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল···যেন তার এই জীর্ণ মলিন বেশ আর কম্পিত বুকের মধ্য হইতে ঐ দৃষ্টির বঁড়শী দিয়া সে আসল-উদ্দেশ্যটুকুকে গাঁথিয়া তুলিতে চায়!

ভয়ে কল্যাণীর কণ্ঠ কাঁপিল। এবং ভীতি-জড়িত দৃষ্টিতে চোখ গিলিয়া কোনো মতে সে বলিল—হাঁ বাবু, আমি তরকারী নিয়ে আসছিনু, দেখনু, বাবুরা বাড়ীতে আছেন। তাই টাটকা লাউটা আরো চাল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এনু। এই বেচে দু'চার পয়সা যা পাই, তাতে আমাদের দিন চলে, বাবু!

বাবু ভ্যাংচাইল, বলিল—দিন চলে, বাবু!···তোর দিন কিসে চলে না চলে, সে-খোঁজে আমার দরকার?

কল্যাণীর মাথায় নাটকের প্যাঁচ! সে বলিল—না, ছোটবেলায় এ-বাড়ীতে মায়ের সঙ্গে এটা-ওটা ব্যাচতে এসেছি কত! তার পর আপনারা সবাই চলে গেলেন। এ-বাড়ীতে একদিন কম জিনিষ ব্যাচেছি, বাবু!···তাই বাবুকে আসতে দেখে ঘুরে বাড়ী গিয়ে মাকে বনু, বাবুরা বাড়ী আসেছেন···কিছু বেচে যদি দু' পয়সা পাই, দেখি! তাই আসেছি বাবু···

লোকটা প্রশ্ন করিল—কোন্ বাবুকে কখন আবার এখানে আসতে দেখলি? এ্যাঁ?···

ভীতি-কম্পিত কণ্ঠে কল্যাণী বলিল—আজ্ঞে, খানিক আগে···

—কত আগে?

—ঘড়ি তো নেই বাবু···বাবুকে দেখে আমি বাড়ী গেছি···তার পর বাজরা নিয়ে এ্যাসেছি। তা ঢের ক্ষণ হবে···

লোকটার চোখের যা-দৃষ্টি···কল্যাণী বুঝিল। সন্দেহ করিতেছে না কি?···শেষে বিপদ না ঘটায়। এ-বাড়ীর ও-দ্বার পার হইয়া সে ভিতরে ঢুকিবে, সে আশা নাই!

লোকটি ধমক দিল—না, না, পালা। এখানে তরী-তরকারী কেনবার লোক নেই!···ভাগ্···

কল্যাণী দেখিল, মুস্কিল! এ-কথার পর বাড়ীর ও-দিকটায় প্রবেশ করা যায় না। তার বিদ্যা-বুদ্ধির পুঁজি সামান্য···বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ দূরের কথা···কি বলিয়া এখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহারো হদিশ পাইল না!

মনে পড়িল, অভিনয়ের টেষ্ট!···লোকটির পানে সে একবার—চাহিল। তার পর দু'চোখের দৃষ্টিতে আর্ত্ত অসহায়তা ভরিয়া বলিল—অনেক আশাকরে আসেছিনু বাবু···মায়ের অসুখ, বাজারে যেতে পারে নি···আমাকেও বাজারে যাতি দেয় না। বলে, না, তোর এই সোমত্ত বয়স, বাজারে তুই কুথা যাবি!

এ-কথার কোথায় যেন কি ছিল, লোকটা বলিল—তোর কে আছে বাড়ীতে?

করুণ-কণ্ঠে কল্যাণী বলিল—শুধু এক বুড়ো মা···আর দুটি ছোট ভাই, বাবু···তারা এই এতটুকুন্!

লোকটা চাহিল কল্যাণীর পানে···তেমনি সন্ধানী দৃষ্টি···বলিল—তোর নাম?

—আমার নাম কুলসম।

—বটে! তুই মুসলমান!

যেন মস্ত অপরাধ করিয়াছে, এমনি ভঙ্গীতে কল্যাণী বলিল—হ্যাঁ বাবু।

লোকটা চারিদিকে চাহিল, তারপর বলিল—তোর বয়স বেশী নয়

মুখ-চোখ গড়নও ভালো দেখছি।...তা, তরকারী বেচে কি আর দুঃখ ঘোচে রে! তার চেয়ে এক কাজ করবি, বল্?

বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! কোনো মতে কল্যাণী বলিল—কি কাজ?

—ঐ ছবি হয়েছে না? টকি ছবি...কথা-কওয়া ছবি রে! সেই ছবিতে নামবি? যদি সে কাজ পারিস, তাহলে অনেক টাকা মাইনে হবে। আচ্ছা, তুই গান গাইতে পারিস?

—না বাবু, গান গাইবো কি? প্যাটে খেতে পাই না...তা গান!

—বেশ, অন্য এক সময়ে আসিস...দেখবো'খন চেষ্টা করে! এখন পালা।

জমিল না। কল্যাণী ভাবিয়াছিল...

লোকটা চলিয়া যাইতেছিল, কল্যাণী বলিল—আজ দয়া করতে হবে বাবু। কিছু নিন, যা-খুশী দাম দেবেন। অনেক আশা করে আসেছি। মা-ঠাকরুণরা আছেন তো বাড়ীতে...এই কচি শসা, লাউ, টাটকা-শাক...বেশী নয়...আট আনা পয়সা দিলেই হবে।

বলিতে বলিতে কল্যাণী দ্বার-পথে খানিকটা অগ্রসর হইল। সে লোকটা দেখিল না।

দ্বারের ওদিকে আর-একটা উঠান। উঠানের গায়ে ফাটা-চটা রোয়াক। রোয়াকের কোণে একটা গাটরি পড়িয়া আছে।

কল্যাণী চাহিল উপরের দিকে। রোয়াকের উপরে খোলা ছাদ... ছাদের আলিসায় একখানা কমলা-রঙের আলোয়ান। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ!

লোকটা নিঃসংশয় মনে রোয়াকে উঠিল।

কল্যাণী ডাকিল—বাবু···

লোকটা ফিরিয়া চাহিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—আরে, ভারী ছিনে জোঁক তো তুই! দেখছি, বেজায় গায়ে-পড়া। বাড়ীর মধ্যে এসেছিস!···পালা···শেষে কিছু চুরি করে পালাবার মতলব, না?

কল্যাণী মনে-মনে হাসিল, মুখে বলিল—আমি চোর নই বাবু··· গরীব হলেই কি চোর হয়?···আট আনা পয়সা···অনেক জিনিস আছে, বাবু। বাজারে নিয়ে গেলি এ্যাট্টা টাকা নিশ্চয় পাওয়া যাতো!

—না···না···না। জ্বালাতন করিস্ নে। তরকারী নেবো না··· আট আনা পয়সাও দেবো না। পালা···নাহলে মজা দেখিয়ে দেবো।

কল্যাণী আর কথা বাড়াইল না···ধীরে-ধীরে ফিরিল।

বাহিরে ঝোপের মধ্যে পায়ে-চলা সেই সরু পথ। কল্যাণী আসিয়া সেই পথে দাঁড়াইল।···সূর্য্য পশ্চিম-আকাশে আরো হেলিয়া পড়িয়াছে। ও-দিককার ন্যাড়া শিমুল-গাছের ফাঁক দিয়া তার রক্ত-ছটা আসিয়া পড়িয়াছে ভাঙ্গা দোতলা-বাড়ীর গায়ে। কল্যাণী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল···বাড়ীর কোথাও যদি জন-মানবের অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন মেলে!

কিছু না!

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। রুক্ষ-মেজাজী একটা লোক··· এক-তলার রোয়াকে একটা গাঁটরি···এবং দোতলার ছাদের আলিসায় কমলা-রঙের একখানা আলোয়ান···ইহা হইতে কি-বা সন্ধান মিলিবে!

ভাবিল, সমর মিত্র পুলিশ-অফিসার। কল্যাণী খপরের কাগজ

পড়ে। খপরের কাগজে পড়িয়াছে, তাঁর শক্তি নাকি অসাধারণ। একটা ফকিরকে মাঠে দেখিয়া এমনিভাবে এখানে তাড়া করিয়া আসিলেন···ঝোপের পিছনে নিরালা একটা ভাঙ্গা বাড়ী···জন-প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দও নাই···কোথায় কে? এ তিনি কি করিলেন!···

কল্যাণী এখন কি করিবে? গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইবে? না···

কিন্তু লোকটা লক্ষ্য করিতেছে না তো? জীর্ণ বাড়ীর পানে আবার চাহিল। কোথাও কাহাকেও দেখিল না। ভাবিল, গাড়ীর দিকে নয়···বাড়ীর ওদিকে বরং···

এমনি ভাবিয়া ক'পা পূব-দিকে অগ্রসর হইয়াছে, হঠাৎ শুনিল দূরে বন্দুকের শব্দ। উপরি-উপরি দুটা শব্দ। তার পর চারিদিক আবার স্থির, নিস্পন্দ।

কল্যাণী যেন নিশ্চল পাথর বনিয়া গেছে!···চোখের সামনে সব যেন কেমন আবছা অস্পষ্টতায় মিলাইয়া যাইতেছে···

সবলে নিজেকে ঝাঁকানি দিয়া কল্যাণী নিজেকে খাড়া করিল। শুনিল, শব্দ! দু-তিনটা ঝোপ-ঝাড় ঠেলিয়া কারা যেন ছুটিয়া আসিতেছে···এই দিকে! জোর-পায়ে ছোটার শব্দ! দু'চোখে দৃষ্টি উন্মুখ করিয়া কল্যাণী চাহিল সে শব্দ লক্ষ্য করিয়া··· দিকে, ওদিকে, চারিদিকে!

পাশ দিয়া কে একজন ছুটিয়া গেল···বলিল—গাড়ীতে যাও।

যে কথা বলিল, সে এক-সেকণ্ড দাঁড়াইল না। তার মুখও কল্যাণী দেখিল না!···এক মিনিট নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল···হতভম্বের মতো ···তার পর তার কথা শিরোধার্য্য করিয়া কল্যাণী চলিল পশ্চিম-দিকে ···যেখানে গাড়ী আছে, সেই দিকে।

গাড়ী মিলিল। গাড়ীতে ড্রাইভার নাই।

মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল···বুকের মধ্যে ছম্‌ছমানি···কল্যাণী উঠিয়া গাড়ীতে বসিল।

গভীর শ্রান্তি। গাড়ীর পিছন-দিকে মাথা হেলাইয়া দিল। দু'চোখের দৃষ্টি বাহিরের পানে···মনে হইতেছিল, এখনি হয়তো দেখিবে···

কি দেখিবে, জানে না! মাথার মধ্যে রিম্‌রিম্-ঝিম্‌ঝিম্···যেন একরাশ সরীসৃপ কিল্‌বিল্ করিয়া বেড়াইতেছে! চোখ জ্বালা করিতেছিল···কল্যাণী চোখ বুজিল।

বোধ হয়, ঘুম! কলরব-কোলাহলে সে-ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ চাহিয়া কল্যাণী দেখে, বাহিরে আলোয় আলো। লোক একেবারে গিশ্‌গিশ করিতেছে!

সমর মিত্রের কণ্ঠ শুনিল। সমর মিত্র বলিলেন—ন াবুকে আমার গাড়ীতে তুলে দাও···আর ওদের তোলো অন্য গাড়ীতে। দু'জন সার্জ্জেণ্ট আর পাহারাওয়ালাদের নিয়ে ওদের তোলো ও-গাড়ীতে···

কে-একজন বলিল—মেয়ে-লোকটি?

সমর মিত্র বলিলেন—মেয়ে-লোকটিকে আমাদের গাড়ীতে দাও। হাতে হ্যাণ্ড-কাফ্ আছে তো?

জবাব মিলিল—হ্যাঁ, স্যর!

কল্যাণীর বিশ্বাস হয় না! স্বপ্ন নয় তো!···না! মশালের আলোয়

কল্যাণী দেখিল, ঐ যে সমর মিত্র!...পুলিশের সার্জ্জেণ্ট একজন স্ত্রীলোককে লইয়া তার গাড়ীর দিকে আসিতেছে।

স্ত্রীলোকটি?...চিনিল। চিনিয়া চমকিয়া উঠিল! দীপাদি!

সমর মিত্র আসিলেন, বলিলেন—ঘুম ভাঙ্গলো?

কল্যাণী জবাব দিল না...অপ্রতিভ হইয়া মুখ নত করিল।

সমর মিত্র বলিলেন—ড্রাইভারকে চিনতে পারোনি! আমি ছিলুম তোমার গাড়ীর ড্রাইভার! চিনতেও পারো নি!

যন্ত্র-চালিতের মতো বিস্ময়-গাঢ় কণ্ঠে কল্যাণী বলিল—না। কিন্তু দীপাদি?

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ, তোমার পাশে বসে আমাদের সঙ্গেই যাবেন। তবে ষ্টুডিয়োয় নয়।...লালবাজারের হাজতে...ষ্টুডিয়োর ছুটি হয়ে গেছে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যূহভেদ

দীপা রায় ধরা পড়িয়াছে। তার সঙ্গে চারজন ভদ্র-ব্যক্তি।

কেমন করিয়া...বলি।

গেঁয়ো-মুসলমানের মূর্ত্তি যে-লোকটি কল্যাণীকে জীর্ণ বাড়ীর দিকে পাঠাইয়া ছিল তরকারী বেচিতে, সে গুণময়। সকলের অলক্ষ্যে ঝোপ ঠেলিয়া গিয়াছিল বহুদূরে আরো আগাইয়া সোজা পূর্ব্বদিকে... সেখানে ছিল পরিত্যক্ত ঘাঁটী। খোলার চালা...তবে সে ঘরের দশা পাকাবাড়ীর মতো এতখানি জীর্ণ হয় নাই।...চালা-বাড়ীর বাহিরে কলাগাছের জঙ্গল। কলা-ঝাড়ের আড়াল হইতে সেই বাড়ীর মধ্যে গুণময় গিয়া কলহ-কলরব শুনিতে পায়।

গুণময়ের পিছনে-পিছনে আসিয়াছিল গুল্ মহম্মদ জমাদার... লুঙ্গি-পরা চাষার মূর্ত্তিতে। তার হাতে ছিল থেলো-হুঁকা...পিঠে ছিল থলি...থলির মধ্যে ছিল রিভলভার। কলহ-কলরব শুনিয়া গুণময় গুল্ মহম্মদকে সঙ্কেত জানায়। গুল্ মহম্মদ তখনি নিঃশব্দে গিয়া খবর দেয় ড্রাইভার-বেশী সমর মিত্রকে। সমর মিত্রের গাড়ীতেই কল্যাণী আসিয়াছিল। সে-গাড়ীর আগে যে-গাড়ী সেই নক্ষত্র-গতিতে ছুটিয়াছিল, সেই নক্ষত্র-গতি গাড়ী লক্ষ্য করিয়া কল্যাণীকে লইয়া সমর মিত্র আসিয়াছেন। আগের গাড়ীতে ছিল গুণময়, দু'জন পুলিশ-সার্জ্জেন্ট এবং জমাদার-কনষ্টেবলরা। সমর মিত্র ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন ; সে ব্যবস্থা-মতো রেশ-কোসে
অপেক্ষা করিতেছিল⋯এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লোকটি পুলিশ।

ফকির যখন চা-খানায় গিয়া ঢোকে, গেঁয়ো-মুসলমানের গুণময়ও তার পিছনে গিয়া সেখানে ঢোকে। পুলিশ-জমাদার এবং কনষ্টেবলদের একটু দূরে-দূরে সার গাঁথিয়া রাখা হইয়াছিল। তারা ছিল সাদা পোষাকে⋯চা-খানা হইতে হেষ্টিংসের মোড় পর্য্যন্ত⋯ সমস্ত পথ জুড়িয়া। গুণময় সঙ্কেত দিলে সে-সঙ্কেত সার্জ্জেণ্টরা যেন পায়, এমনি ভাবে। কল্যাণীর গাড়ীতে ড্রাইভার-বেশী সমর মিত্রও গুণময় প্রভৃতির উপর বেশ তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

চা-খানায় গিয়া ফকির আলাপ সুরু করিয়া দিল দু'জন ষণ্ডা-মূর্ত্তি মুসলমানের সঙ্গে। তার পর তিনজনে চা-খানা হইতে বাহির হয়। চা-খানার অদূরে রাস্তার উপরে ছিল একখানা ট্যাক্সি। ফকির এবং তার সঙ্গীরা গিয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসে। ট্যাক্সির মুখ ছিল উত্তর-দিকে ⋯তারা বসিবামাত্র মোড় ঘুরিয়া ট্যাক্সি দক্ষিণ-দিকে ছুটিল।

তাহাদের অলক্ষ্যে গুণময় বাহিরে আসিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াই জমাদার গুল্ মহম্মদকে সে দেয় সঙ্কেত। এবং সে সঙ্কেত নিমেষে গিয়া হেষ্টিংসে সার্জ্জেণ্টদের কাছে পৌছায়। সার্জ্জেণ্টরা ছিল বিশেষ সপ্রতিভ। সঙ্কেত পাইবামাত্র ঝড়ের বেগে তারা গাড়ী আনে ⋯এবং ভ্রষ্ট উল্কার বেগে গুণময় ও কনষ্টেবল-জমাদারের দল সে-গাড়ীতে উঠিয়া বসে⋯বসিয়া ফকিরদের গাড়ীর পিছনে ছোটা⋯

তারপর মেটিয়াবুরুজে আসিয়া খুব সন্তর্পণে উহাদের অলক্ষ্যে কনষ্টেবল-জমাদারের দল পাছু লয়।⋯ভাঙ্গা বাড়ীর খবরদারীর ভার পড়ে গুণময়ের উপর। কল্যাণীকে সে তরকারী-ওয়ালী সাজাইয়া

কল্যাণী গাড়ী হইতে নামিয়া গেলে সমর

...উল্ মহম্মদের সঙ্গ গ্রহণ করেন এবং তাঁরা গিয়া

...ইন ভাঙ্গা বাড়ীর ওদিকে সেই ভাঁটীর ধারে।

ভিতরে তখন টাকার গন্ধে সকলে মত্ত-মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে ...ভাগ-বখরা লইয়া দারুণ কলহ-বিবাদ। এবং সে-কলহে একজনের রক্ত বিষম তাতিয়া উঠিল। সে-ঝাঁজ সহিতে না পারিয়া সে ছুড়িল বন্দুক—তর্কের শেষে মীমাংসা করিতে। সঙ্গে সঙ্গে সমর মিত্রও সদলে গিয়া পরিত্যক্ত ঘাঁটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন...হাতে রিভলভার।

রিভলভার ছুড়িতে হইয়াছিল। সে-রিভলভারের ... লাগে... যে-লোকটা বন্দুক ছুড়িয়াছিল, তার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ...র বন্দুক খশিয়া যায়। তার পর সদলে গ্রেফতার।...যে-লোকটা ব...র গুলি খাইয়াছিল, সে মারা গিয়াছে।

তার নাম গুপী।...

এই গুপীকে হোটেলের সেই বলরাম সনাক্ত করিল। আনিয়া বলরামকে দেখাইতেই চমকিয়া সে বলিল,—এই বাবু...ই...হোটেলে আসতো।...

দলটির যে-পরিচয় বাহির হইল, যেন রোমান্স!

দীপার সঙ্গে যে ক'জন ভদ্রলোক ধরা পড়িয়াছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিমাই-সাহেব। এই নিমাই-সাহেবই দীপা ওরফে পরীবালা ওরফে পারুলকামিনীর আসল মালিক।

পারুলরা তিন বোন। বড়র বিবাহ হইয়াছে জোড়াসাঁকোয়। বড় ভগ্নীপতি থিয়েটারে টিকিট বেচার কাজ করিত। পারুলেরও বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী থাকিত পল্লীগ্রামে। গৃহস্থের বধূ। নিমাই-সাহেব বাপ-মরা ছেলে। বাপের পয়সায় বিলাত ঘুরিয়া আসে। বিলাতে গিয়া একটি জিনিষ সে শিখিয়া আসিয়াছিল···মদ খাওয়া। মদের স্রোতে সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া নিমাই-সাহেব বুদ্ধি-কৌশলে দিন গুজরান করিতেছিল। পারুলের স্বামী মারা গেলে পারুল জোড়াসাঁকোয় তার দিদির বাড়ীতে আশ্রয় পাইল। ভগ্নীপতি ছিল থিয়েটারের বুকিং-ইন্-চার্জ্জ। কাজেই থিয়েটার দেখিবার সুযোগ মিলিত নিত্য! ভগ্নীপতির বাড়ীর সামনে মেশ। সেই মেশে থাকিত নিমাই-সাহেব। নিমাই-সাহেব সে-থিয়েটারের ফীমেল-শীট লীজ্ লইয়াছিল। তার চোখ আছে···বিলাত-ঘোরা দুটি চোখ! তার উপর সে মানুষ চেনে; এবং যে-বুদ্ধি আছে, সে-বুদ্ধির জোর কাহাকে দিয়া কোন্ কাজে সুবিধা হইবে, তাহাও বেশ ভালো রকম বোঝে। সে দেখিল বিধবা রূপসী পারুলকে। তার পর চার চোখে হইল দেখা। অ[illegible] যে একদিন থিয়েটার দেখিয়া পারুল আর বাড়ী ফিরিল না। ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে মেশে অনেক টাকা দেনা রাখিয়া মেশ হইতে নিমাই-সাহেবও ফেরার! ব্যাপার বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হইল না! বুঝিলেই বা উপায় কি!

নিমাই-সাহেব নিপুণ জহুরী। প্রণয়-ভেলায় পারুলকে তুলিয়া সাহেব দেখিল, পারুল কোহিনুর-মণি! নিমাই-সাহেবের শিক্ষায় পারুল নিজেকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নূতন মানুষ গড়িয়া তুলিল। সে নাচ শিখিল, গান শিখিল···ছলাকলা-কৌশল শিখিল। থিয়েটারে ঢুকিয়া অভিনয়ও

করিল। তার পর পরীবালা নাম লইয়া নিমাই-সাহেবের স্ত্রী সাজিয়া বিশেষ-সমাজে চমৎকার প্রতিপত্তি জাহির করিল। তার পর নিমাই-সাহেব তাকে ধরিয়া তুলিল শিকারী বাজ-পক্ষী! এবং এই বাজ-পক্ষীর দৌলতে কলিকাতার ধনী-সমাজের বহু সৌখীন তরুণ পুরুষকে সে বধ করে। শীকারে পরী চমৎকার নৈপুণ্য লাভ করিল। এবং সে বুঝিল, নিমাই-সাহেবের স্ত্রী-পরিচয়ে শীকারের ক্ষেত্র অনেকখানি সঙ্কীর্ণ থাকে...কিন্তু ফিল্মে যোগ দিলে সেই ক্ষেত্র অনেকখানি বাড়ে। তাই দীপা রায় নাম লইয়া সে ফিল্মে যোগ দিয়াছে। এবং যে-সব গুণ থাকিলে অচিরে 'ষ্টার' হওয়া যায়, সে-সব গুণে দীপা আশ্চর্য্য পারদর্শিতা দেখাইল। অর্থাৎ নাচে-গানে হাস্যে-ভাষ্যে-লাস্যে সে কুহক নিশাইল। লোক বুঝিয়া এমন ভঙ্গীতে বসে-দাঁড়ায়, চলে-ফেরে ও কথা বলে যে সে-লোক ভাবে, পৃথিবীতে দীপা রায়ের কামনার বস্তু কে! কাজেই নিজেকে সঁপিয়া দিতে তারা পথ পায় না! বোঝে, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো তাহা আছে এই দীপা রায়ের গৃহে!

দীপা রায় নন্দগোপাল সিংহ-রায়কে মুগ্ধ করিল। নন্দগোপাল তাকে লইয়া বিহ্বল-বিভোর! দীপা রায় বলিয়াছিল, তার আসল নাম পরীবালা...সিনেমা পর্দ্দার নাম দীপা...বানানো।

২রা জানুয়ারি তারিখে এন্‌গেজমেণ্ট করিয়া পরীবালাকে লইয়া নন্দগোপাল পার্ক-সার্কাসের ওদিকে এক হোটেলের কামরা ভাড়া লইয়াছিলেন।...সেখানে দুজনে মধুযামিনী-যাপন করিবেন! রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে...সিনেমা দেখিয়া দুজনে হোটেলে ফিরিয়া শয়ন করিবে, এমন সময় স্বামী সাজিয়া রুদ্র-মূর্ত্তিতে নিমাই-সাহেবের আবির্ভাব!